প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রকৃতির প্রতিশোধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

T2
3

248531

রবীন্দ্রচর্চা-প্রকাশ ৪

প্রথম প্রকাশ : ১২৯১

[১৮ বৈশাখ ১২৯১ । ২৯ এপ্রিল ১৮৮৪ । মুদ্রণসংখ্যা ১০০০]

কাব্যগ্রন্থাবলী-ভুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫ আশ্বিন ১৩০৩

কাব্যগ্রন্থ-ভুক্ত তৃতীয় সংস্করণ : ১৩১০

চতুর্থ সংস্করণ : [২০ ডিসেম্বর ১৯১১ । ৪ পৌষ ১৩১৮]

কাব্যগ্রন্থ-ভুক্ত পঞ্চম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩২১

ষষ্ঠ সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৩৫ । অগস্ট্ ১৯২৮

রবীন্দ্ররচনাবলী-ভুক্ত সপ্তম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৪৬

বন্ধনীবদ্ধ কালনির্দেশ ও মুদ্রণসংখ্যানির্দেশ 'বেঙ্গল লাইব্রেরি'র তালিকা -সম্মত

পাঠপঞ্জীকৃত নূতন সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮৪

পাঠসংকলন ও সম্পাদনা : কানাই সামন্ত

© বিশ্বভারতী ১৯৭৭

প্রকাশক রণজিৎ রায়

বিশ্বভারতী । ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট । কলিকাতা ৭১

মুদ্রক শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার

শ্রীগোপাল প্রেস । ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট । কলিকাতা ৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সূচনা : ১।২	৭।৯
উৎসর্গ	১৩
প্রকৃতির প্রতিশোধ	১-৫২
গ্রন্থপরিচয় ও পাঠপঞ্জী	৫৫-১১৩
গ্রন্থপরিচয়। সংস্করণ ১-৭	৫৫-৫৭
পাঠপঞ্জী। তদেব	৫৮-৯৭
প্রকৃতির প্রতিশোধ -ভুক্ত গান	৯৮-১০১
ভাষান্তর তথা রূপান্তর	১০২-১১৩
সংযোজন-সংশোধন	১১৪
বিজ্ঞপ্তি	১১৫

'সূচনা'-উত্তর

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-চিত্র

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে জীবনস্মৃতির প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিতে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ। ইহার শেষে আর-একটি মাত্র বাক্য আছে; তাহা প্রচলিত জীবনস্মৃতি গ্রন্থেও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অধ্যায়ের সর্বশেষ বাক্য— বর্তমান গ্রন্থের সূচনায় যথাস্থানে সংকলিত।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বদ্ধ ঘরে নিঃসঙ্গ নির্জনে। সন্ধ্যাসংগীত এবং প্রভাতসংগীতের অনেকটা সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত।

তার পরের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে। তখনো বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি আবেগের বাষ্পপুঞ্জ থেকে। তবু দুঃস্বপ্নের মতো আপনার বাঁধন-জাল ছাড়াবার জন্যে জেগে উঠল বালকের আগ্রহ। এই সময়কার রচনা ছবি ও গান। লেখনীর সেই নূতন বহির্‌মুখী প্রবৃত্তি তখন কেবল ভাবুকতার অস্পষ্টতার মধ্যে বন্ধন স্বীকার করলে না। বেদনার ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের প্রয়াসে সে শ্রান্ত, কল্পনার পথে সৃষ্টি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল বাল্মীকি-প্রতিভায়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না। কিছুকাল পরে, তখন আমার বয়স বোধ হয় তেইশ কিম্বা চব্বিশ হবে, কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সে আত্মগত নয়, সে কল্পনায় রূপায়িত। 'হেদে গো নন্দরানী' গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। রাখাল বালকেরা নন্দরানীর কাছে এসেছে আবদার করতে, তারা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে এই তাদের পণ। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এ বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের

কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়ালো— শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।[১]

শান্তিনিকেতন

২৮ জানুয়ারি ১৯৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৪ মাঘ ১৩৪৬]

১ বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত প্রথমখণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলীর দ্বিতীয় মুদ্রণ -সময়ে (চৈত্র ১৩৪৬) সংযোজিত। রচনার স্থান কাল ও পাঠ রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি-সম্মত।

বহু বৎসর পূর্বে প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত ভাবে বলেন **জীবনস্মৃতি** গ্রন্থে (১৩১৯ / বক্ষ্যমাণ অংশ : প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯) ; অতঃপর তাহাও সংকলন করা গেল।

এই কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব-কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল— ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কী করিয়া। এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস-দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে এক দিকে যত-সব পথের লোক, যত-সব গ্রামের নরনারী, তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর-এক দিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল,

গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক[২] হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল— এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম : বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।[৩]

তখনো আলোচনা[৪] নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না এবং কাব্য হিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কী তাহা জানি না কিন্তু

২ কলিকাতার সদর স্ট্রীটে যে অভূতপূর্ব উপলব্ধি হয় তাহার বিবরণ রহিয়াছে জীবনস্মৃতির 'প্রভাতসংগীত' অধ্যায়ে। এ স্থলে সেই সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩ দ্রষ্টব্য, নৈবেদ্য, সংখ্যা ৩০

৪ ঐ গ্রন্থে (অচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ -ধৃত) দ্রষ্টব্য : 'ধর্ম্ম' ও 'ডুব দেওয়া'। ভারতী পত্রে যথাক্রমে প্রথম প্রচার : চৈত্র ১২৯০ ও বৈশাখ ১২৯১। প্রকৃতির প্রতিশোধ হইতে উক্ত নিবন্ধমালায় নানা অংশের বহুশঃ সংকলন।

আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধের কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া-দিয়া গাহিতে-গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম :

হ্যাদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও—
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকরা মাঠে যাইতেছে— সেই সূর্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার, তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না ; সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে ; সেইখানেই অসীমের সাজ-পরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায় ; সেইখানেই মাঠে-ঘাটে বনে-পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; দূরে নয়, ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য— পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট— কেননা সর্বত্রই যাহার আনন্দ তাহাকে কোনো বড়ো জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।[৫]

---

৫ প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রসঙ্গে বহু তথ্যের ও রবীন্দ্র-উক্তির সংকলন করেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন।
দ্র : রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী (আষাঢ় ১৩৮০), পৃ. ১১৬-২৪।

এই কারোয়ারে সমুদ্রতীরে বসিয়া "প্রকৃতির প্রতিশোধ" লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া অনন্তের মধ্যে আপনাকে বিশুদ্ধভাবে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সে ইহাই দেখিল ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহৎ, সীমার মধ্যেই অসীম, প্রেমের মধ্যেই মুক্তি। প্রেম যেখানেই আলো ফেলে সেইখানেই দেখিতে পাই সীমা নাই;- এই জন্যই প্রেমের এই বাক্য অত্যুক্তি নহে -

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

উৎসর্গ

তোমাকে দিলাম

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রথম দৃশ্য

গুহা

সন্ন্যাসী

কোথা দিন, কোথা রাত্রি, কোথা বর্ষ মাস !
অবিশ্রাম কালস্রোত কোথায় বহিছে
সৃষ্টি যেথা ভাসিতেছে তৃণপুঞ্জসম !
আঁধারে গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।
অনাদি কালের রাত্রি সমাধিমগনা
নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে।
শিলার ফাটল দিয়া বিন্দু বিন্দু করি
ঝরিয়া পড়িছে বারি আর্দ্র গুহাতলে।
স্তব্ধ শীতজলে পড়ি অন্ধকার-মাঝে
প্রাচীন ভেকের দল রয়েছে ঘুমায়ে।
বাদুড় গুহায় পশি সুদূর হইতে
অমানিশীথের বার্তা আনিছে বহিয়া।
কখনো বা কোনো দিন কে জানে কেমনে
একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে,
দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
একটুকু উঁকি মেরে যায় পলাইয়া।
বসে বসে প্রলয়ের মন্ত্র পড়িতেছি,
তিল তিল জগতেরে ধ্বংস করিতেছি,
সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কী আনন্দ আজি।
জগৎ-কুয়াশা-মাঝে ছিনু মগ্ন হয়ে,
অদৃশ্যে আঁধারে বসি সুতীক্ষ্ণ কিরণে
ছিঁড়িয়া ফেলেছি সেই মায়া-আবরণ,

জগৎ চরণতলে গিয়াছে মিলায়ে—
সহসা প্রকাশ পাই দীপ্ত মহিমায়।
বসে বসে চন্দ্র সূর্য দিয়েছি নিবায়ে,
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।
কোটি-কোটি-যুগ-ব্যাপী সাধনার পরে,
যুগান্তের অবসানে, প্রলয়সলিলে
সৃষ্টির মলিন রেখা মুছি শূন্য হতে—
ছায়াহীন নিষ্কলঙ্ক অনন্ত পুরিয়া
যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ
পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ-আভাস।
জগতের মহাশিলা বক্ষে চাপাইয়া
কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ!
পলে পলে যুঝি যুঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে,
হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ।

কী কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসী প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে!
আমার হৃদয়রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী।
বিরাম বিশ্রাম নাই দিবসরজনী
সংগ্রাম বহিয়া বক্ষে বেড়াতেম ভ্রমি।
কানেতে বাজিত সদা প্রাণের বিলাপ,
হৃদয়ের রক্তপাতে বিশ্ব রক্তময়,
রাঙা হয়ে উঠেছিল দিবসের আঁখি।

বাসনার বহ্নিময় কশাঘাতে হায়
পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মতো।
নিজের ছায়ারে নিজে বক্ষে ধরিবারে
দিনরাত্রি করিয়াছি নিষ্ফল প্রয়াস।
সুখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত
দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়া।
বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে
নিয়ে গিয়েছিস মহা দুর্ভিক্ষ-মাঝারে।
খাদ্য বলে যাহা চায় ধূলিমুষ্টি হয়।
তৃষ্ণার সলিলরাশি যায় বাষ্প হয়ে।
প্রতিজ্ঞা করিনু শেষে যন্ত্রণায় জ্বলি
এক দিন— এক দিন নেব প্রতিশোধ।
সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে
সাধিয়াছি মহা হত্যা আঁধারে বসিয়া।
আজ সে প্রতিজ্ঞা মোর হয়েছে সফল।
বধ করিয়াছি তোর স্নেহের সন্তানে,
বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে।
সেই ভস্মমুষ্টি আজি মাখিয়া শরীরে
গুহার আঁধার হতে হইব বাহির।
তোরি রঙ্গভূমিমাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ-গান।
দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ্‌ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

সন্ন্যাসী

এ কী ক্ষুদ্র ধরা! এ কী বদ্ধ চারি দিকে!
কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি গাছপালা গৃহ
চারি দিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পড়িবে!
চরণ ফেলিতে যেন হতেছে সংকোচ,
মনে হয় পদে পদে রহিয়াছে বাধা।
এই কি নগর! এই মহা রাজধানী!
চারি দিকে ছোটো ছোটো গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নরপিপীলিকা।

চারি দিকে দেখা যায় দিনের আলোক,
চোখেতে ঠেকিছে যেন সৃষ্টির পঞ্জর।
আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠুর-কঠিন
বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর।
পদে পদে বাধা খেয়ে মন ফিরে আসে,
কোথায় দাঁড়াবে গিয়া ভাবিয়া না পায়।
অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
অন্ধকার মানসের বিচরণভূমি,
অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই।
এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে,
জগতের আদি অন্ত লুপ্ত হয়ে যায়,
স্বাধীন অনন্ত প্রাণ নিমেষের মাঝে
বিশ্বের বাহিরে গিয়ে ফেলে রে নিশ্বাস।

পথ দিয়া চলিতেছে এরা সব কারা!
এদের চিনি নে আমি, বুঝিতে পারি নে
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কী চায়! কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা!
এক কালে বিশ্ব যেন ছিল রে বৃহৎ,
তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো,
আজ যেন এরা সব ছোটো হয়ে গেছে।

দেখি হেথা বসে বসে সংসারের খেলা

কৃষকগণের প্রবেশ

গান

হেদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।
হেরো গো প্রভাত হল, সুয্যি উঠে,
ফুল ফুটেছে বনে—
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ওগো, পীতধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিয়ো মোহন বেণু,
নূপুর দিয়ো পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচব মোরা সবাই মিলে
বাজবে নূপুর রুনুঝুনু,
বাজবে বাঁশি মধুর বোলে

বনফুলে গাঁথব মালা,
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে।

[প্রস্থান

বালক পুত্র -সমেত স্ত্রীলোকের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ পথিকের প্রতি

স্ত্রীলোক। হ্যাঁগা দাদাঠাকুর, এত ব্যস্ত হয়ে কম্‌নে চলেছ?

ব্রাহ্মণ। আজ শিষ্যবাড়ি চলেছি নাতনি। অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ গা?

স্ত্রীলোক। আমি ঠাকুরের পুজো দিতে যাব। ঘরকন্নার কাজ ফেলে এসেছি, মিন্‌সে আবার রাগ করবে। পথে ছু দণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্‌গেসপড়া করব তার জো নেই। বলি, দাদাঠাকুর, আমাদের ও দিকে যে একবার পায়ের ধুলো পড়ে না!

ব্রাহ্মণ। আর ভাই, বুড়োস্থুড়ো হয়ে পড়েছি, তোদের এখন নবীন বয়েস, কী জানি পছন্দ না হয়। যার দাঁত পড়ে গেছে, তার চাল-কড়াই-ভাজার দোকানে না যাওয়াই ভালো।

স্ত্রীলোক। নাও, নাও, রঙ্গ রেখে দাও।

আর-এক স্ত্রীলোক। এই-যে ঠাকুর, আজকাল তুমি যে বড়ো মাগ্‌গি হয়েছ।

ব্রাহ্মণ। মাগ্‌গি আর হলেম কই। সকালবেলায় পথের মধ্যে তোরা পাঁচ জনে মিলে আমাকে টানাছেঁড়া আরম্ভ করেছিস। তবু তো আমার সেকাল নেই।

প্রথমা। আমি যাই ভাই, ঘরের সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে।

দ্বিতীয়া। তা এস।

পুনর্বার ফিরিয়া

প্রথমা। হ্যাঁলা অলঙ্গ, তোদের পাড়ায় সেই-যে কথাটা

শুনেছিলুম, সে কি সত্যি!

দ্বিতীয়া। সে ভাই বেস্তর কথা।

[সকলের চুপি চুপি কথোপকথন

আর-কতকগুলি পথিকের প্রবেশ

প্রথম। আমাকে অপমান! আমাকে চেনে না সে! তার কাঁধে কটা মাথা আছে দেখতে হবে! তার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয়। ঠিক কথা। তা না হলে তো সে জব্দ হবে না।

প্রথম। জব্দ বলে জব্দ! তাকে নাকের জলে চোখের জলে করব।

তৃতীয়। শাবাশ দাদা, একবার উঠেপড়ে লাগো তো।

চতুর্থ। লোকটার বড়ো বাড় বেড়েছে।

পঞ্চম। পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

দ্বিতীয়। অতি দর্পে হত লঙ্কা।

চতুর্থ। আচ্ছা, তুমি কী করবে শুনি দাদা।

প্রথম। কী না করতে পারি! গাধার উপরে চড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢালিয়ে শহর ঘুরিয়ে বেড়াতে পারি। তার এক গালে চুন এক গালে কালী লাগিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারি, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি।

[ক্রোধে প্রস্থান

[হাসিতে হাসিতে অন্য পথিকগণের অনুগমন

প্রথম স্ত্রী। মাইরি, দাদাঠাকুর, আর হাসতে পারি নে, তোমার রঙ্গ রেখে দাও। ওমা, বেলা হয়ে গেল। আজ আর মন্দিরে যাওয়া হল না। আবার আর-এক দিন আসতে হবে।

সক্রোধে

পোড়ারমুখো ছেলে, তোর জন্যেই তো যাওয়া হল না। তুই আবার পথের মধ্যে খেলতে গিয়েছিলি কোথা?

ছেলে। কেন মা, আমি তো এইখেনেই ছিলেম।

স্ত্রী। ফের আবার নেই করছিস!

[প্রহার ক্রন্দন ও প্রস্থান

দুইজন ব্রাহ্মণ-বটুর প্রবেশ

প্রথম। মাধব শাস্ত্রীরই জয়।

দ্বিতীয়। কখনো না, জনার্দন পণ্ডিতই জয়ী।

প্রথম। শাস্ত্রী বলছেন, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম উৎপন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয়। গুরু জনার্দন বলছেন, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উৎপন্ন হয়েছে।

প্রথম। সে যে অসম্ভব কথা।

দ্বিতীয়। সেই তো বেদবাক্য।

প্রথম। কেমন করে হবে? বৃক্ষ থেকে তো বীজ।

দ্বিতীয়। দূর্ মূর্খ, বীজ থেকেই তো বৃক্ষ।

প্রথম। আগে দিন না আগে রাত?

দ্বিতীয়। আগে রাত।

প্রথম। কেমন করে! দিন না গেলে তো রাত হবে না।

দ্বিতীয়। রাত না গেলে তো দিন হবে না।

প্রণাম করিয়া

প্রথম। ঠাকুর, একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

সন্ন্যাসী। কী সংশয়?

দ্বিতীয়। প্রভু, আমাদের দুই গুরুর বিচার শুনে অবধি আমরা দুই জনে মিলে তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত ভাবছি স্থূল হতে সূক্ষ্ম না সূক্ষ্ম হতে স্থূল, কিছুতেই নির্ণয় করতে পারছি নে।

সন্ন্যাসী। স্থূল কোথা! স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ কিছু নাই,
নানারূপে ব্যক্ত হয় শক্তি প্রকৃতির।
সবই সূক্ষ্ম, সবই শক্তি, স্থূল সে তো ভ্রম।

প্রথম। আমিও তো তাই বলি। আমার মাধব গুরুও তো তাই বলেন।

দ্বিতীয়। আমারও তো ওই মত। আমার জনার্দন গুরুরও তো ওই মত।

প্রণাম করিয়া

উভয়ে। চললেম প্রভু!

[বিবাদ করিতে করিতে প্রস্থান

সন্ন্যাসী। হা রে মূর্খ, তুজনেই বুঝিল না কিছু।
এক খণ্ড কথা পেয়ে লভিল সান্ত্বনা।
জ্ঞানরত্ন খুঁজে খুঁজে খনি খুঁড়ে মরে—
মুঠো মুঠো বাক্যধুলা আঁচল পুরিয়া
আনন্দে অধীর হয়ে ঘরে নিয়ে যায়।

একদল মালিনীর প্রবেশ

গান

বুঝি বেলা বহে যায়,
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে, ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়!
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে, বেলা চলে যায়।

পথিক। কেন গো এত তুঃখ কিসের! মালা যদি থাকে তো গলাও ঢের আছে।

মালিনী। হাড়কাঠও তো কম নেই।

দ্বিতীয় মালিনী। পোড়ারমুখো মিন্‌সে, গোরু বাছুর নিয়েই আছে। আর, আমি যে গলা ভেঙে মরছি, আমার দিকে একবার তাকালেও না!

কাছে গিয়া গা ঘেঁষিয়া

মর্ মিন্‌সে, গায়ের উপর পড়িস কেন?

সেই লোক। গায়ে পড়ে ঝগড়া কর কেন! আমি সাত হাত

তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

দ্বিতীয় মালিনী। কেনে গা! আমরা বাঘ না ভাল্লুক! নাহয় একটু কাছেই আসতে! খেয়ে তো ফেলতুম না।

[হাসিতে হাসিতে সকলের প্রস্থান

একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ

গান

ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে।
দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে।
লক্ষ্মী তোদের সদয় হোন, ধনের উপর বাড়ুক ধন—
আমি একটি মুঠো অন্ন চাই গো, তাও কেন পাই নে।
ওই রে সূর্য উঠল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে—
পিপাসাতে ফাটছে ছাতি, চলতে আর যে পারি নে।
ওরে, তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে—
একটি মুঠো দিবি শুধু, আর কিছু চাহি নে।

ধাক্কা মারিয়া

একদল সৈনিক। সরে যা, সরে যা, পথ ছেড়ে দে। বেটা, চোখ নেই! দেখছিস নে মন্ত্রীর পুত্র আসছেন!

[বাদ্য বাজাইয়া চতুর্দোলা চড়িয়া মন্ত্রীপুত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান

সন্ন্যাসী। মধ্যাহ্ন আইল, অতি তীক্ষ্ণ রবিকর।
শূন্য যেন তপ্ত তাম্র-কটাহের মতো।
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিক; তপ্ত বায়ুভরে
থেকে থেকে ঘুরে ঘুরে উড়িছে বালুকা।
সকাল হইতে আছি, কী দেখিনু হেথা?
এ দীর্ঘ পরান মোর সংকুচিত ক'রে
পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার!
কী ঘোর স্বাধীন আমি! কী মহা আলয়!
জগতের বাধা নাই— শূন্যে করি বাস।

তৃতীয় দৃশ্য

অপরাহ্ণ। পথ

প্রথম পথিক। পান্থগণ, সরে যাও। হেরো, আসিতেছে
ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা।

বালিকার প্রবেশ

প্রথম পথিক। ছুঁস নে ছুঁস নে মোরে—
দ্বিতীয় পথিক। সরে যা অশুচি।
তৃতীয় পথিক। হতভাগী জানিস নে রাজপথ দিয়ে
আনাগোনা করে যত নগরের লোক—
ম্লেচ্ছকন্যা, তুই কেন চলিস এ পথে!

[বালিকার পথপার্শ্বে বৃক্ষতলে সরিয়া যাওন

একজন বৃদ্ধা। কে তুমি গা, কার বাছা, চোখে অশ্রুজল,
ভিখারিনী বেশে কেন রয়েছ দাঁড়ায়ে
এক পাশে?

কাঁদিয়া উঠিয়া

বালিকা। জননী গো, আমি অনাথিনী।
বৃদ্ধা। আহা মরে যাই!
পথিকগণ। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে—
কে গো তুমি, জান না কি অনাচারী রঘু,
তাহারি দুহিতা ও যে!
বৃদ্ধা। ছি ছি ছি, কী ঘৃণা!

[প্রস্থান

দেবীমন্দিরের কাছে গিয়া

বালিকা। জগৎ-জননী মা গো, তুমিও কি মোরে
নেবে না? তুমিও কি, মা, ত্যেজিবে অনাথে?
ঘৃণায় সবাই যারে দেয় দূর করে

সে কি, মা, তোমারও কোলে পায় না আশ্রয় ?

মন্দিররক্ষক। দূর হ ! দূর হ তুই অনার্যা অশুচি।
কী সাহসে এসেছিস মন্দিরের মাঝে !

জননী ও দুহিতার প্রবেশ

জননী। আরতির বেলা হল, আয় বাছা আয়।
আয় রে আয় রে মোর বুক-চেরা ধন !
মন্দিরের দীপ হতে কাজল পরাব,
অকল্যাণ যত-কিছু যাবে দূর হয়ে।

কন্যা। ও কেও মা !

জননী। ও কেউ না, সরে আয় বাছা !

[প্রস্থান

বালিকা। এ কি কেউ না মা ! এ কি নিতান্ত অনাথা !
এর কি মা ছিল না গো ! ও মা, কোথা তুমি !

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া

প্রভু, কাছে যাব আমি ?

সন্ন্যাসী। এসো বৎসে, এসো।

বালিকা। অনার্যা অশুচি আমি।

হাসিয়া

সন্ন্যাসী। সকলেই তাই।
সেই শুচি ধুয়েছে যে সংসারের ধুলা।
দূরে দাঁড়াইয়া কেন ! ভয় নাই বাছা !

চমকিয়া

বালিকা। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি রঘুর দুহিতা।

সন্ন্যাসী। নাম কি তোমার বৎসে ?

বালিকা। কেমনে বলিব ?
কে আমারে নাম ধরে ডাকিবে প্রভু গো,
বাল্যে পিতৃমাতৃহীনা আমি।

সন্ন্যাসী। বোসো হেথা।

কাঁদিয়া উঠিয়া

বালিকা। প্রভু, প্রভু, দয়াময়, তুমি পিতা মাতা,
একবার কাছে তুমি ডেকেছ যখন
আর মোরে দূর করে দিয়ো না কখনো।

সন্ন্যাসী। মুছ অশ্রুজল বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী।
নাইকো কাহারো 'পরে ঘৃণা অনুরাগ।
যে আসে আসুক কাছে, যায় যাক দূরে—
জেনো, বৎসে, মোর কাছে সকলি সমান।

বালিকা। আমি, প্রভু, দেব নর সবারি তাড়িত,
মোর কেহ নাই—

সন্ন্যাসী। আমারো তো কেহ নাই।
দেব নর সকলেরে দিয়েছি তাড়ায়ে।

বালিকা। তোমার কি মাতা নাই?

সন্ন্যাসী। নাই।

বালিকা। পিতা নাই?

সন্ন্যাসী। নাই বৎসে।

বালিকা। সখা কেহ নাই?

সন্ন্যাসী। কেহ নাই।

বালিকা। আমি তবে কাছে রব, ত্যেজিবে না মোরে?

সন্ন্যাসী। তুমি না ত্যেজিলে মোরে আমি ত্যেজিব না।

বালিকা। যখন সবাই এসে কহিবে তোমারে—
রঘুর দুহিতা, ওরে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না,
অনার্য অশুচি ও যে ম্লেচ্ছ ধর্মহীন—
তখনো কি ত্যেজিবে না? রাখিবে কি কাছে?

সন্ন্যাসী। ভয় নাই, চল্‌, বৎসে, তোর গৃহ যেথা।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পথপার্শ্বে বালিকার ভগ্নকুটির

বালিকা। পিতা!
সন্ন্যাসী। আহা, পিতা বলে কে ডাকিলি ওরে!
সহসা শুনিয়া যেন চমকি উঠিনু।
বালিকা। কী শিক্ষা দিতেছ, প্রভু, বুঝিতে পারি নে।
শুধু বলে দাও মোরে আশ্রয় কোথায়।
কে আমারে ডেকে নেবে, কাছে করে নেবে,
মুখ তুলে মুখপানে কে চাহিবে মোর?
সন্ন্যাসী। আশ্রয় কোথায় পাবি এ সংসার-মাঝে!
এ জগৎ অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বর—
আশ্রয় আশ্রয় ব'লে শত লক্ষ প্রাণী
বিকট গ্রাসের মাঝে ধেয়ে পড়ে গিয়া,
বিশাল জঠরকুণ্ডে কোথা পায় লোপ।
মিথ্যা রাক্ষসীরা মিলে বাঁধিয়াছে হাট,
মধুর দুর্ভিক্ষরাশি রেখেছে সাজায়ে,
তাই চারি দিক হতে আসিছে অতিথি।
যত খায় ক্ষুধা জ্বলে, বাড়ে অভিলাষ,
অবশেষে সাধ যায় রাক্ষসের মতো
জগৎ মুঠায় করে মুখেতে পুরিতে।
হেথা হতে চলে আয়— চলে আয় তোরা।
বালিকা। এখানে তো সকলেই সুখে আছে পিতা!
দূরেতে দাঁড়িয়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি!
সন্ন্যাসী। হায় হায়, ইহাদের বুঝাব কেমনে!
সুখ দুঃখ সে তো, বাছা, জগতের পীড়া!
জগৎ জীবন্ত মৃত্যু— অনন্ত যন্ত্রণা!

মরণ মরিতে চায়, মরিছে না তবু—
চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।
জগৎ মৃত্যুর নদী চিরকাল ধরে
পড়িছে সমুদ্র-মাঝে, ফুরায় না তবু—
প্রতি ঢেউ, প্রতি তৃণ, প্রতি জলকণা
কিছুই থাকে না, তবু সে থাকে সমান।
বিশ্ব মহা মৃতদেহ, তারি কীট তোরা
মরণেরে খেয়ে খেয়ে রয়েছিস বেঁচে—
দু দণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলি করি,
আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া।

বালিকা। কী কথা বলিছ, পিতা, ভয় হয় শুনে।

পথে একজন
ভিক্ষুক পথিকের প্রবেশ

পথিক। আশ্রয় কোথায় পাব? আশ্রয় কোথায়?

সন্ন্যাসী। আশ্রয় কোথাও নাই— কে চাহে আশ্রয়?
আশ্রয় কেবল আছে আপনার মাঝে।
আমি ছাড়া যাহা-কিছু সকলি সংশয়।
আপনারে খুঁজে লও, ধরো তারে বুকে,
নহিলে ডুবিতে হবে সংশয়পাথারে।

পথিক। আশ্রয় কে দেবে মোরে? আশ্রয় কোথায়?

বাহিরে আসিয়া

বালিকা। আহা, কে গো, আসিবে কি এ মোর কুটিরে?
কাল প্রাতে চলে যেয়ো শ্রান্তি দূর করে।
এক পাশে পর্ণশয্যা রেখেছি বিছায়ে—
এনে দেব ফলমূল, নির্ঝরের জল।

পথিক। কে তুমি গো?

বালিকা। তোমাদেরি একজন আমি

পথিক। পিতার কী নাম তব ? কে তুমি বালিকা ?

বালিকা। পরিচয় না পেলে কি আসিবে না ঘরে ?
তবে শুন পরিচয়— রঘু পিতা মম,
অনার্যা অশুচি আমি, বিশ্বের ঘৃণিত।

চমকিয়া

পথিক। রঘুর দুহিতা তুমি ? সুখে থাকো বাছা !
কাজ আছে অন্যত্তরে, ত্বরা যেতে হবে।

[প্রস্থান

একটা খাট মাথায় হাসিতে হাসিতে
পথে একদল লোকের প্রবেশ

সকলে মিলিয়া। হরিবোল— হরিবোল !

প্রথম। বেটা এখনো জাগল না রে !

দ্বিতীয়। বিষম ভারী।

একজন পথিক। কে হে, কাকে নিয়ে যাও ?

তৃতীয়। বিন্দে তাঁতি মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল, বেটাকে খাট-সুদ্ধ উঠিয়ে এনেছি।

সকলে। হরিবোল— হরিবোল !

দ্বিতীয়। আর ভাই, বইতে পারি নে, একবার ঝাঁকা দাও, শালা জেগে উঠুক।

সহসা জাগিয়া উঠিয়া

বিন্দে। অ্যাঁ অ্যাঁ উঁ উঁ !

তৃতীয়। ওরে, শব্দ করে কে রে ?

বিন্দে। ওগো, ওগো, এ কী ! আমি কোথায় যাচ্ছি !

খাট নামাইয়া

সকলে। চুপ কর্ বেটা !

দ্বিতীয়। শালা মরে গিয়েও কথা কয় !

চতুর্থ। তুই যে মরেছিস রে! হাত-পাগুলো সিধে করে চিত হয়ে পড়ে থাক্।

বিন্দে। আমি মরি নি, আমি ঘুমোচ্ছিলুম।

পঞ্চম। মরেছিস তোর হুঁশ নেই, তুই তর্ক করতে বসলি! এমনি বেটার বুদ্ধি বটে!

ষষ্ঠ। ওর কথা শোন কেন! বিপদে পড়ে এখন মিথ্যে কথা বলছে।

সপ্তম। মিছে দেরি কর কেন? ও কি আর কবুল করবে? চলো ওকে পুড়িয়ে নিয়ে আসি গে।

বিন্দে। দোহাই বাবা, আমি মরি নি। তোদের পায়ে পড়ি বাবা, আমি মরি নি।

প্রথম। আচ্ছা, আগে প্রমাণ কর্ তুই মরিস নি।

বিন্দে। হাঁ, আমি প্রমাণ করে দেব, আমার স্ত্রীর হাতে শাঁখা আছে দেখবে চলো।

দ্বিতীয়। না, তা না, ওকে মার্, দেখি ওর লাগে কি না।

মারিয়া

তৃতীয়। লাগছে?

বিন্দে। উঃ!

চতুর্থ। এটা কেমন লাগল?

বিন্দে। ও বাবা!

পঞ্চম। এটা কেমন?

বিন্দে। তুমি আমার ধর্মবাপ।

[সহসা ছুটিয়া পলায়ন ও হাসিতে হাসিতে সকলের অনুগমন

সন্ন্যাসী। আহা, শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে পড়েছে।
ভুলে গেছে সংসারের অনাদর-জ্বালা।

কঠিন মাটিতে শুয়ে শিরে হাত দিয়ে
ঘুমের মায়ের কোলে রয়েছে আরামে।

যেন এই বালিকার ছোটো হাত ছুটি
হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেষ্টন।
পালা, পালা, এইবেলা, পালা এইবেলা!
ঘুমিয়েছে, এইবেলা ওঠ্‌ রে সন্ন্যাসী!

পলায়ন! পলায়ন! ছিছি পলায়ন!
অবহেলা করি আমি বিশ্বজগতেরে,
বালিকা দেখিয়া শেষে পলাইতে হবে!
কখনো না, পালাব না, রহিব এমনি।
প্রকৃতি, এই কি তোর মায়াফাঁদ যত!
এ ঊর্ণাজালে তো শুধু পতঙ্গেরা পড়ে।

চমকিয়া জাগিয়া

বালিকা। প্রভু, চলে গেছ তুমি! গেছ কি ফেলিয়া!

সন্ন্যাসী। কেন যাব! কার ভয়ে পলাইব আমি!
ছায়ার মতন তোরে রাখিব কাছেতে,
তবুও রহিব আমি দূর হতে দূরে।

বালিকা। ওই শোনো, রাজপথে মহা কোলাহল।

সন্ন্যাসী। কোলাহল-মাঝে আমি রচিব নির্জন,
নগরে পথের মাঝে তপোবন মোর,
পাতিব প্রলয়াসন সৃষ্টির হৃদয়ে।

একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রবেশ

কোনো পুরুষের প্রতি

প্রথম স্ত্রী। যাও, যাও, আর মুখের ভালোবাসা দেখাতে হবে না!

প্রথম পুরুষ। কেন, কী অপরাধ করলুম ?

স্ত্রী। জানি গো জানি, তোমরা পুরুষ-মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ।

প্রথম পুরুষ। আচ্ছা, আমাদের পাষাণ প্রাণই যদি হবে, তবে ফুলশরকে কেন ডরাই ?

অন্য সকলের প্রতি

কী বল ভাই ? যদি পাষাণই হবে তবে কি আর ফুলশরের আঁচড় লাগে !

দ্বিতীয় পুরুষ। বাহবা, বেশ বলেছ।

তৃতীয় পুরুষ। শাবাশ খুড়ো, শাবাশ !

স্ত্রীলোকের প্রতি

চতুর্থ পুরুষ। কেমন ! এখন জবাব দাও।

প্রথম পুরুষ। না, তাই বলছি। তোমরা তো দশজন আছ, তোমরাই বিচার করে বলো-না কেন, যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে—

পঞ্চম পুরুষ। ঠিক কথা বলেছ। তুমি না হলে আমাদের মুখরক্ষা করত কে !

ষষ্ঠ পুরুষ। খুড়ো এক-একটা কথা বড়ো সরেশ বলে।

সপ্তম পুরুষ। হাঁঃ, আমিও অমন বলতে পারতুম। ও কি আর নিজে বলে ? কোন্ এক পুঁথি থেকে পড়ে বলছে।

আসিয়া

অষ্টম পুরুষ। কী হে, কী কথাটা হচ্ছে ! কী কথাটা হচ্ছে !

প্রথম পুরুষ। শোনো, তোমায় বুঝিয়ে বলি। এই উনি বলছিলেন, তোমরা পুরুষ-মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ। তাইতে আমি বললেম, আচ্ছা, যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে ফুলশরের আঁচড় লাগবে কী করে ? বুঝেছ ভাবখানা ? অর্থাৎ যদি—

অষ্টম পুরুষ। আমাকে আর বোঝাতে হবে না দাদা ! আমি

আর বুঝি নি! আজ বাইশ বৎসর ধরে আমি নিজ শহরে গুড়ের কারবার করে আসছি, আর একটা মানে বুঝতে পারব না। এ কোন্ কথা!

স্ত্রীলোকের প্রতি

প্রথম পুরুষ। কেমন, এখন একটা জবাব দাও।

সকল স্ত্রীলোকে মিলিয়া গান

কথা কোস নে লো রাই, শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে।
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে।

একজন পুরুষের গান

প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে
রাঙা চরণ-তলে নেচে নেচে।
টিপ্‌টিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা,
কানের কাছে কচ্‌কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে।

দ্বিতীয় পুরুষ। বাহবা দাদা, বেশ গেয়েছ!

তৃতীয় পুরুষ। বেশ, বেশ, শাবাশ!

সপ্তম পুরুষ। আরে দূর, ওকে কি আর গান বলে! গাইত বটে নিতাই, যে, হাঁ, শুনে চক্ষু দিয়ে অশ্রু পড়ত।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গুহাদ্বারে

বালিকা। না পিতা, ও-সব কথা বোলো না আমারে—
শুনে ভয় করে শুধু, বুঝিতে পারি নে।

সন্ন্যাসী। তবে থাক্, তবে তুই কাছে আয় মোর,
দেখি তোর অতিমৃদু স্পর্শ সুকোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন—
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।

এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন? এ কি মোহঘোর?
জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে
করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভান?

দূরে সরিয়া

বালিকা, এ-সব কথা না শুনিবি যদি
সন্ন্যাসীর কাছে তবে এলি কী আশায়?

বালিকা। আমি শুধু কাছে কাছে রহিব তোমার,
মুখপানে চেয়ে রব বসি পদতলে।
নগরের পথে যবে হইবে বাহির
ওই হাত ধরে আমি যাব সাথে সাথে।

সন্ন্যাসী। পিঞ্জরের ছোটো পাখি আহা ক্ষীণ অতি,
এরে কেন নিয়ে যাই অনন্তের মাঝে!
ডানা দিয়ে মুখ ঢেকে ভয়ে হল সারা,
আমার বুকের কাছে লুকাইতে চায়!
আহা, তবে নেবে আয়। থাক্ মুখ ঢেকে।
বুকের মাঝেতে তবে থাক্ লুকাইয়া।

এ কি স্নেহ ? আমি কি রে স্নেহ করি এরে ?
না না ! স্নেহ কোথা মোর ! কোথা দ্বেষ ঘৃণা !
কাছে যদি আসে কেহ তাড়াব না তারে,
দূরে যদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে।

প্রকাশ্যে

বাছা, এ আঁধারে তুই কেমনে রহিবি ?
তোরা সব ছোটো ছোটো আলোকের প্রাণী।
কুটির রয়েছে তোর নগরের মাঝে,
সেথা আছে লোকজন, গাছপালা, পাখি—
হেথায় কে আছে তোর !

বালিকা। তুমি আছ পিতা !
যে স্নেহ দিয়েছ তুমি তাই নিয়ে রব।

হাসিয়া। স্বগত

সন্ন্যাসী। বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে ?
হায় হায়, এ কী ভ্রম ! জানে না সরলা
নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহরেখাহীন।
তাই মনে করে যদি সুখে থাকে, থাক্।
মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।

প্রকাশ্যে

যাই বৎসে, গুহামাঝে করি গে প্রবেশ,
একবার বসি গিয়ে সমাধি-আসনে।

বালিকা। ফিরিবে কখন্ পিতা ?

সন্ন্যাসী। কেমনে বলিব !
ধ্যানে মগ্ন, নাহি থাকে সময়ের জ্ঞান।

[প্রস্থান

অপরাহ্ণ

গুহাদ্বারে সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালিকা। এলে তুমি এতক্ষণে, বসে আছি হেথা—
পিতা, আমি তোমা তরে গিয়েছিনু বনে,
এনেছি আঁচল ভরে ফলফুল তুলে।
দেখো চেয়ে কী সুন্দর রাঙা দুটি ফুল।

হাসিয়া

সন্ন্যাসী। দিতে চাস যদি বাছা, দে তবে যা খুশি।
মোর কাছে কিছু নাই সুন্দর কুৎসিত।
এক মুঠা ফুল যদি ভালো লাগে তোর
এক মুঠা ধুলা সেও কী করিল দোষ?
ভালো মন্দ কেন লাগে? সবই অর্থহীন।
আজ, বৎসে, সারাদিন কাটালি কী করে?

বালিকা। ওই দেখো— চুপি চুপি এসো এই দিকে।
সারাদিন মোর সাথে খেলা করে করে
সাঁঝেতে লতাটি মোর ঘুমিয়ে পড়েছে।
নুইয়ে পড়েছে ভুঁয়ে কচি ডালগুলি,
পাতাগুলি মুদে গেছে জড়াজড়ি করে।
এসো পিতা, এইখানে বোসো এর কাছে—
ধীরে ধীরে গায়ে দাও হাতটি বুলিয়ে।

স্বগত

সন্ন্যাসী। এ কী রে মদিরা আমি করিতেছি পান!
এ কী মধু অচেতনা পশিছে হৃদয়ে!
এ কী রে স্বপন-ঘোরে ছাইছে নয়ন!
আবেশে পরানে আসে গোধূলি ঘনায়ে।

পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ-আবরণ।
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেন রে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে!

সহসা ফুল ফল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া
ভূমিতে পদাঘাত করিয়া

দূর হোক— এ-সকল কিছু ভালো নয়—
বালিকা, বালিকা, তোর এ কী ছেলেখেলা!
আমি যে সন্ন্যাসী যোগী মুক্ত নির্বিকার,
সংসারের গ্রন্থি-হীন, স্বাধীন সবল,
এ ধুলায় ঢাকিবি কি আমার নয়ন!

কিয়ৎক্ষণ থামিয়া

বাছা রে, অমন করে চাহিয়া কেন রে!
কেন রে নয়ন দুটি করে ছল ছল!
জানিস নে তুই মোরা সন্ন্যাসী বিরাগী,
আমাদের এ-সকল ভালো নাহি লাগে।
ছিছি, জনমিল প্রাণে একি এ বিকার!
সহসা কেন রে এত করিল চঞ্চল!
কোথা লুকাইয়া ছিল হৃদয়ের মাঝে
ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট!
কোন্ অন্ধকার হতে উঠিল ফুঁষিয়া!
এতদিন অনাহারে এখনো মরে নি!
হৃদয়ে লুকানো আছে এ কী বিভীষিকা!
কোথা যে কে আছে গুপ্ত কিছু তো জানি নে!
হৃদয়শ্মশান-মাঝে মৃতপ্রাণী যত
প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ,
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রহি আমি আর!

প্রকাশ্যে

দাও, বৎসে, এনে দাও ফলফুল তব—
দেখাও কোথায়, বাছা, লতাটি তোমার !—
না, না, আমি চলিলাম নগরে ভ্রমিতে।
দু দণ্ড বসিয়া থাকো, আসিব এখনি।

[প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

পর্বতশিখরে সন্ন্যাসী

পর্বতপথে দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গান

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আজ কি সাজে !
মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জমাঝে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু, মুহুর্মুহু
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে !
আজ মধুরে মিশাবি মধু, পরান-বঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে !

সন্ন্যাসী। সহসা পড়িল চোখে এ কী মায়াঘোর !
জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি !
পশ্চিমে কনকসন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে
সুধীরে নীলের কোলে যেতেছে মিলায়ে।
নিম্নে বনভূমিমাঝে ঘনায় আঁধার,
সন্ধ্যার সুবর্ণছায়া উপরে পড়েছে।
চারি দিকে শান্তিময়ী স্তব্ধতার মাঝে
সিন্ধু শুধু গাহিতেছে অবিশ্রাম গান।
বামে, দূরে দেখা যায় শৈলপদতলে
শ্যামল তরুর মাঝে নগরের গৃহ।
কোলাহল থেমে গেছে, পথ জনহীন।

দীপ জ্বলে উঠিতেছে দু একটি ক'রে—
সন্ধ্যার আরতি হয়, শঙ্খঘণ্টা বাজে।

প্রকৃতি, এমন তোরে দেখি নি কখনো—
এমন মধুর যদি মায়ামূর্তি তোর,
দূর হতে বসে বসে দেখি-না চাহিয়া!
হেথায় বসি-না কেন রাজার মতন,
জগতের রঙ্গভূমি সম্মুখে আমার!
আমি আজি প্রভু তোর, তুই দাসী মোর,
মায়াবিনী দেখা তোর মায়া-অভিনয়।
দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।
খেলা কর্ সমুখেতে চন্দ্র সূর্য নিয়ে,
নীলাকাশ রাজছত্র ধর্ মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিয়ে কর্ মোরে পূজা।
উঠুক রে দিবানিশি সপ্তলোক হতে
বিচিত্র রাগিণীময়ী মায়াময়ী গাথা।

আর-একদল পথিকের প্রবেশ

গান

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ওই যে, বাহিরে বাজিল বাঁশি! বলো কী করি!
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে—
ওগো, তোরা জানিস যদি
আমায় পথ বলে দে।

আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে !
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে !

সন্ন্যাসী। জগৎ সম্মুখে মোর সমুদ্রের মতো,
আমি তীরে বসে আছি পর্বতশিখরে—
তরঙ্গেতে গ্রহতারা হতেছে আকুল,
ভাসিতেছে কোটি প্রাণী জীর্ণ কাষ্ঠ ধরি।
আমি শুধু শুনিতেছি কলধ্বনি তার,
আমি শুধু দেখিতেছি তরঙ্গের খেলা।
কিরণকুন্তলজাল এলায়ে চৌদিকে
রুদ্র তালে নৃত্য করে এ মহাপ্রকৃতি।
আলোক আঁধার-ছায়া, জীবন মরণ,
রাত্রি দিন, আশা ভয়, উত্থান পতন,
এ কেবল তালে তালে পদক্ষেপ তার।
শত গ্রহ, শত তারা, শত কোটি প্রাণী
প্রতি পদক্ষেপে তার জন্মিছে মরিছে।
আমি তো ওদের মাঝে কেহ নই আর,
তবে কেন এই নৃত্য দেখি-না বসিয়া !

একজন পথিক

গান

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে !
বিভূতিভূষিত শুভ্র দেহ,
নাচিছ দিক্-বসনে।

মহা আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশুশশী হাসিয়া চায়,
জটাজূট ছায় গগনে।

[প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

গুহাদ্বারে

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। আয় তোরা, কাছে আয়, কে আসিবি আয়—
সকলি সুন্দর হেরি এ বিশ্বজগতে।
বালিকা। আমিও কি কাছে যাব! ডাকো পিতা, ডাকো!
কী দোষ করিয়াছিনু বলো বুঝাইয়া!
সন্ন্যাসী। কিছু ভয় করিস নে, কোনো দোষ নেই—
তোরে ফেলে আর কভু যাব না বালিকা!

গুহার কাছে গিয়া

এ কী অন্ধকার হেথা! এ কী বদ্ধ গুহা!
আয় বাছা, মোরা দোঁহে বাহিরেতে যাই,
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি একবার।

বাহিরে আসিয়া

আহা এ কী সুমধুর! এ কী শান্তিসুধা!
কী আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে!
মনে সাধ যায় ওই তরু হয়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়ে থাকি।
ধীরে ধীরে কত কী যে মনে আসিতেছে।
অতীতের অতি দূর ফুলবন হতে
বায়ু যেন বহে আসে নিশ্বাসের মতো,
সাথে লয়ে পল্লবের মর্মরবিলাপ,
মিলিত জড়িত শত পুষ্পগন্ধরাশি।
এমনি জোছনা-রাত্রে কোন্‌খানে ছিনু,
কারা যেন চারি পাশে বসে ছিল মোর!
তোরি মতো দু-একটি মধুমাখা মুখ

চাঁদের আলোতে মিশে পড়িতেছে মনে।
আর না রে, আর না রে, আর ফিরিব না।
তোদের অনেক দূরে ফেলিয়া এসেছি।
অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী,
মাঝে মাঝে অতি দূরে রেখা দেখা যায়—
তোদের সে মেঘময় মায়াদ্বীপগুলি।
সেথা হতে কারা তোরা বাঁশিটি বাজায়ে
আজিও ডাকিস মোরে! আমি ফিরিব না।
বন্দী করে রেখেছিলি মায়ামুগ্ধ করে,
পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন।
তীরে বসে গা তোদের মায়াগানগুলি—
অনন্তের পানে আমি চলেছি ভাসিয়া।
বাছা, তুই কাছে আয়, দেখি তোরে আমি,
মুখেতে পড়েছে তোর চাঁদের কিরণ।

কাছে আসিয়া

বালিকা। গান পড়িতেছে মনে, গাই বসে পিতা!

গান

মেঘেরা চলে চলে যায়,
চাঁদেরে ডাকে 'আয় আয়'।
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ, 'কোথায়— কোথায়!'
না জানি কোথা চলিয়াছে,
কী জানি কী যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারি দিকে চায়।
সুদূরে— অতি–– অতি দূরে
বুঝি রে কোন্ সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে বসে বাঁশরি বাজায়।

মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায়।

সন্ন্যাসী। এ কী রে চলেছি কোথা, এসেছি কোথায়!
বুঝি আর আপনারে পারি নে রাখিতে!
বুঝি মরি, ডুবি, বুঝি লুপ্ত হয়ে যাই।
ওরে কোন্ অতলেতে যেতেছি তলায়ে—
সর্বাঙ্গে চাপিছে ভার, আঁখি মুদে আসে।
চৌদিকে কী যেন তোরে আসিছে ঘিরিয়া!
কোথায় রাখিলি তোর পালাবার পথ!
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে রে যেতেছিস চলি,
সহসা চরণে কোথা লাগিবে আঘাত,
বিনাশের মাঝখানে উঠিবি জাগিয়া।
এখনি ছিঁড়িয়া ফেল্ স্বপনের মায়া।
চল্ তোর নিজ রাজ্যে অনন্ত আঁধারে।
যত চন্দ্র সূর্য সেথা ডুবে নিবে যাবে।
ক্ষুদ্র এ আলোতে এসে হনু দিশেহারা,
আঁধার দেয় না কভু পথ ভুলাইয়া।

নবম দৃশ্য

গুহায় সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসী। আহা এ কী শান্তি, এ কী গভীর বিরাম!
অন্তর বাহির যাবে, যাবে দেশ কাল—
'আছি' মাত্র রবে শুধু, আর কিছু নয়।

দীপ হস্তে বালিকার প্রবেশ

বালিকা। দুই দিন দুই রাত্রি চলে গেছে পিতা,
গুহার দুয়ারে আমি বসিয়া রয়েছি,
তাই আজ একবার এসেছি দেখিতে।
একটিও জনপ্রাণী আসে নি হেথায়,
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি গিয়েছে কাটিয়া,
কেন হেথা অন্ধকারে একা বসে আছ!
কতক্ষণ বসে বসে শুনিনু সহসা
তুমি যেন স্নেহবাক্যে ডাকিছ আমারে।
নিতান্ত একেলা তুমি রয়েছ যে পিতা—
তাই আর পারিনু না, আসিলাম কাছে।
ওকি প্রভু, কথা কেন কহিছ না তুমি!
ও কী ভাবে চেয়ে আছ মোর মুখপানে!
ভালো লাগিছে না পিতা? যাব তবে চলে?

সন্ন্যাসী। না না, এলি যদি, তবে যাস নে চলিয়া।
আমি তো ডাকি নি তোরে, নিজে এসেছিস!
একটুকু দাঁড়া, তোরে দেখি ভালো করে।
সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে?
সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি
দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ!

কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর !
মরি কী অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা !
সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে
জগতের 'পরে মোর হতেছে বিশ্বাস ।
তুই কি রে মিথ্যা মায়া, দু দণ্ডের ভ্রম !
জগতের গাছে তুই ফুটেছিস ফুল,
জগৎ কি তোরি মতো এত সত্য হবে !
চল্ বাছা, গুহা হতে বাহিরেতে যাই ।
সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—
জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে ।

[প্রস্থান

দশম দৃশ্য

গুহার বাহিরে

সন্ন্যাসী। আহা একি চারি দিকে প্রভাতবিকাশ!
এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি!
বালুকার কণা সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে!
বড়ো ছোটো কিছু নাই, সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!
সীমা তো কোথাও নাই— সীমা সে তো ভ্রম।
ভালো করে পড়িব এ জগতের লেখা,
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার।
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারি দিকে করিব ভ্রমণ,
ভালোবেসে চাহিব এ জগতের পানে,
তবে তো দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার।

দুইজন পথিকের প্রবেশ

প্রথম। আর কত দূরে যাবি, ফিরে যা রে ভাই!
আয় ভাই, এইখানে কোলাকুলি করি।

দ্বিতীয়। কে জানে আবার কবে দেখা হবে ফিরে।
প্রথম। আবার আসিব ফিরে যত শীঘ্র পারি।
দ্বিতীয়। যাবে যদি, একবার দাঁড়াও হেথায়।
একবার ফিরে চাও নগরের পানে।
ওই দেখো দূরে ওই গৃহটি তোমার—
চারি দিকে রহিয়াছে লতিকার বেড়া,
ওই সে অশোক গাছ বামে উঠিয়াছে,
ওই তরুতলে বসে আমরা দুজনে
কত রাত্রি জোছনাতে কথা কহিয়াছি।
প্রথম। দুদিনের এ বিরহ ত্বরায় ফুরাবে,
আনন্দের মাঝে পুন হইবে মিলন।
দ্বিতীয়। মনে যেন রেখো, সখা, সুদূর প্রবাসে—
পুরাতন এ বন্ধুরে ভুলিয়ো না যেন।
দেবতা রাখুন সুখে, আর কী কহিব।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। আহা, যেতে যেতে দোঁহে চায় ফিরে ফিরে,
অশ্রুজলে ভালো করে দেখিতে না পায়।
বিপুল জগৎ-মাঝে দিগন্তের পানে
সখা ওর কোথা গেল, কে জানে কোথায়!
এ কী সংশয়ের দেশে রয়েছি আমরা,
চোখের আড়ালে হেথা সবই অনিশ্চয়।
বারেক যে কাছ হতে দূরে চলে গেল
হয়তো সে কাছে ফিরে আর আসিবে না।
তাই সদা চোখে চোখে রেখে দিতে চাই,
তাই সদা টেনে নিই বুকের মাঝেতে।
কোথা কে অদৃশ্য হয় চারি দিক হতে,
যাহা-কিছু বাকি থাকে ভয়ে তাহাদের

আরো যেন দৃঢ় করে ধরি জড়াইয়া।
সবাই চলিয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন দিশে,
অসীম জগতে মোরা কে কোথায় থাকি,
মাঝে লোক-লোকান্তের ব্যবধান পড়ে।
তবু কি গলায় দিবি মোহের বন্ধন !
সুখ দুঃখ নিয়ে তবু করিবি কি খেলা !
যে রবে না তবু তারে রাখিবারে চাস !
ওরে, আমি প্রতিদিন দেখিতেছি, যেন
কে আমারে অবিরত আনিতেছে টেনে।
প্রতিদিন যেন আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
জগৎ-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে—
চারি দিকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন,
প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল।

যাক ছিঁড়ে ! গেল ছিঁড়ে ! চল্ ছুটে চল্ !
চল্ দূরে— যত দূরে চলে রে চরণ।
কে ও আসে অশ্রুনেত্রে শূন্যগুহা-মাঝে,
কে ওরে পশ্চাতে ডাকে ‘পিতা পিতা’ ব’লে !
ছিঁড়ে ফেল্, ভেঙে ফেল্ চরণের বাধা—
হেথা হতে চল্ ছুটে, আর দেরি নয়।

একাদশ দৃশ্য

পথে সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসী। এসেছি অনেক দূরে— আর ভয় নাই।

পায়েতে জড়ালো লতা, ছিন্ন হয়ে গেল।
সেই মুখ বার বার জাগিতেছে মনে।
সে যেন করুণ মুখে মনের দুয়ারে
বসে বসে কাঁদিতেছে, ডাকিতেছে সদা।
যতই রাখিতে চাই দুয়ার রুধিয়া—
কিছুতেই যাবে না সে, ফিরে ফিরে আসে,
একটু মনের মাঝে স্থান পেতে চায়।

নির্ভয়ে গা ঢেলে দিয়ে সংসারের স্রোতে
এরা সবে কী আরামে চলেছে ভাসিয়া।
যে যাহার কাজ করে, গৃহে ফিরে যায়,
ছোটো ছোটো সুখে দুঃখে দিন যায় কেটে।
আমি কেন দিবানিশি প্রাণপণ করে
যুঝিতেছি সংসারের স্রোত-প্রতিকূলে!
পেরেছি কি এক তিল অগ্রসর হতে?
বিপরীতে মুখ শুধু ফিরাইয়া আছি,
উজানে যেতেছি বলে হইতেছে ভ্রম,
পশ্চাতে স্রোতের টানে চলেছি ভাসিয়া—
সবাই চলেছে যেথা ছুটেছি সেথাই!

দরিদ্র বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ওগো, দয়া করো মোরে, আমি অনাথিনী।

সহসা চমকিয়া উঠিয়া

সন্ন্যাসী। কে রে তুই? কে রে বাছা? কোথা হতে এলি?
অনাথিনী? তুইও কি তারি মতো তবে?
তোরেও কি ফেলে কেউ গিয়েছে পলায়ে?
তারেই কি চারি দিকে খুঁজিয়া বেড়াস?
বৎসে, কাছে আয় তুই— দে রে পরিচয়।

বালিকা। ভিখারি বালিকা আমি, সন্ন্যাসী ঠাকুর,
অন্ধ বৃদ্ধ মাতা মোর রোগশয্যাশায়ী।
আসিয়াছি এক-মুঠা ভিক্ষান্নের তরে।

সন্ন্যাসী। আহা বৎসে, নিয়ে চল্ কুটিরেতে তোর।
রুগ্ণ তোর জননীরে দেখে আসি আমি।

[প্রস্থান

কতকগুলি সন্তান লইয়া একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। দেখ্ দেখি, মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগুলি কেমন রিষ্টপুষ্ট! দেখলে দু-দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে— আর এঁদের ছিরি দেখো-না, যেন বৃষকাষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সাত কুলে কেউ নেই, যেন সাত জন্মে খেতে পান না।

সন্তানগণ। তা আমরা কী করব মা! আমাদের দোষ কী?

মা। বললেম— বলি, রোজ সকালে ভালো করে হলুদ মেখে তেল মেখে স্নান কর্, ধাত পোষ্টাই হবে, ছিরি ফিরবে— তা তো কেউ শুনবে না! আহা, ওদের দিকে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়, রঙ যেন দুধে আলতায়—

সন্তানগণ। আমাদের রঙ কালো তা আমরা কী করব?

মা। তোদের রঙ কালো কে বললে? তোদের রঙ মন্দ কী? তবে কেন ওদের মতো দেখায় না?

[প্রস্থান

সন্ন্যাসীর প্রবেশ । **একটি কন্যা লইয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশ**

সন্ন্যাসী। কোথায় চলেছ বাছা ?
স্ত্রী। প্রণাম ঠাকুর !
ঘরেতে যেতেছি মোরা।
সন্ন্যাসী। সেথায় কে আছে ?
স্ত্রী। শাশুড়ি আছেন মোর, আছেন সোয়ামী,
শত্রুমুখে ছাই দিয়ে দুটি ছেলে আছে।
সন্ন্যাসী। কী কাজে কাটাও দিন বলো মোরে বাছা !
স্ত্রী। ঘরকন্না-কাজ আছে, ছেলেপিলে আছে,
গোয়ালে তিনটি গোরু তার করি সেবা,
বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটিরে নিয়ে।
সন্ন্যাসী। সুখেতে কি কাটে দিন ? দুঃখ কিছু নেই ?
স্ত্রী। দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা-বাপ,
কোনো দুঃখ নেই প্রভু ! রামরাজ্যে থাকি।
সন্ন্যাসী। এটি কি তোমারি মেয়ে বাছা !
স্ত্রী। হাঁ ঠাকুর।

কন্যার প্রতি

যা না রে, প্রভুরে গিয়ে কর্ দণ্ডবৎ।
সন্ন্যাসী। আয় বৎসে, কাছে আয়, কোলে করি তোরে।
আসিবি নে ! তুই মোরে চিনেছিস বুঝি—
নিষ্ঠুর কঠিন আমি পাষাণহৃদয়,
আমারে বিশ্বাস করে আসিস নে কাছে !

মাকে টানিয়া

কন্যা। মা গো, ঘরে চলো।
স্ত্রী। তবে প্রণাম ঠাকুর।
সন্ন্যাসী। যাও বাছা, সুখে থাকো আশীর্বাদ করি।

[**সন্ন্যাসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান**

বসে বসে কী দেখি এ, এই কি রে সুখ!
লঘু সুখ লঘু আশা বাহিয়া বাহিয়া
সংসারসাগরে এরা ভাসিয়া বেড়ায়,
তরঙ্গের নৃত্য-সনে নৃত্য করিতেছে।
দু দিনেতে জীর্ণ হবে এ ক্ষুদ্র তরণী,
আশ্রয়ের সাথে কোথা মজিবে পাথারে।
আমি তো পেয়েছি কূল অটল পর্বতে,
নিত্য যাহা তারি মাঝে করিতেছি বাস।
আবার কেন রে হোথা সন্তরণ-সাধ!
ওই অশ্রুসাগরের তরঙ্গহিল্লোলে
আবার কি দিবানিশি উঠিবি পড়িবি!

চক্ষু মুদিয়া

হৃদয় রে, শান্ত হও, যাক সব দূরে—
যাক দূরে, যাক চলে মায়ামরীচিকা।
এসো এসো অন্ধকার, প্রলয়সমুদ্রে
তপ্ত দীপ্ত দগ্ধ প্রাণ দাও ডুবাইয়া।
অকূল স্তব্ধতা এসো চারি দিকে ঘিরে,
কোলাহলে কর্ণ মোর হয়েছে বধির।
গেল, সব ডুবে গেল, হইল বিলীন,
হৃদয়ের অগ্নিজ্বালা সব নিবে গেল!

বালিকার প্রবেশ

বালিকা। পিতা, পিতা, কোথা তুমি পিতা!

চমকিয়া

সন্ন্যাসী। কে রে তুই!
চিনি নে, চিনি নে তোরে, কোথা হতে এলি!

বালিকা। আমি, পিতা, চাও পিতা, দেখো পিতা, আমি।

সন্ন্যাসী। চিনি নে, চিনি নে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা!

চলিতে চলিতে

আমি কারো কেহ নই, আমি যে স্বাধীন।

পায়ে পড়িয়া

বালিকা। আমারে যেয়ো না ফেলে, আমি নিরাশ্রয়।
শুধায়ে শুধায়ে সবে তোমারে খুঁজিয়া
বহু দূর হতে পিতা, এসেছি যে আমি!

সহসা ফিরিয়া আসিয়া,
বুকে টানিয়া

সন্ন্যাসী। আয় বাছা, বুকে আয়, ঢাল্ অশ্রুধারা!
ভেঙে যাক এ পাষাণ তোর অশ্রুস্রোতে!
আর তোরে ফেলে আমি যাব না বালিকা,
তোরে নিয়ে যাব আমি নূতন জগতে।
পদাঘাতে ভেঙেছিনু জগৎ আমার—
ছোটো এ বালিকা এর ছোটো দুটি হাতে
আবার ভাঙা জগৎ গড়িয়া তুলিল।
আহা তোর মুখখানি শুকায়ে গিয়েছে,
চরণ দাঁড়াতে যেন পারিছে না আর!
অনিদ্রায়, অনাহারে, মধ্যাহ্নতপনে
তিন দিবসের পথ কেমনে এলি রে!
আয় রে বালিকা, তোরে বুকে করে নিয়ে
যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহামাঝে।

[প্রস্থান

দ্বাদশ দৃশ্য

গুহার দ্বারে

সন্ন্যাসী। এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!
যে ধ্যানে অনন্তকাল মগ্ন হব বলে
আসন পাতিয়াছিনু বিশ্বের বাহিরে,
আরম্ভ না হতে হতে ভেঙে গেল বুঝি!
তারি মুখ জাগে মনে সমাধিতে বসে,
তারি মুখ হৃদয়ের প্রলয়-আঁধারে
সহসা তারার মতো কোথা ফুটে ওঠে,
সেই দিকে আঁখি যেন বদ্ধ হয়ে থাকে,
ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মিলাইয়া যায়,
জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে ওঠে—
গাছপালা, সূর্যালোক, গৃহ, লোকজন
কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে।
সদা মনে হয় বালা কোথায় না জানি,
হয়তো সে গেছে চলে নগরে ভ্রমিতে,
হয়তো কে অনাদর করেছে তাহারে,
এসেছে সে কাঁদো-কাঁদো মুখখানি করে
আমার বুকের কাছে লুকাইতে মাথা।

এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!
মিছে ধ্যান, মিছে জ্ঞান, মিছে আশা মোর!
আকাশবিহারী পাখি উড়িত আকাশে—
মাটি হতে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ,
ক্রমেই মাটির পানে যেতেছে পড়িয়া—

ক্রমেই দুর্বল দেহ, শ্রান্ত ভগ্ন পাখা,
ক্রমেই আসিছে নুয়ে অভ্রভেদী মাথা।
ধুলায়, মৃত্যুর মাঝে লুটাইতে হবে।
লৌহপিঞ্জরের মাঝে বসিয়া বসিয়া
আকাশের পানে চেয়ে ফেলিব নিশ্বাস।

তবে কি রে আর কিছু নাইকো উপায়!

বালিকা। দেখো পিতা, লতাটিতে কুঁড়ি ধরিয়াছে,
প্রভাতের আলো পেলে উঠিবে ফুটিয়া।

সন্ন্যাসী সবেগে গিয়া
লতা ছিঁড়িয়া ফেলিল

বালিকা। ওকি হল! ওকি হল! কী করিলে পিতা!
সন্ন্যাসী। রাক্ষসী, পিশাচী, ওরে, তুই মায়াবিনী—
দূর হ, এখনি তুই যা রে দূর হয়ে।
এত বিষ ছিল তোর ওইটুকু-মাঝে
অনন্ত জীবন মোর ধ্বংস করে দিলি!
ওরে, তোরে চিনিয়াছি, আজ চিনিয়াছি—
প্রকৃতির গুপ্তচর তুই রে রাক্ষসী,
গলায় বাঁধিয়া দিলি লোহার শৃঙ্খল!
তুই রে আলেয়া-আলো, তুই মরীচিকা—
কোন্ পিপাসার মাঝে, দুর্ভিক্ষের মাঝে,
কোন্ মরুভূমি-মাঝে, শ্মশানের পথে,
কোন্ মরণের মুখে যেতেছিস নিয়ে!
ওই-যে দেখি রে তোর নিদারুণ হাসি,
প্রকৃতির হৃদিহীন উপহাস তুই—
শৃঙ্খলেতে বেঁধে ফেলে পরাজিত মোরে
হা হা করে হাসিতেছে প্রকৃতি রাক্ষসী!

এখনো কি আশা তোর পূরে নি পাষাণী ?
এখনো করিবি মোরে আরো অপমান !
আরো ধুলা দিবি ফেলে এ মাথায় মোর !
আরো গহ্বরেতে মোরে টেনে নিয়ে যাবি !
না রে না, তা হবে না রে, এখনো যুঝিব —
এখনো হইব জয়ী, ছিঁড়িব শৃঙ্খল ।

সন্ন্যাসীর সবেগে গুহা হইতে বহির্গমন
ও মূর্ছিত হইয়া বালিকার পতন

ত্রয়োদশ দৃশ্য

অরণ্য

ঝড়বৃষ্টি। রাত্রি

সন্ন্যাসী। কে ওরে করুণ কণ্ঠে করে আর্তনাদ!
এখনো কানেতে কেন পশিছে আসিয়া!
প্রলয়ের শব্দে আজি কাঁপিছে ধরণী—
বজ্রদন্ত কড়মড়ি ছুটিতেছে ঝড়,
ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আঁধার অরণ্য
তরুর তরঙ্গ লয়ে উঠিছে পড়িছে!
তবুও ঝটিকা, তোর বজ্রগীত গেয়ে
ক্ষুদ্র এক বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি
পারিলি নে ডুবাইতে! এখনো শুনি যে!
ওই-যে সে কাঁদিতেছে করুণ স্বরেতে,
নিশীথের বুক ফেটে উঠিছে সে ধ্বনি।
কোথা যাব, কোথা যাব, কোন্ অন্ধকারে—
জগতের কোন্ প্রান্তে, নিশীথের বুকে—
ধরণীর কোন্ ঘোর, ঘোর গর্ভতলে—
এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে!
যাই ছুটে আরো, আরো অরণ্যের মাঝে—
মহাকায় তরুদের জটিলতা-মাঝে
দিগ্‌বিদিক হারাইয়া মগ্ন হয়ে যাই।

প্রভাত

অরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া

সন্ন্যাসী। যাক, রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত!

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া

দূর করো, ভেঙে ফেলো দণ্ড কমণ্ডলু!
আজ হতে আমি আর নহি রে সন্ন্যাসী!
পাষাণসংকল্পভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার।
হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া,
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।
যে পথে তপন শশী আলো ধ'রে আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!
জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারি নে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা।
পাখি যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে 'এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া'—
যত ওড়ে— যত ওড়ে— যত ঊর্ধ্বে যায়—

কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে,
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে।

চারি দিকে চাহিয়া

আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়!
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে।
নদী তরুলতা পাখি হাসিছে প্রভাতে।
উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
হাসিমুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই-যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধুলায় বসে খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা।

আহা সে অনাথা বালা কোথায় না জানি!
কে তারে আশ্রয় দেবে, কে তারে দেখিবে!
ব্যথিত হৃদয় নিয়ে কার কাছে যাবে,
কে তারে পিতার মতো বুকে নিয়ে তুলে
নয়নের অশ্রুজল দিবে মুছাইয়া!
কী করেছি, কী বলেছি, সব গেছি ভুলে,
বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন শুধু চেপে আছে প্রাণে—
একখানি মুখ শুধু মনে পড়িতেছে,
দুটি আঁখি চেয়ে আছে করুণ বিস্ময়ে।
আহা, কাছে যাই তার— বুকে নিয়ে তারে
শুধাই গে কী হয়েছে, কী করেছি আমি!

একটি কুটিরে মোরা রহিব দুজনে,
রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী—
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে, শাস্ত্রকথা শুনে,
বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে।

[প্রস্থান

পঞ্চদশ দৃশ্য

পথে

লোকারণ্য

প্রথম পুরুষ। ওরে, আজ আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে।

দ্বিতীয় পুরুষ। তা তো জানি।

তৃতীয় পুরুষ। ছুটে চল্, ছুটে চল্, ছুটে চল্।

চতুর্থ পুরুষ। রাজার বাড়ি নবত বসেছে, কিন্তু ভাই, আমাদের ডুগ্‌ডুগি না বাজলে আমোদ হয় না। তাই কাল সারা রাত্রি মোধোকে আর হরেকে ডেকে তিন জনে মিলে কেবল ডুগ্‌ডুগি বাজিয়েছি।

স্ত্রীলোক। হাঁ গা, রাজপুত্তুরের বিয়ে হবে, তা মুড়ি মুড়কি বিলোনো হবে না?

প্রথম পুরুষ। দূর্ মাগি, রাজপুত্তুরের বিয়েতে কি মুড়ি মুড়কি বিলোনো হয়? গুড়, ছোলা, চিনির পানা—

দ্বিতীয় পুরুষ। না রে না, খুড়ো আমার শহরে থাকে, তার কাছে শুনেছি, দই দিয়ে ছাতু দিয়ে ফলার হবে।

অনেকে। ওরে, তবে আজ আনন্দ করে নে রে, আনন্দ করে নে।

প্রথম পুরুষ। ওরে ও সর্দারের পো, আজ আবার কাজ করতে বসেছিস কেন, ঘর থেকে বেরিয়ে আয়!

দ্বিতীয় পুরুষ। আজ যে শালা কাজ করবে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব।

[সেই ব্যক্তি]। না রে ভাই, বসে বসে মালা গাঁথছি, দরজায় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

রুদ্যমান সন্তানের প্রতি

স্ত্রীলোক। চুপ কর্, কাঁদিস নে, কাঁদিস নে, আজ রাজপুত্তুরের বিয়ে— আজ রাজবাড়িতে যাবি, মুঠো মুঠো চিনি খেতে পাবি।

[কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। জগতের মুখে আজি এ কী হাস্য হেরি!
আনন্দতরঙ্গ নাচে চন্দ্র সূর্য ঘেরি।
আনন্দহিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখির গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

কতকগুলি পথিকের প্রবেশ

প্রথম পথিক। ঠাকুর, প্রণাম হই।
দ্বিতীয় পথিক। প্রভু গো, প্রণাম।
তৃতীয় পথিক। এই ছেলেটিরে মোর আশীর্বাদ করো।
চতুর্থ পথিক। পদধূলি দাও প্রভু, নিয়ে যাই শিরে।
পঞ্চম পথিক। এনেছি চরণে দিতে গুটি দুই ফুল।
সন্ন্যাসী। কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম,
আমি তো সন্ন্যাসী নই। ওঠো ভাই, ওঠো—
এসো ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি।
আমিও যে একজন তোমাদেরি মতো,
তোমাদেরি গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে।

জান কি কোথায় আছে মেয়েটি আমার?
শুধাইতে কেন মোর করিতেছে ভয়!
তার ম্লান মুখ দেখে কেহ কি তোমরা
ডেকে নিয়ে যাও নাই গৃহে তোমাদের!
সে বালিকা কোথাও কি পায় নি আশ্রয়?

ষোড়শ দৃশ্য

গুহামুখ

ধুলায় পতিত বালিকা

সন্ন্যাসীর দ্রুত প্রবেশ

সন্ন্যাসী। নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধুলায় পড়িয়া কেন— ওঠ মা, ওঠ মা—
পাষাণেতে মুখখানি রেখেছিস কেন ?
আয় রে বুকের মাঝে— এও তো পাষাণ !
ও মা, এত অভিমান করেছিস কেন !
মুখখানি তুলে দেখ্, দুটো কথা ক !—
এ কী, এ যে হিম দেহ ! না পড়ে নিশ্বাস—
হৃদয় কেন রে স্তব্ধ, বিবর্ণ মুখানি !

বাছা, বাছা, কোথা গেলি ! কী করিলি রে—
হায় হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ !

গ্রন্থপরিচয় ও পাঠপঞ্জী

প্রামাণিক সংস্করণের তালিকা

প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্যের কোনো পাণ্ডুলিপি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালে নানাভাবে সংস্কৃত হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে তিন-বার ও বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর অঙ্গীভূত থাকিয়া চার-বার ইহার প্রকাশ। যথাক্রমে সেই সাতটি সংস্করণ হইল—

প্রথম সংস্করণ॥ 'নাট্য কাব্য। প্রকৃতির প্রতিশোধ।··· সন ১২৯১।' বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা -ধৃত কাল: ২৯ এপ্রিল ১৮৮৪ [১৮ বৈশাখ ১২৯১] / সংকেত: স° ১

দ্বিতীয় সংস্করণ॥ শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। প্রকাশকাল: '১৫ই আশ্বিন ১৩০৩।' ইহাতে পূর্বমুদ্রিত পাঠের বহু পরিবর্তন, পূর্ব সংস্করণ -ধৃত সম্পূর্ণ চতুর্দশ দৃশ্যের ও অন্যান্য দৃশ্যের বহু অংশের বর্জন, লক্ষ্য করা যায়। এ কথা বলা যায় যে, তৃতীয় বাদে **পরবর্তী অন্য চারি সংস্করণে মোটের উপর 'কাব্যগ্রন্থাবলী' -ধৃত পাঠই রক্ষা করা হইয়াছে।** / সংকেত: স° ২

তৃতীয় সংস্করণ॥ শ্রীমোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত নবমভাগ কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনায় এই পাঠ বিধৃত। প্রকাশকাল: ১৩১০। ১৩০৩ সনের কাব্য-গ্রন্থাবলীর পাঠ হইতেও বহুলাংশ পরিত্যাগ করিয়া, গৃহীত নানা অংশে খুঁটিনাটি নানাবিধ পাঠ বদল করিয়া, এই সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পাঠ-পরিবর্তনের বিশেষ লক্ষ্য হইল গ্রামের লোকের আলাপ হইতেও গ্রাম্যতা-পরিহার। / সংকেত: স° ৩

চতুর্থ সংস্করণ॥ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে দ্বিতীয় মুদ্রণ। পূর্বোক্ত তৃতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করিবার জন্যই যে-সকল অংশ বর্জন করা হয়, এ স্থলে তাহার অধিকাংশই পুনর্মুদ্রিত। অর্থাৎ, দ্বিতীয় সংস্করণের আধারে ইহার প্রস্তুতি। বিশেষ প্রভেদ এই যে, চতুর্থ দৃশ্যের শেষে অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের যে গান (আজ / তোমায় ধরব চাঁদ ইত্যাদি) প্রথম-দ্বিতীয় উভয় সংস্করণেই ছিল, তৃতীয়ের অনুকরণে বর্তমান সংস্করণেও বর্জিত। ইহাতে দ্বিতীয় সংস্করণের তুলনায় যত্র তত্র বহু

পাঠভেদ থাকিলেও (তন্মধ্যে অনেকগুলি তৃতীয় সংস্করণ -ধৃত), তাহার পরিমাণ সুপ্রচুর নহে। ২০ ডিসেম্বর ১৯১১ তারিখে বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তকতালিকা-ভুক্ত হওয়ায় ইহার প্রকাশকাল : ১৯১১।[১] (পুস্তকে ছাপা নাই।) ইহা যে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের পক্ষে পাঁচকড়ি মিত্র -কর্তৃক প্রকাশিত, নাট্যাংশে পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫, মূল্য চার আনা, এ-সকল বিবরণও ঐ তালিকায় পাওয়া যায়। / সংকেত : স° ৪

পঞ্চম সংস্করণ ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস— এলাহাবাদ -কর্তৃক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সংকলিত। প্রকাশকাল : ১৯১৫ খৃস্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথ ইহার ভূমিকায় তারিখ দিয়াছেন : আশ্বিন ১৩২১ [সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯১৪]। / সংকেত : স° ৫

ষষ্ঠ সংস্করণ ॥ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণও বলা চলে। খুঁটিনাটি পাঠভেদ অবশ্যই আছে। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৩৩৫ বা 'আগষ্ট ১৯২৮'। / সংকেত : স° ৬

সপ্তম সংস্করণ ॥ বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে বিধৃত। প্রকাশকাল : আশ্বিন ১৩৪৬। পূর্ববর্তী চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের সহিত তুলনায় অধিক পাঠভেদ দেখা যাইবে না। সমুদয় নাটকে মঞ্চনির্দেশের বহু সংস্কার করা হইয়াছে; তাহা আক্ষরিক পরিবর্তন বলা চলে, মৌলিক নয়। পঞ্জীকরণে বিভিন্ন মুদ্রণেরও অল্পাধিক আক্ষরিক পরিবর্তন নির্দেশ করিতে হইলে, বন্ধনীমধ্যে মুদ্রণকাল দেওয়া হইবে। / সংকেত : স° ৭

---

১ ২ জুন ১৯১৪ তারিখে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথ ও প্রকাশক চিন্তামণি ঘোষ (স্বত্বাধিকারী : ইণ্ডিয়ান প্রেস / এলাহাবাদ ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস / কলিকাতা) যে বিধিবদ্ধ ও 'মুদ্রিত' সর্তে স্বাক্ষর করেন তাহাতে দেখা যায়, বহুপূর্বে ১৯০৮ জুলাইয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি ('Poetical Works') প্রকাশের দায়িত্ব লওয়া হয় ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস হইতে। (কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা হয় সন্দেহ নাই।) সর্তপত্রের পরিশিষ্টে একটি তালিকায় পাই যেমন সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ভানুসিংহের পদাবলী প্রভৃতি কাব্য, তেমনি বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রভৃতি গীতিনাট্য / নাট্যকাব্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত শেষ সংস্করণের আধারেই বর্তমান প্রামাণিক সংস্করণ সংকলিত। ইহাতে, প্রথম হইতে ষষ্ঠ অবধি আনুপূর্বিক ছয়টি সংস্করণের পাঠভেদ -সংকলনের পূর্বে, উক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলীর (১৩৪৬ আশ্বিন) এবং উহার সর্বশেষ পুনর্মুদ্রণের (১৩৭৫ আশ্বিন) যে-সকল স্পষ্ট (কদাচিৎ অনুমান-গম্য) মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করা হইয়াছে, প্রথমেই তাহার একটি তালিকা দেওয়া আবশ্যক। কতকগুলি বিলুপ্ত স্তবকভাগের পুনঃপ্রবর্তন সংগত মনে হইয়াছে। ঐ-সকল ক্ষেত্রে স্তবকভাগের বিলুপ্তিও একপ্রকার মুদ্রণপ্রমাদ, কবির ইচ্ছা-কৃত নয়, ইহাই আমাদের অনুমান।

সারণী-১

বর্তমান সংস্করণ

সংশোধিত সপ্তম সংস্করণ মাত্র। সংশোধনের তালিকা

আলোচ্য পাঠ কোন্ দৃশ্যের কোন্ ছত্র, তথা ছত্রাংশ, সংখ্যা দিয়া নির্দিষ্ট। ছত্র-সংখ্যা, অর্থাৎ ৫ ১০ ১৫ ইত্যাদি অঙ্কগুলি, বর্তমান গ্রন্থে প্রত্যেক দৃশ্যের একমাত্র সংলাপ অংশের ও গানের এক পার্শ্বে মুদ্রিত। অমুদ্রিত অঙ্কগুলি অনুমেয়। প্রথমে বর্তমান গ্রন্থের পাঠ, পরে পূর্ব 'পাঠ' বা পাঠপ্রমাদ উদাহৃত। ছত্রনির্দেশে ৭ বা ৮ সপ্তম বা অষ্টম ছত্র তথা ছত্রাংশ বুঝাইবে, ৭-৮ সপ্তম ও অষ্টম উভয় ছত্র বা উভয়ের কিয়দংশ বুঝাইবে, কিন্তু ৭/৮ হইতে সপ্তম ও অষ্টমের অন্তর্বর্তী (ছত্র-গণনার অবিষয়) নাট্যনির্দেশ বা তাহার অংশবিশেষ বুঝিতে হইবে।

দৃশ্য ৷ ছত্র	বর্তমান পাঠ	/ শেষ[২] সংস্করণের পাঠ- প্রমাদ বা চ্যুতি
১ ॥ ১৩	বহিয়া	/ বাহিয়া (১৩৭০)
১ ॥ ১৯	জগতেরে	/ জগতের
১ ॥ ৪১	স্তবক-সূচনা (স°১-২ । ৪-৬ । অপিচ বর্তমান)	
১ ॥ ৫২	নিজে	/ নিজ (১৩৫৬-৭৫)
১ ॥ ৭২	দেখ্	/ দেখ
২ ॥ ১	বদ্ধ ··· দিকে	/ ×বিদ্ধ··· ×দকে
২ ॥ ২৩	দিয়া	/ দিয়ে (১৩৪৭-৭৫)
২ ॥ ৩০	নূতন স্তবক। স্তবকভাগের লোপ স°৪ হইতে।	
২ ॥ ৬১	এই-যে	/ এই, যে
২ ॥ ৭৯	ওঠে	/ উঠে
২ ॥ ৮২	প্রথম	/ দ্বিতীয়[৩]
৩ ॥ ১১	অনাথিনী	/ ×অথিনানী
৩ ॥ ১৮	কি, মা,	/ মা (১৩৬৩-৭৫)
৩ ॥ ৬১	ত্যেজিলে	/ ত্যজিলে (১৩৭৫)

× চিহ্নিত পাঠ মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র।

দৃশ্য ॥ ছত্র	বর্তমান পাঠ / শেষ সংস্করণের পাঠ- প্রমাদ বা চ্যুতি
৪ ॥ ৭৭	নিয়ে / দিয়ে (১৩৬৩-৭৫)[৪]
৪ ॥ ৯৪	নূতন স্তবক। দ্রষ্টব্য স° ১। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার প্রারম্ভিক ৫ ছত্র বাদ দিবার কালে (উহা অদ্যাবধি বর্জিত) এই প্রমাদ ঘটিয়া থাকিবে। ইচ্ছাকৃত সম্পাদন মনে হয় না।
৪ ॥ ৯৮	নূতন স্তবক। সংক্ষেপীকৃত তৃতীয় সংস্করণে স্তবকভাগ লোপ পায়।
৪ ॥ ১৩৮	নিজ্ / নিজ (বর্তমান মুদ্রণেও সংশোধনীয়)।
৪ ॥ ১৪৯	কচ্‌কচিয়ে / কচকচিয়ে
৫ ॥ ৭	নূতন স্তবক। স° ১ ও ২ -সম্মত।
৫ ॥ ১৭	অনন্তের / অন্তরের
৫ ॥ ২২	নূতন স্তবক। স°৩ বাদে, স° ১-২ ও ৪-৬ -সম্মত।
৫ ॥ ২৫ -উত্তর	নূতন স্তবক। স° ৩ ও ৭ বাদে সকল সংস্করণে।
৬ ॥ ২৪✓২৫	ছুঁড়িয়া / ছিঁড়িয়া (স°৪ হইতে)
৬ ॥ ৩৪	একি এ / এ কি (১৩৭৫)
৬ ॥ ৪৬	তোমার !— / তোমার— (স°৪ হইতে)
৭ ॥ ২	আজ কি / কি আজ (১৩৭৫)
৭ ॥ ৪১	কোন্ / কোন
৭ ॥ ৪২	ধীর / ধীরে (১৩৭৫)
৭ ॥ ৬৮	দিক্-বসনে[৫] / দিক্ বসনে (১৩৭৫)

২ অর্থাৎ ১৩৪৬ আশ্বিনের সপ্তম সংস্করণ। উহারই পরবর্তী কোনো সনের পুনর্মুদ্রণে নূতন পাঠপ্রমাদ দেখা দিলে, তালিকার যথাস্থানে বন্ধনী-মধ্যে সেই সনের বা ১৩৭৫ সনের উল্লেখ। ১৩৪৬ আশ্বিনের অনেকগুলি মুদ্রণপ্রমাদ পরে সংশোধিত।

৩ এ মুদ্রণপ্রমাদ ('২' বা 'দ্বিতীয়') প্রথমাবধি। অথচ লোকটি যে 'প্রথম' তাহা ভাবগ্রাহী প্রত্যেক পাঠক বুঝিবেন। ভাবগ্রহণ না করিলেও স্পষ্ট হইবে প্রথম সংস্করণের পূর্বাপর পাঠে। (স°১ -ধৃত পরের অংশ স°২ হইতে বর্জিত)। পরবর্তী পাদটীকা ১২ দিয়া এই প্রসঙ্গের অনুধাবন সম্পূর্ণ হইতে পারিবে।

৪ 'দিয়ে' সংগত মনে হইলেও, ইহার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নাই।

৫ স° ৫ ও ৭ বাদে সর্বত্র গানের পাঠ 'দিক-বসনে' বা দিকবসনে। 'ক' স্বরান্ত।

দৃশ্য ॥ ছত্র	বর্তমান পাঠ / শেষ সংস্করণের পাঠ- প্রমাদ বা চ্যুতি
৭ ॥ ৭০	উছলি / ছলি (১৩৬৩-৭৫)
৮ ॥ ২৬	মাঝে মাঝে / মাঝে ×মাছে
৮ ॥ ৪৮	লুকিয়ে / লুকিয়ে
৮ ॥ ৫২	কোন্ / কোন
৯ ॥ ৩ √৪	নাট্যনির্দেশের বিচ্যুতি ঘটে স°৭ (১৩৪৬ আশ্বিন)
৯ ॥ ১৫	চেয়ে / চেয়
৯ ॥ ২৯	গাছে / কাছে
১০ ॥ ৫	, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র / ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,[৬]
১০ ॥ ৬৩	নূতন স্তবক। সংশোধন স°১-২ -সম্মত।
১০ ॥ ৬৬	কে ওরে / কে ও রে[৭]
১১ ॥ ২	নূতন স্তবক। সংশোধন স°১-২ -সম্মত।
১১ ॥ ৯	নূতন স্তবক। দ্বিতীয় সংস্করণে ছন্দোবদ্ধ ২ ছত্র ও গদ্য (একদল লোকের সংলাপ) মিলাইয়া এক বৃহৎ অংশ বাদ দিতে গিয়াই স্তবকভাগ লোপ পাইয়াছে মনে হয়।
১১ ॥ ২৯	চল্ / চল (রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে ১৩৪৬ চৈত্রের সংশোধন)
১১ ॥ ৩১	দেখ্[৮] / দেখ (১৩৪৬ চৈত্রের সংশোধন)
১১ ॥ ৩২	এঁদের[৮] / এদের
১১ ॥ ৩৭	কর্ / কর (১৩৪৬ চৈত্রের সংশোধন)
১১ ॥ ৪২	শেষ বাক্য সন্তানগণের? প্রথম সংস্করণের পাঠ -পর্যালোচনায় বিশেষভাবে আলোচিত।

---

৬ পাংচুয়েশনের হেরফের, ভ্রম অথবা ভ্রম-সংশোধন, উপস্থিত পাঠপঞ্জীকরণের সাধ্যের ও সীমার বাহিরে। কিন্তু এ স্থলে একটি মাত্র কমা'র অবস্থানভেদে তাৎপর্যের সমূহ পার্থক্য ঘটে। সংশোধন স°১-৬ -সম্মত।

৭ শব্দপ্রয়োগের ও উচ্চারণের বিবর্তন প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব ছত্রে 'কেও', বর্তমান ছত্রে 'কেওরে' স°১-৫ -সম্মত। ষষ্ঠ সংস্করণে পাই 'কে ও', 'কে ওরে'। সপ্তমে 'কে ও রে' স্পষ্টই মুদ্রণপ্রমাদ।

৮ সংশোধন স°১-৬ -সম্মত।

দৃশ্য ॥ ছত্র	বর্তমান পাঠ / শেষ সংস্করণের পাঠ- প্রমাদ বা চ্যুতি
১১ ॥ ৪২-উত্তর	প্রস্থান
১১ ॥ ৪৩-পূর্ব	একটি কন্যা লইয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশ / দ্বিতীয় হইতে সপ্তম অবধি সকল সংস্করণে প্রথম সংস্করণের ঐ দুই নাট্যনির্দেশের অভাব। ইহা মুদ্রণচ্যুতি তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বের গদ্য অংশে আর পরের ছন্দোবদ্ধ সংলাপে 'স্ত্রীলোক' যে অভিন্ন, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। চরিত্র একেবারেই ভিন্ন। গদ্য অংশে কন্যাটির উপস্থিতির বিষয়ও জানা যায় নাই। প্রথমখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১৩৬৩ মাঘের পুনর্মুদ্রণে ভ্রষ্ট পাঠ পুনশ্চ গৃহীত।
১১ ॥ ৫৮	কর্ / কর (১৩৪৬ চৈত্রে সংশোধন)
১১ ॥ ৬৪ √৬৫	সকলের প্রস্থান / প্রথম সংস্করণ -বহির্ভূত কিন্তু স°২-৭ -ধৃত এরূপ নাট্যনির্দেশ 'রচনাবলী ১'এর ১৩৪৯ মুদ্রণে তথা বর্তমান মুদ্রণে বর্জিত। তাহার পরিবর্তে ১ ছত্র পরে যাহার প্রবর্তন তাহাতে প্রথম সংস্করণ -ধৃত নাট্যনির্দেশেরই যথার্থ ভাবগ্রহণ—
১১ ॥ ৬৫-উত্তর	সন্ন্যাসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান / এ স্থলেই প্রথম সংস্করণের নির্দেশ ছিল : (স্ত্রীলোকের প্রস্থান।) /
১১ ॥ ৮৯√৯০	নাট্যনির্দেশ দ্বিতীয় সংস্করণেই অনবধানে ভ্রষ্ট। ইহার অভাবে (১৩০৩-৭৫। স°২-৭) ছ ৯৩ -উত্তর নির্দেশে 'ফিরিয়া আসিয়া' অর্থহীন হয়।
১২ ॥ ১৮	নূতন স্তবক। স° ১-২ -সম্মত।
১২ ॥ ২৮	পূর্ববৎ।
১৩ ॥ ১	কে ওরে / কে ও রে[৯]
১৪ ॥ ৩৪	নূতন স্তবক। স°১-২ ও ৪-৬ -সম্মত।
১৬ ॥ ১০	নূতন স্তবক। স°১-৬ -সম্মত।

৯ স° ১-৫ -ধৃত পাঠ : কেওরে / দ্রষ্টব্য পূর্বপাদটীকা ৭

সারণী-২

প্রথম সংস্করণ

বর্জিত রচনাংশ এবং পাঠ পরিবর্তিত হইয়া থাকিলে পূর্বপাঠ -সংকলন

বর্তমান সংস্করণের আধারে প্রদর্শিত

পার্শ্বস্থিত অঙ্ক যথাক্রমে (যুগল দাঁড়ির পূর্বে ও পরে) দৃশ্য ও ছত্র তথা ছত্রাংশ -বোধক। ছত্র ৭√৮ যেমন সপ্তম ও অষ্টম ছত্রের অন্তর্বর্তী রচনাংশ, ৭-পূর্ব / ৭-উত্তর স্পষ্টতই অব্যবহিতভাবে সপ্তম-পূর্ববর্তী / অব্যবহিতভাবে সপ্তম-পরবর্তী এক বা অধিক ছত্র। বর্তমান সারণীতে মুখ্যতঃ সপ্তম ও প্রথম সংস্করণের পাঠ সংকলিত। সংকলিত প্রত্যেক পাঠের পরে সপ্তম বা প্রথম -সহ অন্য কোন্ সংস্করণে ঐ পাঠ দেখা যায় তাহার উল্লেখ। সং ২।৪-৭, ইহার পরিষ্কার অর্থ (পরবর্তী সংকলনের সর্বপ্রথম পাঠ দ্রষ্টব্য)— দ্বিতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্করণে মোটের উপর এই পাঠই দেখা যায়। এই পাঠ বা ইহার প্রতিপাঠ (তুলনীয় পাঠ) -সূত্রে তৃতীয়-সংস্করণ-দ্যোতক '৩' উল্লিখিত বা উহ্য না থাকায় বুঝিতে হইবে, ঐ সংস্করণে এই অংশ নাই।

দৃশ্য ॥ ছত্র	সংস্করণ : বর্তমান	/ প্রথম ও অন্যান্য
১ ॥ ৯	ঝরিয়া পড়িছে বারি	/ বারিবিন্দু ঝরিতেছে
	সং ২ । ৪-৭	১
১ ॥ ১৪	কখনো বা কোনো	/ কখন বা কোন [১০]
	সং ৬-৭	১-২ । ৪-৫
১ ॥ ২১	জগৎ-কুয়াশা	/ জগত কুয়াশা
	সং ৩-৭	১-২
১ ॥ ২৬	নিবায়ে	/ নিভায়ে[১১]
	সং ৭	১-৬
১ ॥ ২৭	ভাঙিয়াছি	/ ভাঙ্গিয়াছি[১০]
	সং ৩-৭	১-২
১ ॥ ২৯	ভেঙে	/ ভেঙ্গে[১০]
	সং ৩-৭	১-২
১ ॥ ৪১	কী	/ কি[১০]
	সং ৬-৭	১-৫

পৃষ্ঠা ॥ ছত্র	সংস্করণ :	বর্তমান	/	প্রথম ও অন্যান্য
১ ॥ ৪৯		রাঙা	/	রাঙ্গা[১০]
		স°৪-৭		১-২
১ ॥ ৫৯		তৃষ্ণার	/	তৃষার
		স°২ । ৪-৭		১
২ ॥ ৯√১০	বর্জিত (স°২-৭) :			ঘুরিতেছে ফিরিতেছে সঙ্কীর্ণতা মাঝে, মানুষেরা হয়ে গেছে কীটের মতন ! গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি শত শত নর কেনরে মাটির পরে ঘুরে ঘুরে মরে ! স°১
২ ॥ ১২		তো	/	ত[১০]
		স°৬-৭		১-৫
২ ॥ ৪৯		স্ত্রীলোক । (ব্রাহ্মণ পথিকের প্রতি)[১১।১]	/	(পথিকের প্রতি)
		স°৭		১-৬
২ ॥ ৫০।৫৭।৬৩		ব্রাহ্মণ /		ব্রা / পথিক
		স°৭		১-৪।৬ ৫
২ ॥ ৫৩।৬০		স্ত্রীলোক /		স্ত্রী
		স°৭		১-৬
২ ॥ ৬৬		প্রথমা /		১মা
		স°৭		১-৬

---

১০ বানানের এই পার্থক্য গৌণ বলিতে হইবে। অর্থাৎ, বানান-ভেদে উচ্চারণ-ভেদ তেমন আছে বা ছিল এরূপ মনে হয় না। সুতরাং কালানুগ পরিবর্তনের দিগ্‌দর্শনের প্রয়োজনে এরূপ বানান-ভেদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত সংকলন করিলেও সব করার প্রয়োজন হইবে না।

১১ উচ্চারণভেদ-বশতঃ এই বানান-ভেদের গুরুত্ব সমধিক। এই পার্থক্যও মনে হয় 'কালধর্মে'। অর্থাৎ, 'নিভায়ে' স্থলে 'নিবায়ে' সহজেই সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। পরিবর্তন স্বয়ং কবি করিয়াছেন, নিশ্চিত বলা যায় না।

১১।১ বর্তমান মুদ্রণে নাট্যনির্দেশ সর্বত্র আলাপ -বহির্গত ক্ষুদ্রতর হরপে।

দৃশ্য ॥ ছত্র	সংস্করণ : বর্তমান / প্রথম ও অন্যান্য
২ ॥ ৬৭	দ্বিতীয়া / ২য়া / ২ স° ৭ ১ ২-৬
২ ॥ ৬৮	প্রথমা / ১ম / ১মা স°৭ ১-৩ ৪-৬
২ ॥ ৬৮	হ্যাঁলা / হ্যাঁলা / হ্যাঁলো স° ৪-৭ ১ ২-৩
২ ॥ ৭০	দ্বিতীয়া / ২য় / ২ স° ৭ ১ ২-৬
২ ॥ ৭১-৮২	যথাস্থানে বিভিন্ন 'পথিক' বুঝাইতে : প্রথম। দ্বিতীয়[১২] তৃতীয়। চতুর্থ। পঞ্চম। / ১।২।৩।৪।৫ স° ৭ ১-৬
২ ॥ ৮৫-অনুবৃত্তি	বর্জিত (স°২-৭) : কিন্তু এবার তা'কে মাপ করা যাক্— কি বল, সে ছেলে মানুষ! না হয়, মাপ কর্‌লেমই বা! তাতে দোষ কি![১২] ২। এই ত ভাই, শেষকালে ত পিছলে! ও জানাই ছিল! ১। বেশ কর্‌ব, মাপ কর্‌ব, তোদের কি? তোরা পরের কথায় থাকিস্ কেন? ৩। তোমায় যে অপমান করেছে হে! দুও দুও! ১। বেশ করেচে, অপমান করেচে! তিনশবার অপমান করবে! দশশবার অপমান কর্‌বে! বিশহাজারবার অপমান কর্‌বে! দেখি তোরা কি কর্‌তে পারিস্। স° ১

১২ বর্তমান গ্রন্থে কয় ছত্র আগে (২॥৮২) বক্তার নির্দেশ 'প্রথম' বলিয়া, যদিও প্রথমাবধি সে স্থলে '২' (স°১-৬) বা 'দ্বিতীয়' (স°৭) মুদ্রিত। ইহা যে মুদ্রণ-প্রমাদ তাহা পূর্বাপর সমুদয় সংলাপ (২॥৭১-৮৫ + বর্জিত পাঠের উল্লিখিত পুনরুদ্ধার) পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। '২'এর জবাব '২' দিবেন না ইহাও স্বতঃসিদ্ধ।

পৃষ্ঠা ॥ ছত্র	সংস্করণ :	বর্তমান /	প্রথম ও অন্যান্য	
২ ॥ ৮৬-পূর্ব		অন্য পথিকগণের /	সকলের[১৩]	
		স° ৭	১	
২ ॥ ৯২		করছিস /	কর্‌চিস্‌	/ ক'র্‌চিস্‌[১০]
		স° ৭	১-৫	৬
২ ॥ ৯৩-১১৫	যথাস্থানে :	প্রথম। দ্বিতীয় /	১। ২	
		স° ৭	১-৬	
২ ॥ ৯৪		কখনো /	কখন	
		স° ৪-৭	১-৩	
২ ॥ ৯৫		বলছেন /	বল্‌চেন	/ ব'ল্‌চেন[১০]
		স° ৭	১-৫	৬
২ ॥ ১১০		সন্ন্যাসী। /	স। (হাসিয়া)[১৩]	/ স।
		স° ৫।৭	১	২।৪।৬
২ ॥ ১১৭		চললেম /	চল্লেম	/ চ'ল্‌লেম[১০]
		স° ৭	১-২। ৪-৫	৬

২ ॥ ১৪৩ √/১৪৪ বর্জিত (স° ২-৭) :

ঘরে দুটি শিশু ছেলে কাঁদ্‌চে মায়ের মুখ চেয়ে,
ফিরে গেলে বাবা বলে, কেঁদে তারা আস্‌বে ধেয়ে,
তখন তাদের কি দেব গো ! বুকটা ফেটে যাবে যে !

স° ১

২ ॥ ১৫৩ √/১৫৪ বর্জিত (স° ২-৭) : বিজন হইল পথ, পান্থ দুয়েকটি,
ধীরে ধীরে চলিতেছে বসিছে ছায়ায়।

স° ১

---

১৩ হাসিতে হাসিতে সকলের [অন্য পথিকগণের] অনুগমন / হাসিয়া / এই উভয় নাট্যনির্দেশেরই বিলোপ (স° ২) মুদ্রণপ্রমাদ হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথমটি পুনঃপ্রবর্তিত (স° ৭ হইতে), দ্বিতীয়টি পাঠক যোগ করিয়া অথবা বুঝিয়া লইবেন।

দৃশ্য ॥ ছত্র	সংস্করণ :	বর্তমান /	প্রথম ও অন্যান্য

২ ॥ ১৫৪√১৫৫ বর্জিত (স° ২-৭) : দেখিলাম, গোটাকত ছোট ছোট জীব
ধূলিমাঝে ঘেঁসাঘেঁসি নড়িয়া বেড়ায় ;
কেহ ওঠে, কেহ পড়ে, কেহ ঘুরে মরে
এ দিকে চ'লেছে কেহ, কেহ বা ও দিকে।
যতটুকু মাটি আছে পায়ের কাছেতে
তার চেয়ে এক তিল দেখিতে না পায়।
যতটুকু দেখা যায় ক্ষুদ্র দুটি চোখে
তা-ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে যেন আর কিছু নাই !
সেই বিশ্ব, তারি মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে
সকলেই পেতে চায় একটু[১৪]খানি স্থান।
পথ হতে খুঁটে খুঁটে ছোটখাটগুলো
আদরে বুকের কাছে জমা করিতেছে।
পদাঙ্গুলে ভর ক'রে ছোট ছোট বীর
যথাসাধ্য উঁচু হয়ে চলিছে গরবে,
ভাবিতেছে চন্দ্রসূর্য্য কাজ কর্ম্ম ফেলি
দেখিছে সভয়ে তারি দীর্ঘ আয়তন !
ছোট ছোট জিনিষেরে অতি ভক্তি ভরে
বড় বড় নাম দিয়ে বড় মনে করে।
জন্মিতেছে মরিতেছে রাশি রাশি কীট।
মড়কের হাত দিয়ে কভু বা প্রকৃতি
গোটাকত অর্থ-হীন অক্ষরের মত
অসহায় তুচ্ছদের ফেলিছে মুছিয়া !
আমিও কি এক কালে ছিনু এই কীট !—
আজ যেন মনে হয় পা বাড়ালে পাছে
পদতলে দ'লে যায় কীটের সমাজ !

স° ১

---

১৪ 'একটু' ২ মাত্রা -পরিমিত। এরূপ প্রয়োগ ভগ্নহৃদয় কাব্যেও আছে।

দৃশ্য ॥ ছত্র	সংস্করণ :	বর্তমান	/	প্রথম ও অন্যান্য
২ ॥ ১৫৬		এদের স° ২-৭	/	ওদের ১

২ ॥ ১৫৬/১৫৭ বর্জিত (স° ২-৭) : জগতের এক কোণে ছোট গর্ত খুঁড়ি
ক্ষুদ্র আশা তরে ফিরি মাটি শুঁকে শুঁকে !
ধিক্ ধিক্— নিষ্ঠুর সে কল্পনারে ধিক্।—
স° ১

৩ ॥ ১ ও ৩-৫ যথাক্রমে : পথিক। ১ম প। ২য় প। ৩য় প / স° ১-৬
[তন্মধ্যে : প=পথিক / স° ৫
প্রথম পথিক [২ বার]। দ্বিতীয় পথিক। তৃতীয় পথিক। / স° ৭

৩ ॥ ১১	জননী গো স° ৩-৭	/	জননি গো ১-২
৩ ॥ ১৩	পথিকগণ স° ৭	/	পান্থগণ ১-৬
৩ ॥ ১৬	ছি ছি ছি স° ৭	/	ছিছিছি ১-৬
৩ ॥ ১৭	জগৎ-জননী স° ৩-৭	/	জগত-জননী ১-২

৩ ॥ ২২-উত্তর বর্জিত (স° ২-৭) : (সভয়ে মন্দিরের বাহিরে আগমন।)
বা। মাগো মা, পারিনে আর, আরত সহেনা।
ওগো তোরা কেউ মোরে কাছেতে ডেকেনে।
স° ১

৩ ॥ ৩০-উত্তর বর্জিত (স° ২-৭) : ওম্নি কোরে হাতে ধরে মায়ের আদরে
কেহ এরে কাছে ক'রে নিয়ে যাবে না কি !
দুই বালিকার প্রবেশ।
১। এরি মধ্যে সন্ধে হল, সাঙ্গ হল খেলা !
চল্ ভাই ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে যাই !
কাল যাব— ভোরে তোরে আনিব উঠায়ে
আরেক নতুন খেলা কাল খেলা যাবে।
(প্রস্থান।)

দৃশ্য ॥ ছত্র সংস্করণ : বর্তমান / প্রথম ও অন্যান্য

বা। (নিশ্বাস ফেলিয়া)

ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে মোর, যাই ফিরে যাই।

স° ১

৩ ॥ ৪২ বোসো | ব'সো / বস / ব'স

স° বর্তমান | ৭ ১-৫ ৬

৩ ॥ ৪৫ √৪৬ বর্জিত (স° ২-৭) : জন্মাবধি ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে থাকি

কেহ যে কাছেতে মোরে কখনো ডাকেনি।

স° ১

৩ ॥ ৫৯ √৬০ বর্জিত (স° ২-৭) : বা।[১৫] আহা তুমিও কি দুঃখী আমারি মতন !

স° ১

৩ ॥ ৬৫ ত্যেজিবে / ত্যজিবে[১৬]

স° ৭ ১-৬

৪ ॥ ১-পূর্ব ভগ্নকুটির / ভগ্ন কুটীরে / ভগ্ন - কুটীর

স° ৭ ১ ২-৬

৪ ॥ ২০ √২১ বর্জিত (স° ২-৭) : বিমলারে কোলে নিয়ে বিমলার মা

প্রতিদিন সকালেতে আঙ্গিনায় ব'সে

কপালেতে টিপ দিয়ে সাজাইয়ে দেয় !

পাড়া থেকে আসে সুশী মণি সুহাসিনী

গাছের তলায় ব'সে কত খেলা করে !

সন্ধে হলে মা তাদের ডেকে নিয়ে যায় !

শশীতে বালাতে ব'সে কত গল্প করে—

স° ১

---

১৫ স° ২-৭'এ 'বা।' অথবা 'বালিকা' পরের ছত্রের সূচনায় স্থানান্তরিত।

১৬ এই অংশের (৩ ॥৬০-৬৫) বানানে সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ লক্ষ্য করা হয় কেবল দুইটি সংস্করণে। ত্যজিবে (ছ ৬০।৬৫), ত্যজিলে (ছ ৬১), ত্যজিব (ছ ৬১) / স°৫। ঐ স্থলগুলিতেই স°৭ : ত্যেজিবে, ত্যেজিলে, ত্যেজিব /

দৃশ্য ॥ ছত্র সংস্করণ : বর্তমান / প্রথম ও অন্যান্য

৪ ॥ ৪৮ √/৪৯ বর্জিত (স° ২-৭) : আমারে কোরোনা ঘৃণা, আমিও অনাথ—
এইটুকু আছে শুধু কুটীরের ছায়া !
স° ১

৪ ॥ ৫৪-উত্তর পথিকের প্রস্থানে বর্জিত (স° ২-৭) : বা। (সন্যাসীর কাছে)
পিতা, তুমি— তুমি মোরে করিওনা ত্যাগ !
তুমি করিওনা ঘৃণা, তুমি কাছে রেখো !—
তুমি ছাড়া কারো কাছে আর যাইব না—
সবাই নিষ্ঠুর হেথা— সবাই কঠোর !
ওই শোন— ওই শোন— পথে কোলাহল !
ওই বুঝি আসিতেছে নগরের লোক !
যদি ওরা এসে পিতা, বলে কোন কথা !
শুনোনা সে সব কথা শুনোনা গো তুমি !
স° ১

৪ ॥ ৬৯	সিধে /	সীদে /	সিদে	
	স° ৭	১-৩	৪-৬	
৪ ॥ ৬৯ ও ৭২	মরেছিস /	মরেচিস্ (ম'রেচিস্)	ও	মরিচিস্
	স° ৭		১-৬	
৪ ॥ ৮১	স্ত্রীর /	মাগীর		
	স° ৩-৭	১-২		
৪ ॥ ৮১	শাঁখা /	শাঁকা		
	স° ৭	১-৬		
৪ ॥ ৮৩	মার্ /	মার		
	স° ৭	১-৬		

৪ ॥ ৯৩ √/৯৪ বর্জিত (স° ২-৭) : কিন্তু এ কি হল মোর ! আজি এ কি হল !
কি যেন কুয়াশা সম আর্দ্র বাষ্প রাশি
বেড়ায় হৃদয়াকাশে উড়িয়া উড়িয়া !
প্রাণ যেন নুয়ে পড়ে পৃথিবীর পানে

দৃশ্য ॥ ছত্র সংস্করণ : বর্তমান / প্রথম ও অন্যান্য

জল ভারে অবনত মেঘের মতন !

স° ১ (স্তবক-সূচনাংশ)

৪ ॥ ১০০ পলাইতে / পালাইতে

স° ৩।৭ ১-২ । ৪-৬

৪ ॥ ১১৪।১১৭।১২৪ প্রথম পুরুষ /[১৭] পু / পুরুষ

স° ৭ ১-৪।৬ ৫

৪ ॥ ১২০ আঁচড় / ×আচড়

স° ২-৭ ১

৪ ॥ ১৩৩।১৪১ প্রথম পুরুষ /[১৭] সেই ব্যক্তি

স° ৭ ১-৬

৪ ॥ ১২১-২৩ । ১২৭-২৯-৩০ দ্বিতীয় পুরুষ । তৃতীয় পুরুষ । চতুর্থ পুরুষ

পঞ্চম পুরুষ । ষষ্ঠ পুরুষ । সপ্তম পুরুষ[১৭] / স° ৭

যথাস্থানে : ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ / স° ১-৬

৪ ॥ ১৩২ অষ্টম পুরুষ / আর এক জন[১৭]

স° ৭ ১-৬

৪ ॥ ১৩৭ অষ্টম পুরুষ / ৭

স° ৭ ১-৬

৪ ॥ ১৪১ √১৪২ স্ত্রীলোক / স্ত্রীলোকে

স° ২-৭ ১ ও বর্তমান

৪ ॥ ১৫০-৫২ দ্বিতীয় পুরুষ । তৃতীয় পুরুষ । সপ্তম পুরুষ । / স° ৭

যথাস্থানে : ১ । ২ । ৬ । / স° ১-২ । ৪-৬

---

১৭ ব্যক্তিনির্দেশে 'স' স্থলে 'সন্ন্যাসী', 'বা' স্থলে 'বালিকা', 'পথিক' স্থলে 'পান্থ' যেমন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নয়, অঙ্কের পরিবর্তে পূরণবাচক পদের ব্যবহারও সেইরূপ। 'পু' / 'পুরুষ' / 'সেই ব্যক্তি' পূর্বে গণনা-বহির্ভূত ছিল, তাহাকে লইয়া প্রচল সংস্করণে পুরুষের নির্দেশ 'প্রথম' হইতে 'অষ্টম' অবধি। 'অষ্টম' আসিলে : আর এক জন আসিয়া। (স° ১) / আর এক জন। (স° ২-৬) / বর্তমানে 'আসিয়া' নাট্যনির্দেশ রূপে পৃথগ্‌ভাবে মুদ্রিত।

দৃশ্য ॥ ছত্র   সংস্করণ :   বর্তমান /   প্রথম ও অন্যান্য

৪ ॥ ১৫৩-উত্তর বর্জিত (স° ৪-৭) : স্ত্রীলোকদের গান।

সোহিনী।

আজ তোমায় ধর্‌ব চাঁদ আঁচল পেতে,
জাগ্‌ব বাসর আজি তোমার সাথে।
কুমুদিনী বনে রাখ্‌ব ধ'রে এনে
বাঁধ্‌ব মৃণাল দিয়ে দিব না যেতে!
কলঙ্কটি তব পরাগে ঢাকিব,
জ্যোৎস্না বিছায়ে দেব বিধি মতে,
ভ্রমরে শিখাইব হুলু দিতে।[১৮]

স° ১-২

৫ ॥ ৬/৭ বর্জিত (স° ২ । ৪-৭)[১৯] : কি এক অদৃশ্য তরে জনমে আগ্রহ—
বর্তমান ফেলে রেখে কোথা চলে যাই
অতীত কি ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিনে!
স্মরণের পরপারে যাহা প'ড়ে আছে
তারে যেন অবিশ্রাম পাইবার আশা,
দেশ কাল বাহিরেতে কি যেন রয়েছে
সে যেন রে সেথা হতে ডাকিছে কেবল
তোর স্পর্শে তারি স্বর শুনিবারে পাই!
এরেইত ধ্যান বলে, ধ্যান আর কিবা!
অদৃশ্যের তরে শুধু প্রাণের আগ্রহ!—

কে জানে বুঝিতে নারি, হতেছে সংশয়!
কে জানে এ কি এ ভাব— সকলি নূতন!—

স° ১

---

১৮ স্বরলিপি-গীতিমালা (১৩০৪) হইতে জানা যায়, গানটি অক্ষয় চৌধুরীর রচনা। স° ৩ হইতে বর্জিত। ঐ সংস্করণে তৎপূর্বেই দৃশ্য শেষ হয় স্ত্রীলোকদের সম্মিলিত গানে (ছ ১৪২-৪৫)।

১৯ পরপৃষ্ঠায়।

দৃশ্য ॥ ছত্র সংস্করণ : বর্তমান / প্রথম ও অন্যান্য

৫ ॥ ৯ ভান / ভাণ

স° ৭ ১-২ | ৪-৬

৫ ॥ ৯-উত্তর বর্জিত (স° ২ । ৪-৭)[১৯] : কাজ নেই— কাজ নেই— দূরে থাকা ভাল—
এ সব কিছুই আমি বুঝিতে পারিনে।

স° ১

৫ ॥ ১৫ √১৬ বর্জিত (স° ২-৭) : আমারে ও-সব কথা বলিও না কিছু !

স° ১

৫ ॥ ২৮ √২৯ ভ্রষ্ট ? (স° ২-৭)[২০] : সেথা পশে সূর্য্যকর, পূর্ণিমার আলো,

স° ১

৫ ॥ ৩৭-উত্তর বর্জিত (স° ২-৭) : না হয় আরেক ভ্রম করুক্ পোষণ !
(প্রকাশ্যে) বালিকা, ধেয়ানে মগ্ন রব' সারাদিন,
তখন কেমনে তুই কাটাবি সময় !
বা। এইখেনে ব'সে রব গুহার দুয়ারে।
এই যে উঠিছে লতা শিলার ফাটলে,
একাকিনী, এরো কেউ সঙ্গী নাই হেথা,
এরে নিয়ে সারাদিন কাটাইব সুখে !
এরা ত আমারে দেখে স'রে যায় নাকো !
কচি কচি হাতগুলি বাড়ায়ে বাড়ায়ে
কি যেন বুকের কাছে ধরিবারে চায় !
পারে না কহিতে কথা, বলিতে জানে না,
তাই যেন মুখ পানে চেয়ে থাকে এরা !

---

১৯ তৃতীয় সংস্করণের বর্জন, যেমন চতুর্থ দৃশ্যের শেষে তেমনি এ স্থলেও, সমধিক, অর্থাৎ এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্বতন্ত্রভাবে তালিকাবদ্ধ হইয়াছে। দ্রষ্টব্য সারণী ৪

২০ অনবধানে ভ্রষ্ট মনে হয়। কেননা, বর্জনের সংগত কোনো কারণ নাই। ছাপাখানায় যে নিয়মে বা নিয়মের ফাঁকে 'কপি-ছাড়' হয় এ স্থলে তাহাও বর্তমান ; অর্থাৎ সংরক্ষিত ও ভ্রষ্ট উভয় ছত্রেরই সূচনায় আছে 'সেথা'।

দৃশ্য ॥ ছত্র সংস্করণ : বর্তমান \/ প্রথম ও অন্যান্য

(কাছে গিয়া) ওরে, ওরে, কি বলিতে চাস্ তুই বল্।
আমরা দুজনে হেথা রব' সারাদিন।
স। আহা ছোট ছোট প্রাণ, বেশী নাহি চায়—
সুখে থাকে এই সব ছোট খাট নিয়ে!
সং ১

৬ ॥ ১-পূর্ব ('সন্ন্যাসীর প্রবেশ'এর পূর্বে) বর্জিত (সং ২-৭) :

বালিকা। (লতার প্রতি)
ওই সন্ধে হয়ে এল, চলে গেল বেলা!
ঘুমো, তুই ঘুমো, ওরে রূপসী আমার!
ছোট ছোট পাতাগুলি মুদিয়া আরামে
আয় রে বুকেতে মোর, ঘুমো তুই ঘুমো!
আয় তোরে চুমি খাই, শত চুমি খাই,
কচি মুখ খানি তোর রাখি মোর মুখে!
আয়, তোরে দোলা দিই, দোলা দিই ধীরে,
ঘুম পাড়াবার গান গাই কানে কানে!

গৌড় সারং একতালা।

(ধীরে ধীরে গান) আয়রে আয়রে সাঁঝের বা,
লতাটিরে দুলিয়ে যা,
ফুলের গন্ধ দেব তোরে
আঁচলটি তোর ভোরে ভোরে!
আয়রে আয়রে মধুকর
ডানা দিয়ে বাতাস কর্,
ভোরের বেলা গুন্‌গুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে।
আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দে রে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে

দৃশ্য ॥ ছত্র   সংস্করণ :   বর্তমান / প্রথম ও অন্যান্য

ঘুমিয়ে পড়্‌বি শুয়ে শুয়ে !
পাখীরে, তুই কোস্‌নে কথা,
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা !

স° ১

৬ ॥ ৭   তোর / তোরে
স° ৭   ১-৬

৬ ॥ ১৬   এইখানে ব'সো [বোসো] / এই খেনে বস / এই খেনে ব'স
স° ৭ । বর্তমান / ১-২ । ৪-৫   ৬

৬ ॥ ৩৩ ✓/৩৪   বর্জিত (স° ২-৭) :

বা । (লতার প্রতি) আমি তোরে তিরস্কার করিব না কভু !
আমি তোর কাছে রব, কথা শুনাইব ।
কেনরে মোদের কেহ ভাল নাহি বাসে !

স° ১

৬ ॥ ৩৬   লুকাইয়া ছিল / লুকাইয়াছিল
স° ৪-৭   ১-৩

৬ ॥ ৪৪-উত্তর বর্জিত (স° ২-৭) : ছিছি, ক্ষুদ্র বালিকারে তিরস্কার করা !

স° ১ (স্তবক)

৬ ॥ সব-শেষে বর্জিত (স° ২-৭) : বা । কেন মোরে সকলেই ফেলে চলে যায় !
কে জানে মা কেন তুই এনেছিলি মোরে
কেন বা এদের কাছে ফেলে রেখে গেলি !

স° ১

৭ ॥ ২৪ ✓/২৫ ভ্রষ্ট ? (স° ২-৭) : মিথ্যা ব'লে হীন ব'লে করিতাম ঘৃণা ।

স° ১

৭ ॥ ২৫   এমন / এমনি
স° ৪-৭   ১-৩

৭ ॥ ৪২   সাঁঝের / সাঁজের
স° ৫।৭   ১-৪ । ৬

পৃষ্ঠা ॥ ছত্র সংস্করণ : বর্তমান / প্রথম ও অন্যান্য

৭ ॥ ৬৮ দিক্-বসনে / দিক-বসনে (গানে 'ক' স্বরান্ত)

স° ৭ ১-৬

৭ ॥ ৬৯ পুলক-কায় / পুলক কায়

স° ৭ ১-৬। বর্তমান

৮ ॥ ৩ √৪ বর্জ্জিত (স° ২-৭) : ভয় যে করিছে আজি কাছে যেতে তব !
আমি যে অবোধ মেয়ে বুঝিতে পারিনে,

স° ১

৮ ॥ ৫ √৬ বর্জ্জিত (স° ২-৭) : আয় বাছা, কাছে আয়, দেখি তোর মুখ।

স° ১

৮ ॥ ৬-উত্তর বর্জ্জিত (স° ২-৭) : ও কি মেয়ে, চোখে তোর অশ্রুবারি কেন ?
বা। ও কিছুই নয়, পিতা, ও কিছুই নয় !
সাধ যায়, এই খেনে তুই দণ্ড ব'সে
পা দুখানি ধ'রে তব কাঁদি একবার।

স° ১

৮ ॥ ৯-উত্তর বর্জ্জিত (স° ২-৭) : কত দিন দেখি নাই চাঁদের কিরণ,
ছায়া ছায়া মনে পড়ে পূর্ণিমার রাত।

স° ১

৮ ॥ ১০-পূর্ব বর্জ্জিত (স° ২-৭) : বা। আহা চেয়ে দেখ, মোর লতাটির পরে
জোছনা পড়েছে এসে কত ভাল বেসে !

স° ১

৮ ॥ ১০√১১ বর্জ্জিত (স° ২-৭) : প্রাণ যেন ঘুমঘোরে নয়ন মুদিয়া
শুভ্র বিরামের মাঝে মগ্ন হয়ে যায় !

স° ১

৮ ॥ ১৩√১৪ বর্জ্জিত (স° ২-৭) : বা। আহা কি সুখেতে আছে লতাটি আমার !
মোরা কেন এত সুখে পারি না থাকিতে !
একটু জোছনা পেলে কি আরাম পায় !
একটু বাতাস পেলে দুলে দুলে নাচে,
পাতাগুলি শিহরিয়া কাঁপে ঝুরু ঝুরু।

দৃশ্য ॥ ছত্র সংস্করণ : বর্তমান / প্রথম ও অন্যান্য

আরেকটি লতা হয়ে ওরি পাশে শুয়ে
ডালে ডালে জড়াইয়ে ঘুমাইতে চাই।

স° ১

৮ ॥ ১৪ √১৫ বর্জিত (স° ২ । ৪-৭)[১৯] : স্বপনে স্বপনে যেন কোলাকুলি করে,
ভেসে যায় ছায়া গুলি ধরা নাহি দেয়।

স° ১

৮ ॥ ১৮ পুষ্পগন্ধরাশি / পুষ্প গন্ধ ল'য়ে
স° ২ । ৪-৭ ১

৮ ॥ ৫৯ √৬০ বর্জিত (স° ২-৭) : যে জন ভাঙ্গিতে চাহে আপনার বলে
জন্ম মরণের অতি ঘোর কারাগার—
একটু চাঁদের আলো, দুয়েকটি স্মৃতি
ছায়া দিয়ে মায়া দিয়ে ঘেরিছে তাহারে,
তাই কি সে চারিদিকে হেরিছে আঁধার,
ভাঙ্গিতে নারিবে বুঝি বাষ্পের প্রাচীর!

স° ১

৮ ॥ ৬১ যত [^য়ত] / শত
স° ৬-৭ [৪] ১-৩ । ৫

৮ ॥ ৬১ নিবে / নিভে
স° ৩ । ৭ ১-২ । ৪-৬

৯ ॥ ৩-উত্তর বর্জিত (স° ২-৭) : মিথ্যা কথা! কে বলেরে জগৎ সুন্দর!
বীভৎস শ্মশান সেত বিভীষিকাময়!
উঠিছে চিতার ধূম, বাষ্প মড়কের,
উঠিছে বিলাপ ধ্বনি, উড়িতেছে ধুলা,
উড়িতেছে ভস্মরাশি, কাঁদিছে শৃগাল।
মৃত্যুময় জগতের প্রতি পরমাণু
অবিশ্রাম ফেলিতেছে মুমূর্ষু নিঃশ্বাস!
তারি মাঝে প্রাণীগণ ঘুরিছে ফিরিছে—
করিতেছে গণ্ডগোল, প্রলাপ, চীৎকার,

দৃশ্য ॥ ছত্র   সংস্করণ :   বর্তমান   /   প্রথম   ও   অন্যান্য

দীন হীন ক্ষীণ ভীত সংশয়ে অধীর,
রোগে শীর্ণ শোকে জীর্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর !
কেহ বা ধূমের মাঝে চিতার আলোকে
উন্মাদ প্রমোদ ভরে নৃত্য করিতেছে,
কঙ্কালেরা করতালি দিতেছে সঘনে,
হাসিতেছে অট্টহাসি, জাগিছে নিশীথ !
রবি শশি রক্ত নেত্রে দীপ হাতে করি
গণিতেছে অহরহ কঙ্কালের মালা !
হৃদয়-শোণিত মাঝে মায়া-বিষ ঢেলে
প্রাণেরে পাগল করে দেয় যে প্রকৃতি,
শ্মশানেরে স্বর্গ বলে ভ্রম হয় তাই ;
মৃত্যুরে দেখায় যেন জীবনের মত !
আগ্রহে অধীর হয়ে পাগলেরা মিলে
আপনার চারিদিকে মৃত্যু রাশ করি
জীবনেরে তারি মাঝে ফেলিছে পুঁতিয়া।
নিশ্বাস ফেলিতে সেথা স্থান কোথা নাই—
পদে পদে প'ড়ে যাই গুহা গহবরে !

এও যদি ভাল লাগে সে কি মহামায়া !
প্রকৃতি, সে মায়ানেশা ছুটে গেছে মোর !
ছিছি তোর কাছে আর যাব না কখনো—
সৌন্দর্য্য আমাতে আছে, তোর কাছে নাই !

সং ১

৯ ॥ ২৮ √২৯ বর্জিত (সং ২-৭) : এত স্নেহ, এত সুধা, এ কি কিছু নয় ! / সং ১

৯ ॥ ৩৫   জগৎ   /   জগত

সং ৪-৭   ১-৩

১০ ॥ ৩ √৪ বর্জিত (সং ২ । ৪-৭)[১৯] : জগৎ অদৃশ্য সত্য, অরূপ অব্যয়,
অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে । / সং ১

দৃশ্য ॥ ছত্র	সংস্করণ :	বর্তমান	/	প্রথম ও অন্যান্য
১০ ॥ ৮		করিতে ?	/	করিতে !
		স° ৪-৭		১-৩ । বর্তমান
১০ ॥ ২২ । ২৫ । ৩৩		প্রথম	/	১
		স° ৭		১-৬
১০ ॥ ২৪ । ২৬ । ৩৫		দ্বিতীয়	/	২
		স° ৭		১-৬
১০ ॥ ২৩		এইখানে	/	এইখেনে
		স° ৪-৭		১-৩

১০ ॥৩২ √ ৩৩ বর্জিত (স° ২-৭) : ওই নগরের পথ, ওই পথে পথে
বাল্যকালে কত মোরা করিয়াছি খেলা !
ওই সেই সরোবর— ওই সে মন্দির—
ওই দেখ দেখা যায় পাঠশালা গৃহ ।
সবাই আনন্দে দেখ বেড়াইছে পথে—
আজ হতে মোর শুধু আনন্দ ফুরাল !
১ । ও কি কথা !— থাম সখা— ও কথা বোলোনা—
স° ১

[শেষ ছত্রের '১' বা 'প্রথম' পরের ছত্রে গৃহীত ।
স° ২-৭

১০ ॥ ৩৪		পুন	/	পুনঃ
		স° ৭		১-৬

১০ ॥ ৩৬ √৩৭ বর্জিত (স° ২-৭) : বেলা হল— মিছেমিছি কি যে বকিতেছি !
যাও তবে, যাও সখা— বিদায়— বিদায়—
স° ১

১০ ॥ ৬০		জগৎ	/	জগত
		স° ৪-৭		১-২
১০ ॥ ৬৫		কে ও	/	কেও
		স° ৬-৭		১-৫

পৃষ্ঠা ॥ ছত্র	সংস্করণ :	বর্তমান	/	প্রথম	ও	অন্যান্য
১০ ॥ ৬৬	কে ওরে	/ কেওরে	/	কে ও রে		দ্র পাদটীকা-৭
	সং ৬। বর্তমান	১-৫		৭		
১১ ॥ ২	জড়ালো	/	জড়াল'	/	জড়াল	
	সং বর্তমান		১-২। ৪-৬		৩। ৭	

১১ ॥ ৮ √৯ বর্জিত (সং ২। ৪-৭)[১৯] : দূর হোক্— এইখেনে বসি একটুকু
নগরের কোলাহলে দেখি মন দিয়া!

(এক দল লোকের প্রবেশ।)

১। তুমি ও পথে কোথায় চলেছ ভাই! আমরা সবাই মেলা দেখ্‌তে যাচ্চি— তুমিও এসনা!

২। হাঁঃ, মেলাতে আর দেখ্‌বার কি আছে!

৩। কেন ভাই, আজ সেখেনে বিস্তর লোক আস্‌চে!

২। লোক ত রোজই দেখ্‌চি, সে আর নতুন কি হল!

৪। আর, চারদিক থেকে জিনিষ পত্র ঢের আস্‌বে!

২। না হয়, একটা বড় হাটের মত বস্‌বে! তার বেশীত আর কিছু নয়'!

৫। কেন, সন্ধেবেলায় আতস বাজি হবে, সে ত একটা দেখবার জিনিষ!

২। আতস বাজি ঘরে বসেই দেখ না কেন! রান্নাঘরে বসে থাক, আগুনের ফুল্কি যখন উড়্‌তে থাক্‌বে, সেওত এক রকম ছোট খাট আতস বাজি!

৬। আবার অনেক গুলো বাজিকর আস্‌চে।

২। আমরাই কি কম বাজিকর! আমরা যে চলে ফিরে বেড়াচ্চি এও এক-রকম বাজি! সে না হয় আর একটু বেশী কিছু কর্‌বে!

১। (অপরের প্রতি) তুমি কোথায় যাচ্চ ভাই?

৭। আমি বিদেশী, আজ এখেনে এসেছি। শুনেছি এখেনে সমুদ্রের ধার বড় চমৎকার দেখ্‌বার জায়গা,

দৃশ্য ॥ ছত্র সংস্করণ : বর্তমান / প্রথম ও অন্যান্য

তাই দেখ্‌তে চলেছি !

২। সেখেনে আর দেখ্‌বে কি ? সমুদ্র আছে, পাহাড় আছে, একটা নদী আছে, আর গোটাকতক ঝাউ-গাছের বন আছে, আর ত কিছু নেই !

৬। আমারো মশায় গাছ পালা দেখে সুখ হয় না ! এ জগতে মানুষ ছাড়া আর দেখ্‌বার কিছু নেই।

২। তাই বা কি ! সচরাচর মানুষ যা' দেখা যায়, তারা ত বাঁদর, কেবল এক্‌টুখানি দেখ্‌তে ভাল !

৫। তাও বলা যায় না। রাগ কর্‌বেন না, চেহারার কথা যদি বলেন মশায়কে বাঁদর বল্লে বাঁদর গুলোকে গাল দেওয়া হয় !

২। কি কথাটা বল্লে আমি ঠিক বুঝতে পাল্লেম না—পরিষ্কার করে বল, তার পরে আমি উত্তর দেব ! আমি যে উত্তর দিতে পারিনে তা বল্‌বার যো নেই।

৭। মশায়, আপনি কোথায় যাচ্চেন শুনি !

২। আজ মাধবশাস্ত্রী আর জনার্দ্দন পণ্ডিত সাংখ্যসূত্র নিয়ে বিচার কর্‌বেন, আমি তাই শুন্‌তে যাচ্চি।

(কথা কহিতে কহিতে সকলের প্রস্থান।)

স° ১

১১ ॥ ১৮ চলেছি / যেতেছি / চ'লেছি
স° ৪-৫ । ৭ ১-৩ ৬

১১ ॥ ১৯ ছুটেছি / যেতেছি
স° ৪-৭ ১-৩

১১ ॥ ৩৮ চোখ / চোক
স° ৬-৭ ১-৫

১১ ॥ ৪২ তবে কেন ওদের মত দেখায় না ? (বর্জ্জিত স° ৫)
স° ১-৪ । ৬-৭

দৃশ্য ॥ ছত্র সংস্করণ : বর্তমান / প্রথম ও অন্যান্য

১১ ॥ ৪২ ইহার ঠিক পরেই বর্জিত (স° ২-৭) : তোদেরওত অমনি দেখ্‌তে ![২১]
স° ১

১১ ॥ ৭২ পর্বতে [পর্ব্বতে] / পর্ব্বত
স° ২-৭ ১

১১ ॥ ৮৪ নিবে / নিভে
স° ৭ ১-৬

১১ ॥ ৯১-পূর্ব বর্জিত ? (স° ৪-৭) : আমারে যেয়োনা ফেলে, পিতা পায়ে পড়ি—
স° ১

[পরবর্তী ছত্রের সূচনা, ৮ মাত্রা, অবিকল একরূপ। এজন্য 'কপি-ছাড়'ও হইতে পারে।

১২ ॥ ১২ ✓ ১৩ বর্জিত (স° ২-৭) : হৃদয়ে পড়িয়া যায় মহা কোলাহল,
অনন্তের শান্তি কোথা যায় ভেঙ্গে চুরে,—
গুহার আঁধারে যেন পারিনে থাকিতে,
আলোকে ভ্রমিতে প্রাণ হয় ধাবমান !
স° ১

১২ ॥ ১৭-উত্তর বর্জিত (স° ২-৭) : থেকে থেকে গুহা হতে যাই বাহিরিয়া,
দেখে আসি খেলায় সে লতাটির সাথে।
তারে দেখে চোখে যেন জল আসে ×মো,র
দয়াতে পরাণ যেন উঠেরে পূরিয়া !
স° ১

---

২১ মায়ের উক্তির এই অংশ যুক্তিযুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। তবু কি স্বতো-বিরোধ-পরিহারের উদ্দেশে দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেই এই বাক্য (সেই সঙ্গে পূর্ববাক্য স°৫) রবীন্দ্রনাথ অথবা গ্রন্থসম্পাদক -কর্তৃক বর্জিত ? মূল পাণ্ডুলিপিতে সংলাপ এরূপ ছিল কি ? (ছত্র ৪০ -উত্তর)—

মা। তোদের রং কাল কে বল্লে ? তোদের রং মন্দ কি ?
স। তবে কেন ওদের মত দেখায় না ?
মা। তোদেরওত অমনি দেখতে !

লেখক, সম্পাদক, প্রুফ-পাঠক, সকলের অজ্ঞাতসারে কিছু অভূতপূর্ব প্রমাদ-সৃজন যেমন ছাপাখানার রীতি, মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতি প্রুফ দেখাতেও হইয়া থাকে।

৬

দৃশ্য ॥ ছত্র	সংস্করণ :	বর্ত্তমান /	প্রথম	ও	অন্যান্য
১২ ॥ ১৮	এইখানে	/	এই খেনে	/	এইখেনে
	স° ৭		১-৩		৪-৬

১২ ॥ ২৮√২৯ বর্জ্জিত (স° ২-৭) : প্রাণের সঙ্কল্প সব দিয়ে বিসর্জ্জন—
দুদণ্ডের তরে ত্যজি অনন্তের আশা
বালিকার মত শুধু করিব বিলাপ !
দেখিতেছি বর্ষ বর্ষ সমাধির ফল
দুদিনে স্বপ্নের মত যেতেছে মিলায়ে,
দেখিব কেবল, আর কিছু করিব না !
যাবে চলে ? সব যাবে ? সর্ব ব্যর্থ হবে !
এত দূরে এসে ফের ফিরে যেতে হবে !

দেহের বন্ধন ছিঁড়ে যদি কিছু হয় !
মৃত্তিকার সহোদর এ দেহ আমার
ধরণীরে আলিঙ্গিয়া রহে রাত্রি দিন !
ধূলারে বাসিস্ ভাল তুই স্থূল দেহ,
ধূলায় পড়িয়া থাক্, আমি যাই চ'লে !
কিন্তু সেও বৃথা আশা, সেও মহা ভ্রম,
মৃত্যু প্রলোভন দিয়ে যেতেছে লইয়া
নূতন জন্মের মাঝে ফেলিবে কোথায়—
নূতন ভ্রমের মাঝে হইব মগন—
আরম্ভ করিতে হবে নূতন করিয়া !
কিছু কি উপায় নাই ! সকলি নিষ্ফল !
স° ১

১২ ॥ ৩১ √৩২ বর্জ্জিত (স° ২-৭) : (ছিন্নলতাটি বুকে তুলিয়া লইয়া)
আহা আহা, বড় কিরে বাজিয়াছে তোর !
কেনরে কি করেছিলি !— কে ছিঁড়িল তোরে !
স° ১

১২॥৩৭√৩৮ ভ্রষ্ট ? (স° ৪-৭) : মায়াবেশে হেসে হেসে কাছে এসে মোর—
স° ১-৩

পৃষ্ঠা ॥ ছত্র	সংস্করণ : বর্তমান	/ প্রথম	ও অন্যান্য
১২ ॥ ৫২-উত্তর	পতন সং ২-৭	/ পাষাণের উপরে পতন ১	
১৩ ॥ ১	কে ওরে সং ৬ । বর্তমান	/ কেওরে ১-৫	/ কে ও রে [কেও রে] ৭ (১৩৪৭-৭৫)

১৩ ॥ ১৮-উত্তর নাট্যনির্দেশ বর্জিত (সং ২-৭) : (প্রস্থান)
সং ১

১৩ √/১৪ একটি দৃশ্য বর্জিত (সং ২-৭) : চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

অরণ্য।

ঝড় বৃষ্টি।

ওই যে এখনো শুনি— এখনো যে শুনি !—
কিছুতে কি এ রজনী পোহাবে না আর !
অনন্ত রজনী কিরে হেথা বসে বসে
আর কিছু শুনিব না— কেবল একটি
অনাথিনী বালিকার করুণ ক্রন্দন !
এ কি ঘোর নিদারুণ অনন্ত নরক !
একাকী এ বিশ্বমাঝে অসীম নিশীথে
সঙ্গী শুধু একটি করুণ আর্ত্তস্বর !
বাছা, ও কি ক'রে তুই রয়েছিস্ চেয়ে—
আ-মরি, মুখেতে কেন কথাটিও নেই !—
আহা, সে কঠিন কথা কত বেজেছিল !—
করুণ কাতর দুটি নয়ন মেলিয়া
দারুণ বিস্ময়ে যবে চাহিয়া রহিলি
রসনা কেনরে মোর হ'লো না পাষাণ ![২২]

— সং ১

[স্থান কাল পরিবেশে ভেদ অল্পই ; ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ মিলিয়া (সং ১) একটি দৃশ্যই বলা চলে।

২২ প্রকৃতির প্রতিশোধ'এর ১৩০৩ আশ্বিন হইতে অদ্যাবধি সকল সংস্করণে, প্রথম সংস্করণের পঞ্চদশ ষোড়শ ও সপ্তদশ দৃশ্য যথাক্রমে চতুর্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ।

দৃশ্য ॥ ছত্র সংস্করণ: বর্তমান / প্রথম ও অন্যান্য

১৪ ॥ ৩৩ দাঁড়ায়ে / দাঁড়ায়ে / দাঁড়িয়ে (মুদ্রণপ্রমাদ ?)
সং ৭ ১-৫ ৬

১৪ ॥ ৪৩ আহা / আহা / ×কাহা
সং ৭ ১। ৩-৬ ২

১৫ ॥ ১-২০ প্রথম পুরুষ। দ্বিতীয় পুরুষ। তৃতীয় পুরুষ। চতুর্থ পুরুষ স্ত্রীলোক। / সং ৭
যথাস্থানে: ১। ২। ৩। ৪। স্ত্রী। / সং ১-৬

১৫ ॥ ১৮-১৯ বক্তা '৩' বা 'তৃতীয় পুরুষ' (সং১-৭) পূর্বে এরূপ নির্দেশ থাকিলেও, তাহা মুদ্রণপ্রমাদ মনে না করিলে পূর্বাপর সংগতি থাকে না। 'সেই ব্যক্তি' রূপে উল্লেখ বর্তমান সংস্করণে।

১৫ ॥ ২০ রাজপুত্তুরের / রাজপুত্রের
সং ৪-৭ ১-৩

১৫ ॥ ২৭-৩১ প্রথম পথিক। দ্বিতীয় পথিক। তৃতীয় পথিক। চতুর্থ পথিক। পঞ্চম পথিক। / সং ৭
যথাস্থানে: ১। ২। ৩। ৪। ৫। / সং ১-৬

১৫ ॥ ৩৩ ওঠো / ওঠ
সং ৭ ১-৬

১৬ ॥ ১-পূর্ব ধূলায় পতিত / পাষাণে মাথা রাখিয়া, ছিন্নলতা বুকে জড়াইয়া
সং ২-৬। ৭ ধূলায় পতিত / সং ১

১৬ ॥ ৩ ওঠ মা / ওঠ্ মা
সং ১-৭ ৭ (১৩৫৬ মুদ্রণ)
[তু ১৫॥৩৩। এ ক্ষেত্রে কবির অভিপ্রেত উচ্চারণ 'ওঠ্ মা' ইহা নিশ্চিত বলা যায় না।

১৬ ॥ ৯ মুখানি / মুখানি / মু'খানি / ×মুখখানি
সং ৭ ১-৪ ৫ ৬

১৬ ॥ গ্রন্থশেষে বর্জিত (সং ২-৭): সমাপ্ত। / সং ১

সারণী-৩

কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩) -ধৃত দ্বিতীয় সংস্করণ

আলোচ্য দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ (ক) কোন্ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত, (খ) কোন্ ক্ষেত্রে বর্জিত— রক্ষিত হইলেও (গ) পরের কোন্ সংস্করণে বর্জিত এবং (ঘ) কোন্ সংস্করণে পরিবর্তিত, এ-সমস্তই দৃশ্য ও ছত্র -সূচক অঙ্ক দিয়া সংক্ষেপে তালিকাবদ্ধ হইল।

রক্ষিত / বর্জিত / পরিবর্তিত পাঠ বা প্রতিপাঠ এ স্থলে পুনশ্চ সংকলন অনাবশ্যক। দৃশ্যের ও ছত্রের অঙ্ক মিলাইয়া 'সারণী ২' লক্ষ্য করিলে প্রায় সমুদয় রক্ষণ / বর্জন / পরিবর্তনের ধারণা হইবে ; কদাচিৎ পৃথক্ মন্তব্যও থাকিবে।

বর্তমান সারণীতে দ্বিতীয় সংস্করণ -ধৃত নাট্যনির্দেশের ও স্তবকভাগের পার্থক্য অথবা মুদ্রণপ্রমাদ যেমন নির্দেশ করা হইবে না, শব্দের উচ্চারণে তেমন ভেদ না ঘটাইয়া শুধু বানান-ভেদ হইয়া থাকিলে তাহাও উপেক্ষা করা হইবে।—

প্রথম সংস্করণের পাঠ

		রক্ষিত	
পরিবর্তিত	বর্জিত	পরে বর্জিত	পরিবর্তিত
১ ॥ ৯			১ ॥ ২১
			১ ॥ ২৬
১ ॥ ৫৯	২ ॥ ৯ √১০		
২ ॥ ৬৮	২ ॥ ৮৫-উত্তর		
পাড়ার>পাড়ায় / ছাপার ভুল না হইলে এ ছত্রের দ্বিতীয় পরিবর্তন			
	২ ॥ ১৪৩ √৪৪		
	২ ॥ ১৫৩ √৫৪		
	২ ॥ ১৫৪ √৫৫		
২ ॥ ১৫৬	২ ॥ ১৫৬ √৫৭		
		বাচন-ভেদ ও	৩ ॥ ১৬
		বানান-ভেদ	৩ ॥ ১৭
	৩ ॥ ২২-উত্তর		

পরিবর্তিত	বর্জিত	রক্ষিত: পরে বর্জিত	রক্ষিত: পরিবর্তিত
	৩ ॥ ৩০-উত্তর		৩ ॥ ৪২
	৩ ॥ ৪৫ √৪৬		
	৩ ॥ ৫৯ √৬০		৩ ॥ ৬৫
	৪ ॥ ২০ √২১		
	৪ ॥ ৪৮ √৪৯		
	৪ ॥ ৫৪-উত্তর		৪ ॥ ৬২
			৪ ॥ ৭২
			৪ ॥ ৮১
			৪ ॥ ৮৩
	৪ ॥ ৯৩ √৯৪		৪ ॥ ১০০
		৪ ॥ ১৪৫-উত্তর সবটা স°৩	
		৪ ॥ ১৫৩-উত্তর গান স°৪-৭	
	৫ ॥ ৬ √৭		
	৫ ॥ ৯-উত্তর		
	৫ ॥ ১৫ √১৬		
	৫ ॥ ২৮ √২৯ 'কপি-ছাড়' ?		
	৫ ॥ ৩৭-উত্তর		
	৬ ॥ ১-পূর্ব[২৩]		৬ ॥ ৭
			৬ ॥ ১৬
	৬ ॥ ৩৩ √৩৪	উচ্চারণ ও অর্থ -ভেদ :	৬ ॥ ৩৬
	৬ ॥ ৪৪-উত্তর		

---

২৩ আঙ্কিক সংকেত প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সারণীর সূচনাতেই ব্যাখ্যাত। পুনশ্চ সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য : ৫ ॥ ২৮ √২৯, অর্থাৎ বর্তমান গ্রন্থের পঞ্চম দৃশ্যে ছত্র ২৮ ও ২৯'এর অন্তর্বর্তী / ৫ ॥ ৩৭-উত্তর, ঐরূপ পঞ্চম দৃশ্যে ছত্র ৩৭'এর অব্যবহিত পরে / ৬ ॥ ১- পূর্ব, ঐরূপ ষষ্ঠ দৃশ্যে ছত্র ১'এর অব্যবহিত পূর্বে / ৬ ॥ ৭, ঐরূপ ষষ্ঠ দৃশ্যের সপ্তম ছত্রে।

পরিবর্তিত	বর্জিত	রক্ষিত: পরে বর্জিত	রক্ষিত: পরিবর্তিত
	৬ ॥ ৪৮-উত্তর শেষাংশ		
	৭ ॥ ২৪ √২৫ 'কপি-ছাড়'?		৭ ॥ ২৫
			৭ ॥ ৪২ । ৬৮
	৮ ॥ ৩ √৪		
	৮ ॥ ৫ √৬		
	৮ ॥ ৬-উত্তর		
	৮ ॥ ৯-উত্তর		
	৮ ॥ ১০-পূর্ব		
	৮ ॥ ১০ √১১		
	৮ ॥ ১৩√১৪		
	৮ ॥ ১৪ √১৫		
৮ ॥ ১৮	৮ ॥ ৫৯ √৬০		৮ ॥ ৬১ (২টি)
	৯ ॥ ৩-উত্তর		
	৯ ॥ ২৮ √২৯		৯ ॥ ৩৫
	১০ ॥ ৩ √৪		১০ ॥ ২৩
	১০ ॥ ৩২ √৩৩		১০ ॥ ৩৪
	১০ ॥ ৩৬ √৩৭		১০ ॥ ৬০
		বাচনভেদ :	১০ ॥ ৬৫ । ৬৬
	১১ ॥ ৮ √৯		১১ ॥ ১৮
			১১ ॥ ১৯
			১১ ॥ ৩৮
		১১ ॥ ৪২ স° ৫	
	১১ ॥ ৪২-উত্তর		
১১ ॥ ৭২			১১ ॥ ৮৪
		১১ ॥ ৯১-পূর্ব 'কপি-ছাড়'?	
	১২ ॥ ১২ √১৩		

পরিবর্তিত	বর্জিত	রক্ষিত	
		পরে বর্জিত	পরিবর্তিত
	১২ ॥ ১৭-উত্তর		১২ ॥ ১৮
	১২ ॥ ২৮ √২৯		
	১২ ॥ ৩১ √৩২		
		১২ ॥ ৩৭ √৩৮ 'কপি-ছাড়' ?	
		বাচনভেদ : ১৩ ॥ ১	
	১৩ √১৪ 'চতুর্দ্দশ দৃশ্য' স° ১		
	১৫ ॥ ৭ (স° ২-৬)[২৪] দ্র সারণী-৪		১৫ ॥ ২০

২৪ 'তা' পদটি স° ২-৬ -বর্জিত, স°৭ -ধৃত। স°২ -বর্জিতের এরূপ পুনর্গ্রহণ সম্ভবতঃ আর নাই।

সারণী-৪

কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) -ধৃত তৃতীয় সংস্করণ

স° ২ -বর্জিত সমুদয় রচনাংশ আলোচ্য সংস্করণে বর্জিত ; তদতিরিক্ত এবং তৎসহ (অর্থাৎ পূর্ববর্জনের অব্যবহিত পূর্বে বা /এবং পরে) যে-সকল অংশ ইহাতে বর্জিত, বর্তমান গ্রন্থের দৃশ্য ও ছত্র -নির্দেশে তাহা পরে তালিকাবদ্ধ হইল। সাধারণভাবে বলা যায়, বর্জনাবশিষ্ট অংশে, দ্বিতীয় সংস্করণের নাট্যনির্দেশাদি তৃতীয়ে অনুসৃত। তৃতীয়ের নূতন-বর্জিত অংশের একটি গান বাদে (চতুর্থ দৃশ্যের শেষে নাট্যনির্দেশ-যুক্ত 'আজ তোমায় ধরব চাঁদ' গানটি বাদে) সমস্তই পরের সংস্করণগুলিতে পুনশ্চ গৃহীত হয়। বর্জিত অংশ[২৫]—

বর্তমান গ্রন্থের

দৃশ্য ॥ পূর্ণ ছত্র

১ ॥ ৮-১৭

১ ॥ ৪৫-৪৯

১ ॥ ৫৬-৫৯

১ ॥ ৬৪

১ ॥ ৭১-৭৫

২ ॥ 'প্রণাম করিয়া' নাট্যনির্দেশ-সহ ১০৫-১৭

২ ॥ ১১৮-২২

২ ॥ ১৩৯-উত্তর 'একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের' ইত্যাদি + ১৪০-৪৯ + পরবর্তী নাট্যনির্দেশ

৪ ॥ ৩১-৩৪

৪ ॥ ৯২-৯৫

৪ ॥ ১৪৫-উত্তর অবশিষ্টাংশ (গান ও সংলাপ) [২৬]

---

২৫ এ কথা বলা যায় যে, তৃতীয় সপ্তম নবম ও দ্বাদশ-ষোড়শ দৃশ্যে কোনো রচনাংশ (এক বা একাধিক ছত্র / বাক্য) বর্জিত হয় নাই।

২৬ অত্র ৪ ॥ ১৫৩ -উত্তর 'স্ত্রীলোকদের গান। / আজ তোমায় ধর্‌ব চাঁদ' ইত্যাদি দৃশ্যের শেষাংশটি দ্বিতীয় সংস্করণেও ছিল, তৃতীয়ে বর্জিত হইল ; পরের কোনো সংস্করণে পুনশ্চ স্থান পায় নাই। দ্রষ্টব্য পাদটীকা-১৮

দৃশ্য ॥ পূর্ণছত্র

৫ ॥ ৩-৯ + 'দূরে সরিয়া' [২৭]

৬ ॥ ১৬-১৭

৬ ॥ ১৯-২০

৮ ॥ ১৫-৩৫

৮ ॥ ৫০-৫৪

১০ ॥ ৩

১০ ॥ ১৩-২১

১০ ॥ ৪৪-৫৩

১০ ॥ ৫৭-৬২

১১ ॥ ৬-৮

১১ ॥ ২২

১১ ॥ ২৪

১১ ॥ ৯৪

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় সংস্করণ -ধৃত কিন্তু পরে বর্জিত

'কপি-ছাড়' বা ভ্রষ্ট নয় কি ?

১১ ॥ ৯১-পূর্ব : আমারে যেয়ো না ফেলে, পিতা পায়ে পড়ি—

১২ ॥ ৩৭ √৩৮ : মায়াবেশে হেসে হেসে কাছে এসে মোর—

পাঠভেদ[২৮]

দৃশ্য ॥ ছত্র	সংস্করণ :	বর্তমান ও অন্যান্য । বিশেষতঃ তৃতীয়	
১ ॥ ২৬ । দ্রষ্টব্য সারণী ২			
১ ॥ ৬৩		আঁধারে /	×আঁধার
		স° ১-২ । ৪-৭	৩

২৭ তৃতীয় ছত্র বাদ গেলেও, 'সন্ন্যাসী'র সংকেতে 'স' রহিয়াছে, বলা বাহুল্য।

২৮ এই অংশ 'সারণী ২'এর পদ্ধতিতে বিস্তারিতভাবে সংকলিত। যে-সকল পাঠভেদ প্রথম ও শেষ সংস্করণের তুলনার সূত্রে উক্ত সারণীতে প্রদর্শিত, সেগুলির পুনশ্চ সংকলন অনাবশ্যক। 'দ্রষ্টব্য সারণী ২' বা 'সারণী ২' মাত্র বলা হইয়াছে। →

দৃশ্য ॥ ছত্র সংস্করণ : বর্তমান ও অন্যান্য। বিশেষতঃ তৃতীয়

২ ॥ ৫২ কোথায় যাচ্চ [যাচ্ছ] / কোথা যাচ্চ
সং ১-২ । ৪-৭ ৩

২ ॥ ৫৫ নেই / নাই
সং ১-২ । ৪-৭ ৩

২ ॥ ৫৭-৫৮ , তোদের এখন··· পছন্দ না হয় / × × ×
সং ১-২ । ৪-৭ ৩

২ ॥ ৬৩-৬৫ সকালবেলায়··· সেকাল নেই। /
সং ১-২ । ৪-৭
আমার কি আর মাগ্‌গি হবার বয়েস আছে ?
সং ৩

২ ॥ ৬৮ । দ্রষ্টব্য সারণী ২ । অপিচ : পাড়ার > পাড়ায় / সং ২-৭

৩ ॥ ২৮ কেউ / কেও
সং ১-২ । ৪-৭ ৩

৩ ॥ ৪০ ডাকিবে প্রভু গো / ডাকিবার আছে
সং ১-২ । ৪-৭ ৩

৩ ॥ ৬৫ । সারণী ২

৩ ॥ ৬৬ ভয় নাই, চল্ / ভয় নেই— ×চল [চল্]
সং ১-২ । ৪-৭ ৩

৪ ॥ ২ আহা··· ডাকিলি ওরে / ওরে··· ডাকে আমায়
সং ১-২ । ৪-৭ ৩

বর্জিত ছত্রাংশ / বাক্যাংশগুলি এই তালিকায় নিবদ্ধ হইয়াছে। যে বানান-ভেদে সাধারণতঃ উচ্চারণভেদ হয় না, যে চিহ্ন-ভেদে অর্থভেদ ঘটে না, এ স্থলে সেগুলি পঞ্জীকৃত হয় নাই। নাট্যনির্দেশে তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয়ের অনুরূপ ; অন্যান্য সংস্করণে ইহার ক্রমিক পরিবর্তন সম্পর্কে সারণী ২ -ধৃত যে বিবরণ রহিয়াছে তাহাই যথেষ্ট।

× চিহ্নিত পাঠ স্পষ্টই মুদ্রণপ্রমাদ।

× × × পূর্বাপর-ধৃত পাঠ এই সংস্করণে বর্জিত।

দৃশ্য ॥ ছত্র সংস্করণ : বর্তমান ও অন্যান্য। বিশেষতঃ তৃতীয়

৪ ॥ ৬৩ শালা জেগে / জেগে
স° ১-২। ৪-৭ ৩

৪ ॥ ৬৭ কর্ বেটা / ×কর বেটা / কর্
স° ১-২। ৪-৭ ৫ ৩

৪ ॥ ৬৯ ও ৭২। সারণী ২

৪ ॥ ৭৩ বেটার বুদ্ধি / বুদ্ধি
স° ১-২। ৪-৭ ৩

৪ ॥ ৭৮ দোহাই বাবা, আমি মরি নি। / দোহাই বাবা!
স° ১-২। ৪-৭ ৩

৪ ॥ ৮০ কর্ তুই মরিস নি / ×কর [কর্]
স° ১-২। ৪-৭ ৩

৪ ॥ ৮১ ও ৮৩। সারণী ২

৪ ॥ ১০১ পালাব / পলাব
স° ১-২। ৪-৭ ৩

৬ ॥ ৩৯ মরে নি / ×মরিনি [মরেনি]
স° ১-২। ৪-৭ ৩

৭ ॥ ২৫। ৪২। ৬৮ ও ৮ ॥ ৬১ (২টি) ॥ সারণী ২

৯ ॥ ৮ গিয়েছে / গিয়াছে
স° ১-২। ৪-৭ ৩

৯ ॥ ১৫ আছ / ×আছে
স° ১। ৪-৭ ২-৩

৯ ॥ ৩৫ / ১০ ॥ ২৩। ৩৪। ৬৫। ৬৬ ও ১১ ॥ ১৮। ১৯। ৩৮। ৮৪। সারণী ২

১১ ॥ ৯৫ ভেঙে / ভেসে
স° ১-২। ৪-৭ ৩

১২ ॥ ১৮ ও ১৩ ॥ ১। সারণী ২

১৫ ॥ ৭ হবে, তা / হবে
স° ১। ৭ ২-৬

১৫ ॥ ২০। সারণী ২

সারণী-৫

স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

চতুর্থ [১৯১১] ও ষষ্ঠ (১৯২৮) সংস্করণ

ষষ্ঠ সংস্করণ যে পূর্বপ্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণেরই একরূপ পুনর্মুদ্রণ তাহা প্রামাণিক সংস্করণগুলির ধারা-বিবরণে বলা হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণে মোটের উপর দ্বিতীয়ের অনুসৃতি ; পার্থক্য এই যে, চতুর্থ দৃশ্যের শেষে স্ত্রীলোকদের গানটি দ্বিতীয় সংস্করণে থাকিলেও ইহাতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।[২৯] প্রচলিত সপ্তম সংস্করণ হইতে চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংস্করণে পার্থক্য কোথায় তাহা মুখ্যতঃ দৃশ্য ও ছত্রের সংখ্যা -নির্দেশে (নাট্যনির্দেশের পার্থক্য বাদে) এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে— পাঠ / প্রতিপাঠ সারণী-২ -ধৃত।

পাঠভেদ

দ্র ষ্ট ব্য সা র ণী -২

দৃশ্য ॥ ছত্র

১ ॥ ২৬

৩ ॥ ১৬

৩ ॥ ৬৫

৪ ॥ ৬৯ সিধে / সী[সি]দে স° ১-৬

৪ ॥ ৭২

৪ ॥ ৮১ শাঁখা / শাঁকা স° ১-৬

৪ ॥ ৮৩

৪ ॥ ১০০

৬ ॥ ৪ ×ফল [ফুল] স° ৪-৬

৬ ॥ ৭

৭ ॥ ৪২

---

২৯ দ্রষ্টব্য পাদটীকা-১৮। গানটি ইতঃপূর্বে তৃতীয় সংস্করণে বর্জিত। কিন্তু বিশেষভাবে তৃতীয়ের আদর্শে চতুর্থ সম্পাদনা করা হয় নাই। উল্লিখিত গানের পূর্ববর্তী ‘একজন পুরুষের গান’ এবং আরও অনেক দৃশ্যে এমন অনেক অংশ তৃতীয়ে বাদ দেওয়া হয়, যাহা দ্বিতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্করণে মুদ্রিত।

দৃশ্য ॥ ছত্র

৭ ॥ ৬৮

৮ ॥ ৩৮ আয় ×বায় [আয়] সং ৬

৮ ॥ ৬১ ×য়ত [যত] সং ৪

৮ ॥ ৬১ নিবে / নিভে সং ১-২ । ৪-৬

১০ ॥ ৩৪

১০ ॥ ৬৫ সং ৬-৭ হইতে সং ৪ পৃথক্

১০ ॥ ৬৬ সং ৪ । ৬ । ৭ বিভিন্ন

১১ ॥ ৩৮ সং ৬-৭ হইতে সং ৪ পৃথক্

১১ ॥ ৮৪

১২ ॥ ১৮

১৩ ॥ ১ সং ১-৫ (পূর্বপাঠ), সং ৬ (আদর্শ পাঠ) ও সং ৭ (১৩৪৬) বিভিন্ন

১৪ ॥ ৩৩ ×দাঁড়িয়ে [দাঁড়ায়ে ?] সং ৬

১৬ ॥ ৯ ×মুখখানি [মুখানি] সং ৬

সারণী-৬

কাব্যগ্রন্থ (১৯১৫) -ধৃত পঞ্চম সংস্করণ

রবীন্দ্র- কাব্যে / নাটকে পাঠভেদ লক্ষ্য করিতে ও বিচার করিতে হইলে কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩/১৮৯৬), কাব্যগ্রন্থ (১৯০৩-০৪) ও কাব্যগ্রন্থ (১৯১৫-১৬) বিশেষ ভাবে দেখিতে হইবে— ইহা সুবিদিত ও স্বীকৃত। এজন্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এর কাব্যগ্রন্থ (১৯১৫) -ধৃত পাঠ পরবর্তী / পূর্ববর্তী অন্যান্য সংস্করণের পাঠ হইতে কোথায় কিভাবে পৃথক্ এ স্থলে তাহা বিশদ ভাবে সংকলন করা গেল। নাট্যনির্দেশের পুনরালোচনা না করিয়া এবং নিছক বানান-ভেদ চিহ্নভেদ উপেক্ষা করিয়া ইহার সংকলনপদ্ধতি সারণী-২'এর অনুরূপ :—

দৃশ্য ॥ ছত্র	সংস্করণ : বর্তমান ও অন্যান্য	/	পঞ্চম
১ ॥ ১১	প্রাচীন ভেকের দল	/	গোপনে প্রাচীন ভেক
	স° ১-২ । ৪ । ৬-৭		৫
১ ॥ ১৩	অমানিশীথের বার্তা	/	নিশীথের বিভীষিকা
	স° ১-২ । ৪ । ৬-৭		৫
১ ॥ ২৬ । দ্রষ্টব্য সারণী-২			
১ ॥ ৪৬	বেড়াতেম	/	বেড়াতাম
	স° ১-২ । ৪ । ৬-৭		৫
২ ॥ ১০০	দূর মূর্খ, বীজ	/	বীজ
	স° ১-৪ । ৬-৭		৫
২ ॥ ১১২	শক্তি, স্থুল	/	স্থুল, ভেদ
	স° ১-২ । ৪ । ৬-৭		৫
৩ ॥ ১৬ । সারণী-২			
৩॥ ৬০ । ৬১ । ৬৫ । সারণী-২ । পাদটীকা ১৬			
৪ ॥ ২৩	সে তো, বাছা, জগতের পীড়া	/	তুই সে যে এ বিশ্বের ব্যাধি
	স° ১-৪ । ৬-৭		৫
৪ ॥ ৬৯ । সারণী-২			
৪ ॥ ৭১	আমি মরি নি	/	মরিনি
	স° ১-৪ । ৬-৭		৫

দৃশ্য ॥ ছত্র	সংস্করণ : বর্তমান ও অন্যান্য	/	পঞ্চম
৪ ॥ ৭৮	তোদের	/	তোমাদের
	স° ১-৪ । ৬-৭		৫

৪ ॥ ৮১ । সারণী-২

৪ ॥ ৮৩ ও ১০০ । সারণী-২

৪ ॥ ১১১ /১১২ পঞ্চম সংস্করণে স্পষ্ট মুদ্রণপ্রমাদ : ×একজন [একদল]

৪ ॥ ১৩১	কোন্ এক	/	কোন
	স° ১-৪ । ৬-৭		৫

৬ ॥ ৪ স° ৪-৬'এর মুদ্রণপ্রমাদ : ×ফল [ফুল]

৭ ॥ ৩৪	মোরে	/	মোর
	স° ১-৪ । ৬-৭		৫
৭ ॥ ৪৪	আমায় পথ	/	পথ
	স° ১-৪ । ৬-৭		৫
৭ ॥ ৪৯	আমার প্রাণে	/	প্রাণে
	স° ১-৪ । ৬-৭		৫
৭ ॥ ৫৪	ভাসিতেছে	/	×ভাসিতেছি
	স° ১-৩ । বর্তমান		৪-৭

৭ ॥ ৬৮ । সারণী-২

৮ ॥ ৬১ । ২টি পাঠভেদ । দ্রষ্টব্য সারণী-২

৯ ॥ ১৬	ভালো লাগিছে না পিতা	/	অপরাধ করেছি কি
	স° ১-৪ । ৬-৭		৫
১০ ॥ ৪৪	কাছ	/	কাছে
	স° ১-২ । ৪ । ৬-৭		৫

১০ ॥ ৬৫ । ৬৬ । সারণী-২

১১ ॥ ৩৪	পান	/	পায়
	স° ১-৪ । ৬-৭		৫

১১ ॥ ৩৮ । সারণী-২

১১ ॥ ৪১-উত্তর বর্জন । দ্রষ্টব্য সারণী-২, ছত্র ৪২ -সূত্রে পাদটীকা-২১

দৃশ্য ॥ ছত্র   সংস্করণ : বর্তমান ও অন্যান্য / পঞ্চম

১১ ॥ ৬৯   করিতেছে / করি করি
সং ১-৪ । ৬-৭   ৫

১১ ॥ ৮৪ । সারণী-২

১১ ॥ ৯৬   বালিকা / কোথাও
সং ১-৪ । ৬-৭   ৫

১২ ॥ ১৮ । সারণী-২

১২ ॥ ৩৫   জীবন / সাধনা
সং ১-৪ । ৬-৭   ৫

১২ ॥ ৪২   মুখে / পথে
সং ১-৪ । ৬-৭   ৫

১২ ॥ ৪৪   হৃদিহীন / চিত্তহীন
সং ১-৪ । ৬-৭   ৫

১৩ ॥ ১ । সারণী-২

১৪ ॥ ১ √২ (ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) —এই নাট্যনির্দেশ অন্য সকল সংস্করণে আছে। পঞ্চমে 'কপি-ছাড়' ?

১৬ ॥ ৬-৭   ও মা, এত অভিমান করেছিস কেন !
মুখখানি তুলে দেখ্, দুটো কথা ক !
—কেবল পঞ্চমে নাই। / 'কপি-ছাড়' ?
সব-শেষে এক-মাত্রিক পদ (ক) দুই মাত্রায় প্রসারিত।

সারণী-৭

প্রকৃতির প্রতিশোধ -ভুক্ত গান

পরবর্তী সংস্করণগুলিতে প্রথম সংস্করণ -ধৃত গানের অংশতঃ বা পূর্ণতঃ গ্রহণ / বর্জন / পাঠ-পরিবর্তন— পুরোগামী পাঠ-সংকলনে (বিশেষতঃ সারণী-২'এ) বিধৃত। এ স্থলে স্বতন্ত্রভাবে গানগুলির তালিকা, বিভিন্ন সংস্করণে সুর-তালের উল্লেখ বা অনুল্লেখ, স্বরলিপিগ্রন্থ -ধৃত বিশেষ তথ্য বা পাঠভেদ সংকলন করা যাইতেছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে স্বরলিপি-গ্রন্থ বলিতে বিশেষভাবে দুইটি গ্রন্থ বুঝায়—

১। স্বরলিপি-গীতিমালা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত / সম্পাদিত।
প্রকাশকাল : ১৩০৪ [উহার 'নূতন সংস্করণ'। প্রথম খণ্ড। ১৩২০]
সংকেত : গীতিমালা

২। স্বরবিতান। বিংশ খণ্ড। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত
প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৩৫৮ সংকেত : স্বর-২০
'-২০।'-উত্তর ১৮। ১৯ প্রভৃতি সংখ্যায় গানের ক্রমিক সংখ্যা

॥ প্রথম সংস্করণ -অনুযায়ী তালিকা ॥

ক্রমিক সংখ্যা	দৃশ্য	সূচনা	রাগ-তাল	স্বরলিপি
১	২	হেদেগো নন্দরানী	ঝিঁঝিট খাম্বাজ - তাল খেম্‌টা	স্বরবিতান-২০।১৮
২	২	বুঝি, বেলা বহে যায়	মূলতান - তাল আড় খেম্‌টা	গীতিমালা ॥ স্বর-২০।১৯
৩	২	ভিক্ষে দেগো	ছায়ানট - তাল কাওয়ালি	
৪	৪	কথা কোস্‌নে লো রাই	ভৈরবি খেম্‌টা	গীতিমালা ॥ স্বর-২০।২০
৫	৪	প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে	রামপ্রসাদী সুর	স্বর-২০।২১
৬	৪	আজ তোমায় ধরব চাঁদ	সোহিনী	গীতিমালা
৭	৬	আয়রে আয়রে সাঁঝের বা	গৌড় সারং - একতালা	
৮	৭	বনে এমন ফুল ফুটেছে	খাম্বাজ	গীতিমালা। স্বর-২০।২২

ক্রমিক সংখ্যা ॥ দৃশ্য ।	সূচনা ।	রাগ-তাল ॥	স্বরলিপি
৯ ॥ ৭ ।	মরিলো মরি ।	পূরবী ॥	গীতিমালা ॥ স্বর-২০।২৩
১০ ॥ ৭ ।	যোগি হে, কে তুমি ।	কেদারা ॥	গীতিমালা ॥ স্বর-২০।২৪
১১ ॥ ৮ ।	মেঘেরা চ'লে চ'লে যায় ।	বেহাগ	

অর্থাৎ, দ্বিতীয় দৃশ্যে ৩টি, চতুর্থ দৃশ্যে ৩টি, ষষ্ঠ দৃশ্যে ১টি, সপ্তম দৃশ্যে ৩টি ও অষ্টম দৃশ্যে ১টি গান। স্বরলিপি-গীতিমালা (১৩০৪) -ধৃত সব-কয়টি গান সম্পর্কে (ক্রমিক সংখ্যা ২, ৪, ৮, ৯, ১০ / সংখ্যা ৬ রবীন্দ্রনাথ-রচিত নয়) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, এগুলির :

কথা :—শ্রীর— স্বর :—শ্রীর—

অতএব গান-পাঁচটির যেমন কথা তেমনি স্বরও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। স্বরলিপি গীতিমালা (১৩০৪) -ধৃত প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২৯১) চতুর্থ দৃশ্যের শেষে গান যেটি (ক্রমিক সংখ্যা ৬) তাহার সম্পর্কে ঐ স্বরলিপি-গ্রন্থে দেখা যায় : কথা:— শ্রী অ— / ইহা যে শ্রীঅক্ষয় চৌধুরী সম্পর্কে ইঙ্গিত, তাহা সর্বসম্মত। স্বরলিপির শীর্ষলিপি অনুযায়ী স্বর 'সোহিণী—কাহারবা'। এই স্বররূপ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত অথবা 'হিন্দিভাঙা' জানা যায় না, স্বরলিপি-গীতিমালায় এ স্থলে স্বরকারের কোনো উল্লেখ নাই। স্বরলিপি-গীতিমালা -ধৃত আর প্রকৃতির প্রতিশোধে -সংকলিত পাঠে সামান্য পাঠভেদ দেখা যায় এই যে, শেষোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ছত্রের 'জাগ্‌ব বাসর আজি' স্থলে গীতিমালায় : জাগ্‌বো বাসরে মোরা / পঞ্চম-ষষ্ঠ ছত্রে 'কলঙ্কটি তব পরাগে ঢাকিব, / জ্যোৎস্না বিছায়ে দেব বিধি মতে,' স্থলে গীতিমালায় : মলয় বহিবে / কুমুদ হাসিবে / এবং শেষ ছত্রে 'শিখাইব' স্থলে গীতিমালায় : শিখাব / প্রকৃতির প্রতিশোধ -ধৃত পরিবর্তনগুলি রবীন্দ্রনাথ-কৃত কি না নিশ্চিত বলা যায় না। অতঃপর ক্রমিক সংখ্যা দিয়া অন্যান্য গান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-সংকলন—

১ ॥ পঞ্চম ও সপ্তম সংস্করণে রাগ-তালের উল্লেখ নাই। অন্যান্য সংস্করণে : ঝিঁঝিট খাম্বাজ - তাল খেম্‌টা। পক্ষান্তরে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী -সম্পাদিত স্বরবিতানের বিংশ খণ্ডে : মিশ্র ভৈরবী। দাদ্‌রা।

পাঠভেদ, গানের পঞ্চম ছত্রে স° ১-৭ -ধৃত 'উঠে' স্থলে স্বরলিপি-গ্রন্থে : ওঠে / এবং শেষ ছত্রে স° ১:৭ -ধৃত 'দিব' স্থলে স্বরলিপি-গ্রন্থে : দেব /

২ ॥ পঞ্চম ও সপ্তম সংস্করণে রাগ-তালের উল্লেখ নাই। অন্য সকল সংস্করণে ও স্বরলিপি-গ্রন্থে : মুলতান-আড়খেমটা।

'যমুনার ঢেউ যাচ্চে বয়ে'—স্বরলিপি-গীতিমালায় এটুকুতেই স্বরলিপি -লেখা শেষ হওয়ায়, গানের সব-শেষে 'বেলা চলে যায়' পাঠ অনুমান করা যায় না। পরন্তু ইন্দিরাদেবীর সম্পাদনায় বিংশখণ্ড স্বরবিতানে তাহা স্পষ্টভাবে লেখা হইয়াছে।

৩ ॥ ইহার স্বরলিপি নাই। কেবল প্রথম দ্বিতীয় চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংস্করণে রাগ-তালের উল্লেখ : ছায়ানট - তাল কাওয়ালি। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গানটি সংক্ষেপীকৃত, একমাত্র তৃতীয় সংস্করণে বর্জিত।

৪ ॥ কেবল প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণে রাগ-তালের উল্লেখ যথাক্রমে : 'ভৈরবি খেম্‌টা' ও 'ভৈরবী'। পক্ষান্তরে স্বরলিপি-গীতিমালায় ও বিংশখণ্ড স্বর-বিতানে : ভৈরবী-আড়খেমটা। পাঠভেদ নাই।

৫ ॥ সুরের উল্লেখ একমাত্র প্রথম সংস্করণে : 'রামপ্রসাদী সুর'। বিংশখণ্ড স্বরবিতানে : 'রামপ্রসাদী সুর। দাদ্‌রা'। গানটি তৃতীয় সংস্করণে বর্জিত।

৬ ॥ অক্ষয় চৌধুরীর রচনা। প্রথম সংস্করণে সুরের উল্লখ আছে, দ্বিতীয়ে নাই। তৃতীয় সংস্করণ হইতে বর্জিত। ইহার সম্পর্কে অন্যান্য কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

৭ ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেই এ অংশ বর্জিত। প্রথম সংস্করণে সুরের উল্লেখ 'গৌড় সারং একতালা', কিন্তু ইহার কোনো স্বরলিপি নাই।

৮ ॥ একমাত্র প্রথম সংস্করণে ইহার সুরের উল্লেখ : খাম্বাজ। স্বরলিপি-গীতি-মালায় ও বিংশখণ্ড স্বরবিতানে উহা বিশদীকৃত : খাম্বাজ-আড়খেমটা। গানের ষষ্ঠ ছত্রে অতিপর্বিক পদ 'আজ' স্বরলিপি-গীতিমালায় ও বিংশখণ্ড স্বরবিতানে বর্জিত।

৯ ॥ একমাত্র প্রথম সংস্করণে ইহার সুরের উল্লেখ : পূরবী। স্বরলিপি-গীতি-মালায় : মিশ্র পূরবী - একতালা। পরন্তু বিংশখণ্ড স্বরবিতানে : মিশ্র পূরবী - দাদ্‌রা।

একমাত্র পাঠভেদ এই যে, গানের ষষ্ঠ ছত্রে 'সাঁঝের [সাঁজের] বেলা' নাটকের সব সংস্করণে থাকিলেও স্বরলিপি-গীতিমালায় ও বিংশখণ্ড স্বরবিতানে : সাঁঝের বেলায় /

১০ ॥ পঞ্চম ও সপ্তম ব্যতীত সকল সংস্করণে সুরের উল্লেখ : কেদারা। স্বরলিপি-গীতিমালায় ও বিংশখণ্ড স্বরবিতানে : কেদারা-একতালা।

একমাত্র পাঠভেদ স্বরলিপি-গীতিমালায়, গানের চতুর্থ ছত্রে প্রকৃতির প্রতিশোধ -ধৃত 'পুলক' স্থলে : পুলকে /

'পুলক" পদের অর্থ এ স্থলে 'রোমাঞ্চ' হইতে পারে। পুলকে, রোমাঞ্চিত হয়। এ ভাবে দেখিলে, সং ১-৬ -ধৃত 'পুলক কায়', সপ্তম সংস্করণে 'পুলক-কায়' করারও কোনো আবশ্যকতা ছিল না। হয়তো কবি-কৃতও নয় কিন্তু প্রেস ও প্রুফ-রীডারের যৌথ অনবধান ও ভুল-বোঝাবুঝির ফলে রচিত। সং ১-৬ অনুযায়ী 'পুলক কায়' হওয়াই সর্বতোভাবে সংগত।

১১ ॥ পঞ্চম ও সপ্তম ব্যতীত সকল সংস্করণে সুরের উল্লেখ : বেহাগ। ইহার কোনো স্বরলিপি নাই।

প্রকৃতির প্রতিশোধের গান সম্পর্কে

রবীন্দ্রনাথ :

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় [শরৎ ? / ১২৯০] জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধের কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া-দিয়া গাহিতে-গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

হ্যাদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও—
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

—জীবনস্মৃতি[৩০]

---

৩০ গ্রন্থসূচনায় জীবনস্মৃতি হইতে বিস্তারিত সংকলন দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতির প্রতিশোধ : SANYASI, or THE ASCETIC

জাপান-যাত্রী রবীন্দ্রনাথ (মে ১৯১৬) জাহাজে থাকিতে প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকের রূপান্তর সাধন করেন :তাহার আভাস পাই রথীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক চিঠিতে : বিসর্জ্জন আর রাজা ও রাণী আমি তর্জ্জমা করে ফেলেচি— অবশ্য ঢের ছেঁটেচি ও বদ্‌লেচি।… ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ [২২মে ১৯১৬][১]

মালিনী এবং প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকেরও 'তর্জমা' করেন এ কথা চিঠিতে অনুক্ত থাকিলেও, উহ্য আছে বলা যায়। উল্লিখিত ৪ খানি নাটক *Sacrifice / and Other Plays*[২] নামে বিলাতে ও আমেরিকায় প্রকাশিত হয় ১৯১৭ অব্দে[৩]। তন্মধ্যে *Sanyasi, or The Ascetic* নামে প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকের সন্নিবেশ প্রথমেই। 'তর্জমা'র প্রক্রিয়ায় রূপান্তর কতটা দূরপ্রসারী, পরিবর্জন পরিবর্তন ও নূতন সংযোজন কোথায় কিরূপ, তাহার সারসংকলন না করিলে অথবা আভাস মাত্র না দিলে প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্য -জিজ্ঞাসু পাঠকের ধ্যান-ধারণা সর্বাঙ্গীণ হইবে না। এজন্য পরবর্তী সারণীতে এক দিকে *Sacrifice* গ্রন্থের (ম্যাক্‌মিলান, ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৫৪-৬৩)[৪] দৃশ্য পৃষ্ঠা ও পংক্তি, অপর দিকে বর্তমান গ্রন্থের দৃশ্য ও পংক্তি উল্লেখ করিয়া অন্যোন্য-তুলনা-মূলক প্রাসঙ্গিক অধিকাংশ তথ্য সংক্ষেপে সংকলন করা গেল।[৫]

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মূল নাটকের অনামা বালিকা ইংরেজি রূপান্তরে 'বাসন্তী' নামে অভিহিত। তবে, মূলের 'অলঙ্গ' (দৃশ্য ২ ॥ ছত্র ৬৮) তর্জমায় 'অনঙ্গ' (8.4), মনে হয় বিদেশী পাঠকের মুখ চাহিয়া উচ্চারণ-ভেদ মাত্র।

---

১ চিঠিপত্র ২ (১৩৪৯), পৃ ৪০   ২ sub-title ভারতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদে নাই।

৩ সেপ্টেম্বরের উল্লেখ আছে মার্কিন সংস্করণে।

৪ পূর্বাপর অন্যান্য মুদ্রণে বা সংস্করণে পৃষ্ঠা ও পংক্তির হিসাবে বাক্য ও বিষয় -সন্নিবেশে কতটা পার্থক্য আছে তাহা মিলাইয়া দেখা হয় নাই।

৫ বামে ইংরেজি গ্রন্থের পৃষ্ঠা ও ছত্রের অঙ্ক বিন্দুচিহ্নের আগে ও পরে। (যে-কোনো পৃষ্ঠাঙ্কের পরে বিন্দুচিহ্ন থাকিবেই।) বাংলার ক্ষেত্রে এক-একটি দৃশ্য-ধৃত ছত্রাঙ্কই শুধু দেওয়া হইয়াছে। এই-সব ছত্রের হিসাব, নাটকীয় আলাপ ও গান সম্পর্কে। নাট্যনির্দেশ গণনীয় নহে।

Sanyasi	প্রকৃতির প্রতিশোধ	
Scene I	দৃশ্য [১]	
3.1-11	The division of days...float the ancient frogs.	
	কোথা দিন··· প্রাচীন ভেকের দল রয়েছে ঘুমায়ে।[৬]	১-১১
3.11-12	I sit chanting the incantation of nothingness.	
	বসে বসে প্রলয়ের মন্ত্র পড়িতেছি[৭]	১৮
3.12-4.2	The world's limits··· are extinct ;	
	বসে বসে চন্দ্র সূর্য··· বিশ্বের সীমানা[৭]	২৬-২৭
4.2-6	and that joy... infinite annihilation.	
	তুলনা : কোটি-কোটি-যুগ-ব্যাপী··· সেই আনন্দ-আভাস।	৩০-৩৫
4.7-16	I am free... chasing my shadow.	
	তু : কে আমারে কারাগারে··· নিষ্ফল প্রয়াস।	৩৭-৫৩
4.16-5.14	Thou drovest me... untouched and unmoved.	
	সুখের বিদ্যুৎ দিয়া··· প্রতিশোধ-গান।	৫৪-৭০
	বহুশঃ পরিবর্তিত / সংক্ষেপীকৃত।	

Scene II	দৃশ্য [২]	
6.1-5	How small is this earth .. pressing upon my eyes.	
	এ কী ক্ষুদ্র ধরা !··· যেন চাপিয়া পড়িবে !	১-৪

---

৬ শেষ অংশে মূল বাংলা নাটকে এবং ইংরেজি 'তর্জমা'য় যে পার্থক্য, তাহা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। এরূপ পরেও দেখা যাইবে।

৭ রূপান্তর-সাধনে ('চন্দ্র সূর্য'>'stars') সম্পূর্ণ বাংলাবাক্যের যথাযথ সারসংগ্রহ হয় নাই, এজন্য উদ্‌ধৃতিশেষে পূর্ণচ্ছেদও নাই। কিন্তু অসম্পূর্ণতা-জ্ঞাপক কমা প্রভৃতি চিহ্নের নির্দেশ বা সংকলন এ স্থলে অনাবশ্যক। এরূপ সর্বত্র।

অপরপক্ষে ইংরেজি পাঠের আদ্যন্ত নির্দেশের ব্যাপারে কোনো উদ্‌ধৃতির কোনো চিহ্ন (বাক্যের অন্তর্গত বা অন্তিম) উপেক্ষণীয় নহে।

Sanyasi দৃশ্য [২]

Scene II অনুবৃত্তি

6.5-8 The light, like a cage... prisoned birds.

তু : চারি দিকে দেখা যায়··· অনন্তের প্রতিরূপ ১০-১৮

পরিবর্তন, যথা : মন ফিরে আসে > hours hop and cry etc.

মূলে অন্ধকারের প্রশস্তি আর ইংরেজিতে উল্লেখ মাত্র : has shut out the dark eternity

6.8-10 But why are these... what purpose ?

পথ দিয়া চলিতেছে··· এত ব্যস্ত এরা ! ২৩-২৬

পরবর্তী অংশ নূতন :

6.10-13 They seem always... comes to their hands.

7.1-2 O my, O my ! You *do* make me laugh.

তু : নাও, নাও, রঙ্গ রেখে দাও। ৬০

[বা] আর হাসতে পারি নে, তোমার রঙ্গ রেখে দাও। ৮৬-৮৭

পরবর্তী অংশ নূতন :

7.3-8.3 But who says... things that are unessential.

8.4-6 Leave off your chatter... my man will be angry.

ঘরকন্নার কাজ··· মিন্‌সে আবার রাগ করবে। ৫৩-৫৪

পুরোবর্তী ইংরেজিতে প্রথম বাক্যটি নূতন।

পরেও নূতন :

8.7-10 Good-bye, sir... you have no inside to speak of.

8.11-9.10 Insult me ?... grow wings, perish

আমাকে অপমান !··· পাখা ওঠে মরিবার তরে। ৭১-৭৯

সংক্ষেপীকৃত ও সংহত।

10.1-7 But have you got... too hot for him, and—

আচ্ছা, তুমি কী··· ঘুঘু চরাতে পারি। ৮১-৮৫

সংহত।

10.8-11.10 I am sure Professor... comes from the seed.

মাধব শাস্ত্রীরই জয়।··· বীজ থেকেই তো বৃক্ষ। ৯৩-১০০

12.1-3 Sanyasi, which... the subtle or the gross ?

প্রভু, আমাদের··· নির্ণয় করতে পারছি নে। ১০৭-১০৯

সংহত। পরে নূতন :

12.4-8 Neither... It is a circle.

12.8-13 2 The distinction .. my master teaches.

স্থূল কোথা ?··· গুরুরও তো ওই মত। ১১০-১১৬

13.3-6 These birds... they are happy.

তু : হা রে মূর্খ··· ঘরে নিয়ে যায়। ১১৮-১২২

পূর্বের পাঠে ও প্রতিপাঠে রূপকল্প পৃথক।

13.7-14.4 *The weary hours pass*[8]... Nor the halter.

বুঝি বেলা বহে··· হাড়কাঠও তো কম নেই। ১২৩-১৩১

14.5-12 You *are* bold.... if you had come.

মর্ মিন্‌সে··· খেয়ে তো ফেলতুম না। ১৩৫-১৩৯

15.1-3 Kind sirs... one handful from your plenty.

তু : ভিক্ষে দে গো··· আর কিছু চাহি নে। ১৪০-১৪৭

15.4-16.3 Move away... in a pure desolation.

সরে যা, সরে যা··· শূন্যে করি বাস। ১৪৮-১৫৮

দৃশ্য [৩]

16.4-17.3 Girl, you are... Vasanti, Raghu's daughter.

বালিকার নামকরণ -সহ এই অংশ নূতন।

17.3-10 May I come... world from his mind.

প্রভু, কাছে যাব আমি ?··· সংসারের ধুলা। ৩১-৩৫

পরে নূতন :

17.10-18.4 But what have you... ever away in the endless.

18. 5 You can sit here, if you wish.

বোসো হেথা। ৪২

---

[8] (৮) গান ছাপা হেলানো হরপে।

Sanyasi দৃশ্য [৩]

Scene II অনুবৃত্তি

18.6-13	Never tell me... never discard you.	
	একবার কাছে তুমি··· মোর কাছে সকলি সমান।	৪৪-৪৯
	শেষে ঈষৎ পরিবর্তন । পরে নূতন :	
18.13-15	You are to me .. yet you are not.	
19.1-20.3	Father, I am... I have done with leaving.	
	আমি, প্রভু, দেব নর··· আমি ত্যেজিব না।	৫০-৬১
	পরে নূতন :	
20.3-5	You can stay... never coming near me.	
	দৃশ্য [৪]	
20.6-8	I do not understand... in the whole world ?	
	কী শিক্ষা দিতেছ, প্রভু··· আশ্রয় কোথায়।	৪-৫
20.9-21. 3	Shelter ?... but do not satisfy.	
	আশ্রয় কোথায় পাবি··· বাড়ে অভিলাষ[১]	৮-১৬
21.3-11	Come away... never comes to the end.	
	হেথা হতে চলে আয়··· মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।	১৯-২৬
21.12-13	—And we... feeding upon death.	
	বিশ্ব মহা মৃতদেহ, তারি কীট তোরা··· রয়েছিস বেঁচে[১]	৩১-৩২
	উল্লিখিত ভাষান্তরে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ।	
21.14-22.2	Father, you frighten... depth of one's self.—	
	কী কথা বলিছ··· আছে আপনার মাঝে।	৩৫-৩৮
22.2-7	Seek that... Will you come ?	
	আপনারে খুঁজে লও··· আসিবে কি এ মোর কুটিরে ?	৪০-৪৩
22.8	But who are you ? / কে তুমি গো ?	৪৭
22.9-10	Must you know me ?... Raghu's daughter.	
	পরিচয় না পেলে কি··· রঘু পিতা মম[১]	৫০-৫১
22.11-12	God bless you... I cannot stay.	
	সুখে থাকো বাছা··· ত্বরা যেতে হবে।	৫৩-৫৪

23. 1-6	He is still... taken him away.	
	বেটা এখনো জাগল না··· খাট-সুদ্ধ উঠিয়ে এনেছি।	৫৬-৬০
23.7-24.9	But I am tired... if you kept still.	
	আর ভাই, বইতে পারি নে··· চিত হয়ে পড়ে থাক্।	৬২-৭০
	সংহত। পরের বাক্যটি নূতন	
25.1-2	I am sorry... you have made a mistake.—	
25.2-5	I was not dead .. but argue.	
	আমি মরি নি··· এমনি বেটার বুদ্ধি বটে!	৭১-৭৩
25.6-9	He won't confess .. alive as any of you.	
	ও কি আর কবুল করবে?··· বাবা, আমি মরি নি।	৭৬-৭৯
25.10-11	The girl has... her little head.	
	আহা, শ্রান্ত দেহে বালা ঘুমিয়ে পড়েছে [।]	৯০
	[কঠিন মাটিতে শুয়ে][১] শিরে হাত দিয়ে	৯২
25.11-26.1	I think I must leave her now, and go.	
	পালা, পালা, এইবেলা, পালা এইবেলা!	৯৬
26.1-11	But, coward, must you .. Afraid of a shadow?	
	পলায়ন!··· ছায়ার মতন তোরে রাখিব কাছেতে[২]	৯৮-১০৬
	নানাভাবে সংহত ও পরিবর্তিত।	
26.12-13	Do you hear... stillness is in my soul.	
	ওই শোনো, রাজপথে··· রচিব নির্জন[৩]	১০৮-১০৯
27.1-8	Go now... Bravo. Well said.	
	যাও, যাও, আর মুখের··· বাহবা, বেশ বলেছ।	১১২-১২১
27.9-10	Now. what is your answer to that, my dear?	
	কেমন! এখন জবাব দাও।	১২৩

[২] পরপৃষ্ঠায় উদাহৃত

[৩] পরবর্তী অংশ নূতন।

[১] বন্ধনী-আরোপিত অংশ বাদে মূলের '৯০' ও '৯২' ছত্র একত্র সংহত।

Sanyasi	দৃশ্য [৪]	
Scene II	অনুবৃত্তি	
	নূতন :	
28.1-3	Answer !... It is perfect rubbish.	
28.4-7	I leave it... no answer at all.	
	তোমরা তো দশজন··· ঠিক কথা বলেছ।	১২৪-১২৭
28.8-29.4	Let me explain... understand what you say ?	
	শোনো, তোমায় বুঝিয়ে বলি।··· এ কোন্ কথা !	১৩৩-১৪০
	দৃশ্য [৫]	
29.5-11	What are you doing... these are hills.	
	[*Puts her cheek upon it.*	
	ইহা নূতন সংযোজন। পরে :	
29.12-30.3	Your touch is... the wand of the eternal.—	
	দেখি তোর অতিমৃদু স্পর্শ··· নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।	৪-৬
30.4-6	But, child, you are... flowers and fields—	
	তোরা সব ছোটো ছোটো··· গাছপালা, পাখি—	২৭-২৯
30.6-8	what can you find in me [,who have my centre in the One and my circumference nowhere] ?	
	হেথায় কে আছে তোর !	৩০
	ভাষান্তরে পরিবর্তিত অপিচ বন্ধনী-আরোপিত অংশ নূতন।	
30.9-16	I do not want... illusions to console them.	
	তুমি আছ পিতা !··· ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।	৩১-৩৭
	দৃশ্য [৬]	
30.17-31.17	Father, this creeper... are the same.—	
	তু : ওই দেখো··· গায়ে দাও হাতটি বুলিয়ে।	১১-১৭
	বাংলায় ইংরেজিতে সংলাপের সূত্র এক বক্তব্য ও ব্যঞ্জনা পৃথক্‌।	

31.17-32.2 But what languor... clouding my senses ?

এ কী রে মদিরা আমি··· জ্ঞানের চোখে মেঘ-আবরণ। ১৮-২২

32.3-7 No more of this... I am free.—

দূর হোক··· গ্রন্থি-হীন, স্বাধীন সবল' ২৫-২৮

32.7-8 No, no, not those tears. I cannot bear them.—

কেন রে নয়ন দুটি··· ভালো নাহি লাগে। ৩১-৩৩

32.8-16 But where was hidden... dance in my heart [, when their mistress, the great witch, plays upon her magic flute].—

কোথা লুকাইয়া ছিল··· নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ' ৩৬-৪৩

সংহত। বন্ধনীবদ্ধ অংশ নূতন, ইহার অনুবৃত্তিও নূতন :

32.16-33.13 Weep not, child, come to me. You seem to me... Do not touch me. I must be free.—

[*He runs away.*

নূতন হইলেও প্রথম বাক্যে পূর্বগামী দুই ছত্রের (৩০-৩১) ব্যঞ্জনা স্পষ্ট এবং 'I must leave you' বা 'I must go' সন্ন্যাসীর এরূপ উক্তিতে মূলের 'না, না, আমি চলিলাম' (ছ ৪৭) ঘোষণারও প্রতিধ্বনি।

Sanyasi
Scene III

দৃশ্য [৭]

34.1-8 *Do not turn away... show me your face.*[s]

তু : বনে এমন ফুল ফুটেছে ইত্যাদি ১-১০

প্রসঙ্গ একই কিন্তু উপস্থাপন নূতন

গায়ক 'স্ত্রীলোক' নয় / একজন shepherd।

34.9-35.5 The gold of the evening... lamps lighted [, like a veiled mother watching by her sleeping children].

পশ্চিমে কনক সন্ধ্যা··· উপরে পড়েছে। / বামে···নগরের গৃহ। / দীপ জ্বলে উঠিতেছে দু একটি ক'রে'

১৩-১৬। ১৯-২০। ২২

ইংরেজিতে বন্ধনী-আরোপিত অংশ নূতন।

Sanyasi	দৃশ্য [৭]
Scene III	অনুবৃত্তি
35.5-10	Nature, thou art my slave.... dance with thy starry necklace twinkling on thy breast.
	তু : হেথায় বসি-না··· খেলা কর্ সমুখেতে চন্দ্র সূর্য নিয়ে[৭] ২৭-৩২
35.11-36.3	*The music comes... is one with my love*[8]
	মরি লো মরি··· আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ! ৩৭-৫০
	বিশেষ পরিবর্তন। অপিচ গান গায় shepherd girls।
	দৃশ্য [৮]
36.4-9	I think such an evening...setting star of evening —
	তু : ধীরে ধীরে কত কী যে··· পাশে বসে ছিল মোর ? ১৪-২০
	দৃশ্য [১১]
36.10-14	But where is my... big with tears ? Is she there, sitting outside her hut [, watching that same star through the immense lonliness of the evening] ?
	তু : সেই মুখ বার বার··· মনের দুয়ারে··· ডাকিতেছে সদা। ৩-৫
	মনের দুয়ারে > outside her hut। ইংরেজিতে বন্ধনী-আরোপিত অংশ এবং তদনুবৃত্তি সম্পূর্ণ নূতন :
36.14-17	But the star must... be stilled in sleep.
	দৃশ্য [৮] অনুবৃত্তি
36.17-18	No, I will not go back.
	আর না রে, আর না রে, আর ফিরিব না। ২৩
	পরে নূতন :
36.18-37.2	Let the world-dreams... think, and know.
	দৃশ্য [১১] অনুবৃত্তি
37.2 √3	Enters a ragged Girl / দরিদ্র বালিকার প্রবেশ ১৯ √২০
	অতঃপর মূলের সাদৃশ্য -বর্জিত নূতন রচনা :
37.3-39.10	Are you there... kiss of blessing before you go.

40.1-6 How stout and chubby... Can we help it ?

দেখ্ দেখি··· আমাদের দোষ কী ? ৩১-৩৫

পরে সম্পূর্ণ পরিবর্তন :

40.7-12 Don't I tell you... answer me like that ?

তু : বললেম— বলি··· কেন ওদের মতো দেখায় না ? ৩৬-৪২

41.1-42.1 Where are you going... with my elder girls.

তু : কোথায় চলেছ···চরকা কাটি মেয়েটিরে নিয়ে। ৪৩-৫২

42.1-2 Go and salute the Sanyasi [Bless them, father.]

যা না রে, প্রভুরে গিয়ে কর্ দণ্ডবৎ। ৫৮

মূলে (১১॥৩১-৬৪) যেখানে আপন আপন সন্তান-সহ
দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ, প্রস্থান, ভাষান্তরে সে ভেদ নাই।

দৃশ্য [১০]

42.3-4 Friend, go back... Do not come any farther.

আর কত দূরে যাবি, ফিরে যা রে ভাই ! ২২

পরে নূতন :

42.5-9 Yes, I know.... when we must part.

42.10-11 Let us carry away... we part to meet again.

তু : আবার আসিব ফিরে যত শীঘ্র পারি। / ২৫

আনন্দের মাঝে পুন হইবে মিলন। ৩৪

পরে নূতন :

42.12-43.3 Our meetings and partings... it has been much.

43.4-5 Look back for a minute before you go.

যাবে যদি একবার··· ফিরে চাও নগরের পানে। ২৬-২৭

মূলের প্রভাতদৃশ্য সন্ধ্যারাত্রে রূপান্তরিত
এজন্যও পরের অংশ মূলানুগ নয় :

43.5-44.2 Can you see that faint... blot of darkness.

রূপান্তরিত সংলাপে (p. 42, line. 3 - p. 44, line 2) যথোচিত পারম্পর্যে আলাপী বন্ধুদ্বয়ের নির্দেশ নাই। 'man' ও 'friend' অভিন্ন। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ের কথার জবাব পুনশ্চ (p. 42, lines. 9-10) দ্বিতীয় কেন দিবে ?

ফলতঃ প্রথমের পর দ্বিতীয়, পরে প্রথম, পরে দ্বিতীয় এইভাবেই শেষ পর্যন্ত উভয়ের সংলাপ চলিয়াছে। পরের অংশ নূতন, তাহাতে সন্ন্যাসীর ভাবান্তর দ্রষ্টব্য। এই অভিনব সংযোজনেই বাংলা নাটকের দ শ ম দৃ শ্যে র সারার্থ-সংকলন সমাপ্ত।

44.3-15 The night grows... to my death.

Sanyasi

Scene IV দৃশ্য [১৪]

45.1-2 Let my vows... my staff and my alms-bowl.

যাক, রসাতলে যাক··· দণ্ড কমণ্ডলু ! ১-২

45.3-13 This stately ship... to this great earth.—

হে বিশ্ব, হে মহাতরী··· নীড়ে ফিরে আসে। ৬-২১

সংহৃত। পরে নূতন একোক্তি ও সংলাপ :

45.13-46.12 I am free... She must find me.

দৃশ্য [১৫]

47.1-2 So our king's son... to be married to-night.

ওরে, আজ আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে। ১

পরে নূতন :

47.3-7 Can you tell me... got to do with it ?

47.8-48.1 But won't they give us... Grand.

তৃ : হাঁ গা, রাজপুত্তুরের··· আনন্দ করে নে। ৭-১৩

পরে নূতন :

48.2-10 But we shall... water most parts.

48.11-49.2 Look there··· does not come out.

তৃ : ওরে ও সর্দারের পো··· আগুন লাগিয়ে দেব। ১৪-১৭

49.3-4 Do you know... where is Raghu's daughter ?

জান কি কোথায় আছে মেয়েটি আমার ? ৩৭

পরে নূতন সংলাপ-সংযোজন :

49.5-9 She has gone away... not the bride for our prince.

50.1-3 My obeisance... Bless him, father.

তু : প্রভু গো, প্রণাম !··· দাও প্রভু, নিয়ে যাই শিরে। ২৮-৩০

'কতকগুলি পথিকের' পরিবর্তে ইংরেজি নাটকে এ স্থলে শিশু-সহ স্ত্রীলোকের প্রবেশ ঘটিয়াছে।

50.4-5 But, daughter, I am... no longer a Sanyasi.

তু : কেন এরা সবে মোরে···আমি তো সন্ন্যাসী নই। ৩২-৩৩

পরে নূতন :

50.5-51.1 Do not mock me... my lost world back.—

51.1-3 Do you know... where is she ?

তু : জান কি কোথায় আছে মেয়েটি আমার ? ৩৭

পুনশ্চ নূতন সংযোজন :

51.4-11 Raghu's daughter ?... She can never be dead.

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্যের ইংরেজি ভাষান্তরে প্রচল গ্রন্থের নবম দ্বাদশ ত্রয়োদশ ও ষোড়শ দৃশ্য একেবারেই ত্যাগ করা হইয়াছে এবং অষ্টম দশম একাদশ দৃশ্যের বিষয়-সন্নিবেশে কিছু হেরফের ঘটিয়াছে। যে দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করা হয় নাই, তাহার কোথা হইতে কতটা লওয়া হইয়াছে, পরিবর্তন কিরূপ এবং নূতন সংযোজন কোন্‌খানে —সে সম্পর্কে পূর্ব-সংকলিত সারণীর সাহায্যে ধারণা করা বা পর্যালোচনা করা সহজ হইবে আশা করা যায়। পুনশ্চ বলা বাহুল্য হইবে না, রবীন্দ্রনাথ-কৃত বাংলা নাটকের ভাষান্তর, প্রকৃতপক্ষে রূপান্তর মাত্র ; নূতন সৃষ্টিও বলা চলে।

পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

নির্দিষ্ট দৃশ্যে ছত্রে সংযোজন-সংশোধন :

২ ॥ ৬৮ স° ১ পাড়ার > পাড়ায় / স° ২-৭

৪ ॥ ১৩৮ স° ১-৬ নিজ্ > নিজ / স° ৭

১০ ॥ ৮ স° ১-৩ করিতে ! > করিতে ? / স° ৪-৭

উত্তরকালীন পাঠ, বানান, চিহ্ন সম্ভবতঃ মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র।

বিজ্ঞপ্তি

বহু বৎসর পূর্বে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সহযোগিতায় প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্যের একটি পাঠপঞ্জীকৃত সংস্করণের পরিকল্পনা লইয়া কাজ শুরু হয়। রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের অন্যতম কৃত্য -রূপে বর্তমানে সেই মূল কল্পনাকেই একটি সাবয়ব সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীকানাই সামন্তকে এতৎসম্পর্কিত সংকলন ও সম্পাদনার সকল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক নানা সময়ে নানা ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করেন। প্রথম প্রযত্নেই এই পাঠপঞ্জী-প্রণয়ন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বা নিখুঁত হইয়াছে, এমন বলা যায় না। রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহার কোনো ত্রুটি গ্রন্থ- সম্পাদকের বা প্রকাশকের দৃষ্টিগোচর করিলে তাঁহারা বাধিত হইবেন।